চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিঠিপত্র

৫

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীইন্দিরা দেবী ও শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রাবলী চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হইল। প্রথমোক্ত তিনজনকে লিখিত এই কয়টি চিঠিই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। শ্রীইন্দিরা দেবীকে ১৯১৮-১৯৪১ সালে লিখিত চিঠিপত্র এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল; ১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে-সকল চিঠি লিখিয়াছেন সেগুলি ছিন্নপত্র গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। ঐ সময়ে লিখিত আরও যে-সব চিঠি বর্তমানে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, সেগুলি ভবিষ্যতে ছিন্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

৬ পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
১১ জানুয়ারি ১৯২২

ভাই মেজদাদা

এবার য়ুরোপ থেকে এসে অবধি বিশ্বভারতীর কাজের পাকে এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে আমার কোথাও নড়বার জো নেই। বিশেষত এখানে Prof. Sylvain Levy কাজ করচেন তাঁকে ছেড়ে যাওয়া চলেনা। তিনি আমার আহ্বানে এসেচেন এবং আমার আকর্ষণেই এসেচেন— এত বড় পণ্ডিত অথচ এমন সহৃদয় লোক দেখা যায়না। যদি সুবিধা হয় তাঁদের বরঞ্চ একসময়ে রাঁচিতে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাব। Gourlayকে জোড়াসাঁকোয় ডেকে এনে তাঁদের এখনকার দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে কিছু বলেছিলেম। মেছুয়াবাজারে মসজিদের মধ্যে পুলিস প্রবেশ করে যেসব উৎপাত করেছিল তাতে সর্ব্বসাধারণের মনে ধারণা হয়েচে যে ওরা গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে N. C. O. পক্ষের অহিংসাব্রত ভাঙবার চেষ্টা করচে। আমি ওকে বলেচি এরকম ঘটতে আরম্ভ হলে আমাদের মত নিরপেক্ষ লোকদেরও দায়ে পড়ে অপরপক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। আপনি কৃষ্ণকুমার মিত্রকে যে message লিখে দিয়েচেন সেটা আমার ভাল লাগ্‌ল; আমিও কতকটা এইভাবেই মাঝে মাঝে দেশের লোককে বলেচি।— বিশ্বভারতীকে কতকটা খাড়া করে তোলা গেছে,— এটাকে এবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করা গেল,— তারই একটা Constitution গড়া গেছে, সেটা উকীলের দ্বারা সংশোধন

করিয়ে ছাপা হলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। জিনিষটা আর সবই একরকম গড়ে উঠেচে কেবল অর্থের অনটনে নিয়তই উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্চে। সুধীর মঞ্জু এখানে ভর্ত্তি হয়েচে সে কথা জানেন বোধ হয়। আমার ত মনে হচ্চে এখানে ওদের বেশ মন বসে গেচে। লটি মেয়েবিভাগের তত্ত্বাবধান করচেন, আর পিয়র্সনের হাতে সুধীরের ভার আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৮

স্নেহের রবি

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লিখিত

ॐ বোলপুর

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১১

ভাই মেজ বৌঠান—

মীরা ভাল হয়ে গেছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার কিছুতেই মনে হয়না যে মীরার পক্ষে মাংস খাওয়া ভাল। তুমি ওর যে রকম পথ্য ঠিক করে দিয়েছ সেইটেই ওর পক্ষে উপযোগী। রথীদের ওখানে পথ্যটা ভাল নয় সে কথাটা ঠিক—সেইজন্যেই প্রতিমার প্রায়ই শরীর খারাপ হচ্চে…যশোরের রক্তের গুণে মীরা খুব সামাজিক—মেলামেশা গল্প সল্প হাসিতামাসা করতে পারলেই ও সব চেয়ে থাকে ভাল—আস্তে আস্তে তোমাদের বালিগঞ্জ অঞ্চলে ওর একটি সখীমণ্ডলী গড়ে উঠ্‌লেই ও বেশ আনন্দে থাকতে পারবে।

আমার একরকম চলে যাচ্চে ছুটির পরে তারপর আমার শরীর সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু চিন্তা করে দেখা যাবে। আটই আশ্বিন থেকে আমাদের ছুটি আরম্ভ হবে। ইতি রবিবার

তোমার স্নেহের

রবি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা পূর্ব্বে যে জায়গায় ছিলুম সেখানে খুব একটা বড় রকম ঝড় খেয়েছিলুম। বোটগুলো নিয়ে সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছিল। তীরে শক্ত মাটি ছিল না— বালিতে খোঁটা ও নোঙর তেমন আঁকড়ে বসে না তাই ঝড়ের টানে নোঙর সুদ্ধ বোট খানিক দূর ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় বালি উড়ে দশদিক অন্ধকার করে দিলে— বাইরে বেরতেই চোখে বালি লেগে অন্ধপ্রায় এবং নিশ্বাস বন্ধ হবার জো হতে থাকে। ছোট ছেলেদের নিয়ে মনের ভাব কিরকম হয়েছিল তা বেশ বুঝতেই পারচেন। সেখান থেকে এবার একটি রীতিমত সঙ্কীর্ণ কোলের মধ্যে বোটগুলো নিয়ে এসেছি। এখানে আর আশঙ্কার কোন কারণ নেই। উত্তর পশ্চিমে উঁচু পাড়— সেদিক থেকে তেমন জোরে বাতাস আসবার সম্ভাবনা নেই— জল অল্প এবং সম্মুখের দিকে বন্ধ। নির্জ্জন জায়গা— মেয়েরা চরের উপর সঞ্চরণ করে বেশ মনের আনন্দে আছেন। শিলাইদহে ফেরবার নামে তাঁরা বিমর্ষ হয়ে যান।

মুদ্রারাক্ষস পড়ছি। মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্ব-রসপূর্ণ নয় সেইজন্যে আমার বোধ হয়, ওগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গাম্ভীর্য্য এবং কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হত। অন্য নাটকের মত এর শ্লোকগুলি বেশ স্বচ্ছ এবং চেষ্টালক্ষণ-

হীন হয়নি। এর গল্প অংশ বেশ লাগচে। সংস্কৃত মূলটা আনিয়ে নিয়ে অনুবাদের সাহায্যে সেটা পড়ব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্ব্বে একবার পড়বার চেষ্টা করে খট্‌মটে বলে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আপনি ত সংস্কৃত নাটকশ্রেণী প্রায় শেষ করে ফেল্লেন। বড়গুলির মধ্যে কেবল বেণীসংহার বাকি আছে। চণ্ডকৌশিক, অনর্ঘরাঘব, পার্ব্বতী-পরিণয় নাগার্জ্জুন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত নাটক আছে— সেগুলো নিঃশেষ করতেও দেরি হবে না।

আমি "নৈবেদ্য" বলে এক শ খানেক কবিতা সমাজ প্রেসে ছাপতে দিয়েছি— হয়ত আগামী নববর্ষের আরম্ভে পেতে পারবেন। রোজ সকালে একটি দুটি করে লিখে লিখে এতগুলো জমে উঠেছে।

কলকাতায় প্লেগ ত খুব জেগে উঠ্‌চে। আপনারা বুঝি স্থানত্যাগ করতে সম্মত নন্?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[২]	ওঁ	508 High Street
Urbana
Illinois. U. S. A.
7 Nov. 1912

ভাই জ্যোতিদাদা

আমরা আমেরিকায় এসে পৌঁচেছি তাই আপনার চিঠি পেতে দেরি হল। আপনি যদি Mr. Rothenstein এর নামে একশো পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেন তাহলে তিনি ছবি বেছে ছাপাবার সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন। সুরেনের কাছ থেকে ১০০০ টাকা ধার নিয়ে মাসে মাসে একশো টাকা করে শোধ করবার ব্যবস্থা করলে বোধ হয় কোনো বিঘ্ন হবেনা। রোটেনস্টাইন বল্‌ছিলেন এরকম ছবির বই বেশি বিক্রি হবার যেন আশা না করা হয়—বিলাতের মত জায়গাতেও এর গ্রাহক অল্প। কেবল জিনিষটাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করবার জন্যেই ওর থেকে বাছাই করে ছাপার বন্দোবস্ত করা উচিত। উনি নিজে একটা ভূমিকা লিখে দেবেন। রোটেনস্টাইন ইংলণ্ডের একজন খুব বিখ্যাত চিত্রকর—South Kensington Art Collegeএর ভাস্কর্য্য অধ্যাপক একজন নামজাদা ফরাসী গুণী, তিনি বল্‌ছিলেন Rothenstein is not an ordinary artist, he is a personality.। আমি ছবি ছাপানো সম্বন্ধে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দেব।

আমরা এখন যে সহরে আছি এটি ছোটখাটো জায়গা—একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেষ্টন করে প্রধানতঃ অধ্যাপক ও ছাত্ররাই এখানে বাস করেন—সেইজন্যে বেশ নিরিবিলি—আমার ঠিক মনের মত জায়গা। আর একটি মস্ত সুবিধা

এই যে ইংলণ্ডে শীতকালটা যেরকম অন্ধকারে কুয়াশায় আচ্ছন্ন এখানে সেরকম নয়— যথেষ্ট শীত বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সূর্য্যের আলো— ভারি ভালো লাগে।

আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি— বৌমা তার গৃহিণীপনা করেন— অর্থাৎ তাঁকেই রাঁধ্‌তে ঘর সাফ করতে হয়— এদেশে সবাই মনিব; চাকর পাওয়া প্রায় অসম্ভব বল্লেই হয়— অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন। আজ দেখে এলুম বিকেলে এখানকার একজন বড় অধ্যাপক নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাপড় কাচচেন। নইলে উপায় নেই। এখানকার গরীব ছাত্ররা বেতন কিম্বা খোরাকির পরিবর্ত্তে বাসনমাজা রাঁধা ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি ঘরের কাজ সেরে দেয়। আমাদের অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র একাজে নিযুক্ত আছে। বৌমার এ একটা বেশ শিক্ষা হচ্চে। তাঁকে এখানকার সকলেই ভালবাসে। একজন অধ্যাপকের স্ত্রী তাঁকে ইংরেজি পড়াচ্চেন— খুব আদরযত্নে আছেন। এমনতর একবছর কাটিয়ে যেতে পারলে তাঁর খুব সুবিধা হবে। ইংলণ্ডে ঠিক এমন সুযোগটি পাওয়া যায়না। রথীকে অধ্যাপকরা প্রায় সবাই আন্তরিক ভালবাসেন বলে সকলের কাছ থেকে এমন একটা আত্মীয়তা পাওয়া যাচ্চে।

আপনার স্নেহের
রবি

[৩] ॐ আমেরিকার ঠিকানা—

C/o Prof. Seymour.
Urbana, Illinois,
U. S. A.

ভাই জ্যোতিদাদা

গত মেলে আপনার চিঠি পেয়েছি কিন্তু ছবির খাতা এসে পৌঁছতে বোধ হয় দু-এক মেল দেরি হতেও পারে। আমরা আবার পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। এখানে বলে দিয়ে যাব খাতা এসে পৌঁছলে Rothenstein এর কাছে পাঠিয়ে দিতে। তাঁর সঙ্গে ঠিক করচি আপনার ছবি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ এখানকার Studio কাগজে এবং আমাদের Modern Reviewতে লিখ্‌তে। তাতে কিছু কিছু উদাহরণ আপনার খাতা থেকে সংগ্রহ করে দিতে পারেন। ছবির বই ছাপতে এত বেশি খরচ যে সে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস করিনে। একটা প্রস্তাব আছে এই যে India Society থেকে আপনার ছবির গোটাকতক Selection যদি ওরা ছাপায় তাহলে অনেকটা প্রচার হতে পারবে। আপনি কিছু খরচ দিলে ওরা বাকি খরচ দেবে। ওরা বছরে দুটো করে বই ছাপিয়ে সভ্যদের দেয়। এ বছরের বই হয়ে গেছে। আর বছরে আপনার এটা যদি ওরা ছাপিয়ে দিতে রাজী হয় তা হলে খুব ভাল হবে। আমি আজ ওদের কাছে সেই প্রস্তাব করব। আপনাকে তাহলে হয়ত ৫০।৬০ পাউণ্ড দিতে হতে পারে— কিন্তু সে এখনি নয়— আস্‌চে বছরে।

আমার বইখানা আর সপ্তাহখানেক পরে বের হবে। দেখে যেতে পারলুম না। এখানে নবেম্বরটা বড় বিশ্রী, তাই তাড়াতাড়ি পালাতে হচ্চে। বই বের হলে আপনারা পাবেন— এইখান থেকেই এরা পাঠিয়ে দেবে। এ বই এদের কেন এত অত্যন্ত ভাল লেগেছে তা ঠিক বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। বিশেষত তর্জ্জমা আমার নিজের ইংরেজিতে, এবং সেও সরল গদ্যে। যে কবিতাগুলি তর্জ্জমা করেছি সে সমস্তই আমার শেষ বয়সের— তার মধ্যে কবিত্বের কোনো নৈপুণ্য নেই— দেশে তার কোনো আদরও হয়নি— বরঞ্চ লোকে এই কথাই মনে করেছে এই কবিতায় আমার কবিত্বশক্তির ক্ষীণদশাই প্রমাণ করচে।

আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি ১লা কার্ত্তিক ১৩১৯

স্নেহের রবি

[৪] ওঁ Hotel Earle
New York
13 Feb.1913

ভাই জ্যোতিদাদা

আর্ব্বানায় চুপচাপ ছিলুম বেশ আরামে ছিলুম। সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছি। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে আমার এক বক্তৃতার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে বষ্টনে হার্ভার্ড য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতার জন্যে চলেছি। সেখানে আমাকে

চারটে বক্তৃতা দিতে হবে। তারপরে উইস্‌কন্সিন য়ুনিভর্সিটিতে নিমন্ত্রণ আছে সেখানে কাজ সেরে আর্ব্বানায় ফিরে গিয়ে রথীদের ইলিনয় য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা পাঠ করবার প্রস্তাব আছে। Michigan, Pardue, এবং Iowa University থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি কিন্তু আমার আর পোষাচ্চে না। মনে করচি আগামী এপ্রেল মাসেই ইংলণ্ডে ফিরব। ইতিমধ্যে রচেষ্টারে একটা Religious Liberalsদের এক কন্‌গ্রেস ছিল সেখানে Race Conflicts সম্বন্ধে আমাকে ছোট একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। শেষকালে আমাকে যে এদেশে এসে ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আপনার খাতাগুলো সমস্তই রটেনস্টাইনের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে। আমি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেগুলো থেকে ছবি নির্বাচন করে কি ভাবে কি করা যেতে পারে তা স্থির করব। ইতিমধ্যে আপনি সেগুলো ছাপাবার খরচ কিছু সংগ্রহ করে রেখে দেবেন।

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু লেখবার সময় এ পর্য্যন্ত পাইনি। হয়ত ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অবকাশ পাব। এই সমস্ত বক্তৃতা প্রভৃতির হাঙ্গামে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সেইজন্যেই মনটা পালাই পালাই করচে। বষ্টনে ওকাকুরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাল আবার সেখানেই যাচ্চি।

আপনার স্নেহের রবি

[৫] ॐ বোলপুর

শুক্রবার

ভাই জ্যোতিদাদা

যদি প্রুফগুলি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এই মেলেই রোটেনস্টাইনকে সে কথা জানাবেন। আমার ত মনে হয় বিবির দুটো ছবি দেবার দরকার নেই— যেটা মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা সেটা বাদ দেওয়াই ভাল। রথী বলছিল এবার আমার যে ছবি তুলেছেন সেটা ভাল হয়েছে— রোটেনস্টাইন আপনার হাতে আঁকা আমার একখানা ছবি চান সেটা আপনি তাঁকে পাঠাতে পারেন তাহলে ওটাও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করে দিতে পারেন।

জর্ম্মানিতে যাবার গুজব সম্পূর্ণ অমূলক— কেমন করে উঠল জানিনে। বার্লিন থেকে ইতিমধ্যেই আমার নিমন্ত্রণ আসতে আরম্ভ হয়েছে।

আপনার রবি

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

[১]

C/o. Messrs Thomas Cook & Sons.
Ludgate Circus, London.
৬ই মে ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

বিবি, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। সমুদ্র পেরিয়ে অবধি আত্মীয়স্বজনদের এরকম আনুপূর্ব্বিক খবর আর পাইনি। তার কারণ, প্রধানভাবে বোলপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গেই আমার চিঠির দেনাপাওনা চলে আসচে— তাছাড়া আপনার লোকেরা যারা মাঝে মাঝে লেখে তারা, আমার পক্ষে কোন্ খবরটা যে খবর, তা ভেবেই পায় না। সেইজন্যে আমি আছি এমন ভাবে, যেন দেশে সময়ের ঘড়িতে কেউ দম দেয় নি অথচ এখানে প্রত্যেক সেকেণ্ডটা দোলাদণ্ডের কাঁধে চড়ে টিক্‌টিক্ শব্দে ঘর মাতিয়ে রেখেছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্। ওটা যে কেমন করে লিখ্‌লুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজি লিখ্‌তে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মত অভিমানটুকুও আমার কোনো-দিন ছিল না। যদি আমাকে কেউ চা খাবার নিমন্ত্রণ করে ইংরেজিতে চিঠি লিখ্‌ত তাহলে তার জবাব দিতে আমার ভরসা হত না। তুই ভাবছিস আজকের বুঝি আমার সে মায়া কেটে গেছে— একেবারেই তা নয়— ইংরেজিতে

লিখেছি এইটেই আমার মায়া বলে মনে হয়। গেলবারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোলো আনা সবল না থাক্‌লে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। তখন চৈত্রমাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকা-ডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বস্‌তে চায়— আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম— তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না। কিন্তু এমন অবস্থায় চুপ করে থাকা যায় না— হাড়ে যখন হাওয়া লাগে তখন বেজে উঠ্‌তে চায়, ওটা আমার চিরকেলে অভ্যাস, জানিস্ ত। অথচ কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেই জন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জ্জমা করতে বসে গেলুম। যদি বলিস্ কাহিল শরীরে এমনতর দুঃসাহসের কথা মনে জন্মায় কেন— কিন্তু আমি বাহাদুরি করবার দুরাশায় এ কাজে লাগি নি। আর একদিন যে ভাবের হাওয়ায় মনের মধ্যে রসের উৎসব জেগে

উঠেছিল সেইটিকে আর একবার আর এক ভাষার ভিতর দিয়ে মনের মধ্যে উদ্ভাবিত করে নেবার জন্যে কেমন একটা তাগিদ এল। একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখন উস্‌খুস্‌ করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি ছুটি করে তর্জ্জমা করতে বসব। ঘট্‌লও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্ব্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিতমনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন — তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। আমার কৈফিয়ৎ থেকে এটুকু বুঝতে পারবি আমার কোনো অপরাধ ছিল না— অনেকটা ঘটনাচক্রে হয়ে পড়েছে।

তার পরে যখন আমেরিকায় গেলুম, ভাবলুম কিছুদিন চুপচাপ করে বিশ্রাম করব। কিন্তু চুপ করে থাকবার জায়গা আমেরিকা নয়। ও দেশ মূকং করোতি বাচালং— বিদেশ থেকে যে কেউ গেলেই আমেরিকা তার কাছ থেকে বক্তৃতা দাবী করে বসে। আমি আর্ব্বানা সহরে একটু গুছিয়ে বসবা-মাত্রই বক্তৃতার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল। আমি বল্লুম

আমি ইংরেজিভাষা জানিনে, কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষাতেই বল্‌তে হয় বলে কেউ বিশ্বাস করে না, বলে, তুমি ত বেশ খাসা ইংরেজি বলচ। অনুরোধ এড়ানোর বিদ্যাটা আজও আয়ত্ত হয়নি। বলতে পারব না একথা বারবার বলার চেয়ে বক্তৃতা করা আমার পক্ষে সহজ। এমনি করে আমেরিকায় আমার টুঁটি চেপে ধরে বক্তৃতা বের করে নিলে। এসম্বন্ধে সেখানে খ্যাতিও লাভ করেছি—কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় ওগুলো দৈবাৎ লেখা হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষায় যে অনেকগুলো অত্যন্ত নড়নড়ে জিনিষ আছে— যেমন ওর articleগুলো, ওর prepositionগুলো, ওর shall এবং will— ওগুলো ত সহজজ্ঞান থেকে জোগান দেওয়া যায় না, ওর শিক্ষা থাকা চাই। এখন বুঝতে পারচি আমার মগ্ন চৈতন্য আমার subliminal consciousness এর মধ্যে ওগুলো মাটির তলার গর্ত্তের ভিতরকার কীট সম্প্রদায়ের মত বাসা বেঁধে রয়েছে— যখন হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে লিখ্‌তে বসি তখন অন্ধকারে ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে অপনাদের কাজ সেরে দিয়ে যায় কিন্তু জাগ্রৎ চৈতন্যের আলো দেখ্‌লেই ওরা অত্যন্ত এলোমেলো হয়ে দৌড় দিতে থাকে— সুতরাং ওদের সম্বন্ধে কোনোমতেই শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে ভরসা পাইনে—সুতরাং আজ পর্য্যন্ত একথাটা সত্য রয়ে গেল যে আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। ঠিক জানিনে বল্লে একটু অত্যুক্তি করা হয়, কিন্তু নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। আমি তোকে সত্য কথাই বলচি, একয়টা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখতে পেরেছি

বলে আমার মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগ্‌চে এই যে, এই নজিরের উপর বরাবর আমি চলব কি করে? কৃতকার্য্য হবার মত শিক্ষা যাদের নেই, যারা কেবলমাত্র নেহাৎ দৈবক্রমেই কৃতকার্য্য হয়ে ওঠে, তাদের সেই কৃতকার্য্যতাটা একটা বিষম বালাই।

আমরা আমেরিকা থেকে ফেরবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই সুরেন এখানে এসেছে। আমরা আমাদের একটা পুরাতন পরিচিত বাড়িতে বাসা নিয়েছি। এখানে সুরেনের জন্যে ঘর খালি পাওয়া গেল না। তাই সে রোজ সকালে তার হোটেল থেকে এসে আমাদের সঙ্গেই দিন কাটিয়ে যায়। তার কাজকর্ম্মের জোগাড় একরকম হয়ে উঠেছে, বোধ হয় হপ্তাদুয়েকের মধ্যেই ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে। রথী এবং বৌমা হয় ত বা সুরেনের সঙ্গেই ফিরবে, কিন্তু আমার এখন ফেরবার জো নেই। কারণ জুন মাসের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমি এখানে বক্তৃতার দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। তারপরে Irish theatreএ আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চল্‌চে —ওটা য়েট্‌স্‌ এবং তাঁর দলের বিশেষ ভাল লেগেছে। তার পরে আমার আরো একটা বড় খাতা বোঝাই তর্জ্জমা সারা হয়েছে—সেগুলোও রোটেনস্টাইন প্রভৃতি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এগুলি ছাপবার বন্দোবস্ত করতে তাঁরা উৎসুক হয়েছেন। ম্যাকমিলানরা আমার প্রকাশক। গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণটা অল্প কালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, এতে ম্যাকমিলানরা উৎসাহিত হয়েছে।

নতুন লেখাগুলো সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হতে হবে। এই সব কাজে সময় লাগ্‌বে। ওদিকে আমেরিকায় হার্ভার্ড্‌ য়ুনিভর্সিটিতে আমি যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করেছিলুম সেগুলি বই আকারে বের করবার জন্যে সেখানকার একজন অধ্যাপক আমাকে অনুরোধ করচেন। বই তাঁরা বিনামূল্যে ছাপিয়ে দেবেন এবং তার সমস্ত মুনফা বোলপুর বিদ্যালয় পেতে পারবে। আমার এ লেখাগুলো এখানকার সমজদারদের কাছে একবার যাচাই না করে ছাপব না বলেই দেরি করচি। ওর মধ্যে একটা প্রবন্ধ Hibbert Journal-এর সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলুম তিনি সেটা সমাদর প্রকাশ করে গ্রহণ করেছেন, তাতে বোধ হচ্ছে এগুলো চলতে পারবে।

প্রমথর সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ল— এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণশিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই— 'মধ্যে ক্ষামা', ছুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।' এ যেন চোদ্দনলী হার, একেবারে ঠাস গাঁথুনি আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের বিন্দুর মত ঝকঝক করে জ্বলচে। কেবল আমি এই আশা করচি, কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আস্‌বে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনের রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে, এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্ম্মমভাবে নিখুঁত

হবে না। বীণাপানিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষায় ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখ্‌তেন তাহলে বুঝতে পারতেন এ সব জিনিষ এখানে কেন কোনোমতেই চল্‌তে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিষটা থাকা চাই। এই জিনিষের সঙ্গে আমাদের কারবার অত্যন্ত কম—সেইজন্যে এটা আমরা চিনিও নে এবং এর অভাবটা কি তা আমরা বুঝিও নে। আমার পক্ষে মুস্কিল এই যে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে লোকে ভুল বুঝবে কেননা আমার রচনাগুলোকে এরা গ্রহণ করেছে। যদি জিজ্ঞাসা করিস্ কেন করেছে তবে তার উত্তর এই যে, এই কবিতাগুলি আমি লিখ্‌ব বলে লিখিনি— এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিষ— এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন— এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এই জীবনের জিনিষ জীবনের ক্ষেত্রে আদর পায় একথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি কিন্তু একথা বোঝানো শক্ত। কেননা নিজের ফাঁকি মানুষ নিজে দেখ্‌তে পায় না;—কেননা ফাঁকি জিনিষটাতে পরিশ্রম বেশি, চেষ্টা বেশি এবং তার প্রতি মানুষের মমতাও বোধ হয় বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের কোনো একজন লেখক তাঁর কোনো বই তর্জ্জমা করে

এখানে কারো কাছে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা তাঁকে বল্লেন এটাকে সম্পূর্ণ নূতন করে না লিখ্‌লে চল্‌বে না। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কেন, রবীন্দ্র ঠাকুরের ভাষা যদি চলে থাকে তাহলে আমার কেন চল্‌বে না। তিনি মস্ত ভুল এই করেছিলেন যে তিনি মনে করেছেন ভাষার উপরেই বুঝি এর নির্ভর। একথা খুবই সত্য ইংরেজি ভাষা নিয়ে অভিমান করতে পারি এমন আয়োজন আমার জীবনে করাই হয়নি—কিন্তু যে কারণেই হোক্ জগৎটাকে আমি যেমন করে উপলব্ধি করেছি সেটা আমার আন্তরিক সত্য জিনিষ—সেই সত্যটুকুকে তার নিজের তাগিদেই আমি প্রকাশ করবার চেষ্টা করে এসেছি—এইজন্যে ইস্কুল মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়েও আমি নিজের জীবনটাকে ফাঁকি দিইনি—ইংরেজি ব্যাকরণের কাছে আমার যত অপরাধই থাক্ সাহিত্যের কাছে অপমানিত হবার মত অপকর্ম্ম খুব বেশি করিনি। কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি ইংরেজিতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক কাঁচা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যে আমি স্থানলাভ করতে পেরেছি এজন্য আমাকে ক্ষমা করা এবং ঘটনাটিকে সরল ও উদার ভাবে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে দুঃখকর হয়ে উঠ্‌বে।

মে মাস পড়েছে, আজ ২২শে বৈশাখ কিন্তু তবু এখানে আকাশ ঝাপসা, আলো ঘোলা এবং সূর্য্যদেবের সোনার ভাণ্ডারের দ্বার একেবারে এঁটে বন্ধ। মাঝে মাঝে মন্দ মন্দ বৃষ্টিও হচ্চে, ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ায় আজও ঘরে আগুন

জ্বালাতে হচ্চে। ভাল লাগ্‌চে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ উপুড় করে ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুন্‌তে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলী থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলে না, তাকে ঠেলে চলাই হচ্চে প্রকৃষ্ট পন্থা—নদীর ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদী পার হওয়া যায় না, একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তুহাত দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে তবেই পারের ডাঙায় ওঠা সম্ভব— যা ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে ডরিয়ে ডরিয়ে চলব না, তাকে সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলা দিয়েই চলে যাব— এই প্রতিজ্ঞাটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখা ভাল। অতএব বক্তৃতাগুলো হয়ে যাক্ এবং বই ছাপাবার ব্যবস্থাটা সমাধা হোক্ তার পরেই পূর্ব্বমুখে পাড়ি দেওয়া যাবে।

জ্যোৎস্নার সঙ্গে আজও দেখা হয় নি, সে লণ্ডনের বাইরে কোথায় থাকে। আজ মেব্‌ল্ তাদের বাসায় চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর এতদিন কেউ খবর পায় নি তাই চুপচাপভাবে চলছিল ক্রমে ভিড় হবার লক্ষণ দেখা দিচ্চে। এই টানাটানিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে— নিমন্ত্রণ চিঠি পাবামাত্রই আগেভাগে

আমি ক্লান্ত হতে আরম্ভ করি—অনেক সময় বরঞ্চ সেখানে গিয়ে ক্লান্তি দূর হয়।

রাত হয়ে এল। বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে এইখানে চিঠি শেষ করি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ওঁ

* 6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠি পাবার আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম আজ তোদের ওখানে যাব। কিন্তু এই দুদিনের বিষম উপদ্রবে আজ আমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েচে। তাই আজই বিকেলের গাড়িতে পালাতে হচ্চে, নইলে বাঁচব না। দেশে ফিরে এসেই পুনর্মূষিকোভব হবার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

কাশী থেকে ফিরে এসে শরীর সুস্থ নেই। বোধ হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখনও শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্চে না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অনেকটা অভিমন্যুরই মত, ও প্রবেশ করতেই জানে প্রস্থান করতে নয়। যাই হোক্ যতটা পারি চুপচাপ করে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্চি। কিন্তু তোদের আর্টিস্টের হাতে ধরা দিতে রাজি নই— ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাকে নেহাৎ ঠেকাতে পারিনি, আর সে অনুমতি না নিয়েই আক্রমণ করেছিল তাই আমার এই দুর্গতি, তাই বলে ইচ্ছা করে প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে আর্টিস্টের সচল তুলির শাসনে নিশ্চল হয়ে থাক্‌বার দুর্ভোগ কেন স্বীকার করব— রোজ দুঘণ্টা করে যদি আমাকে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরত তাহলে ত আমাকে ডাক্তার ডাক্‌তে হত— আর এর বেলাতেই কেন বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় দুঃখ বহন করতে হবে? যাই হোক্, আজকাল ছবি নেবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সময়, স্বাভাবিকতা একেবারেই নেই। প্রমথকে বলিস্, প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু flesh is weak. আশা করি তোরা সবাই ভাল আছিস। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মায়ার খেলার স্বরলিপি বদল করে হাল নিয়মানুগত করে লেখবার জন্যে দিনুর হাতে দিয়েচি। কিন্তু ওর হাত খুব সচল নয়। ওর কাছ থেকে কাজ আদায় করার মজুরি পোষাবে কিনা জানিনে। ও নিজে যে স্বরলিপি লেখে তাতে হাত চালিয়ে কাজ করে বটে কিন্তু এ ক্ষেত্রে ওর বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ এখনো দেখ্‌চিনে। আরো দুই একদিন দেখে পরে বিচার করা যাবে।

দিনু এখানকার ছেলেদের "বিশ্ববীণারবে" যে ধাঁচায় গাইতে শিখিয়েচে সেই ধাঁচা অনুসারে স্বরলিপি লিখেচে। ঠিক মূলের অনুবর্ত্তন করা দরকার মনে করেনি। মৈথিলি বিদ্যাপতি বাংলায় এসে যেমন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেচে এবং সেই স্বাতন্ত্র্যকে আমরা স্বীকার করেও নিয়েচি এই সমস্ত বিদেশী সুরেরও সেই রকম কিছু রূপ পরিবর্ত্তন হবেই— হলে দোষই বা কি? এই সব যুক্তি মনে এনে ওকে আমি বেকসুর খালাস দিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি এ সম্বন্ধে তোর আইন অত্যন্ত কড়া কিন্তু আমার মনে হয় পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা সম্বন্ধে ঢিলেমি সাহিত্যে ললিতকলায় সকল অবস্থায় ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী আদালতের বিচার এলেকায় আসে না।

বিলাত যাত্রীর ডায়ারি বলে একদা একখানা বই বের

হয়েছিল সেইটুকুমাত্র খবর আমি রাখি, তার পরে এখনো সেটা বাজারে চলতি আছে কি না তা আমি বলতে পারিনে। আমার দশা অনেকটা কুলীন স্বামীর মত— খাতায় বিবাহের একটা ফর্দ্দ থাক্‌তেও পারে কিন্তু কোন্ স্ত্রী বেঁচে আছে আর কোন্ স্ত্রী মরেচে হলফ করে বলবার রাস্তা নেই।

এবারকার "সবুজপত্র" মোটের উপর উৎকৃষ্ট হয়েচে। প্রায় আগাগোড়া পড়ে ফেলবার যোগ্য। "গলি" বলে একটা কথিকা পাঠিয়েচি, সেটা কি ঠিকমত ঠিক জায়গায় পৌঁচেচে? মেরুদণ্ডের একটা অংশ ছাড়া শরীরের বাকি সমস্তই ভালো। দেহের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি না হলেও কাজ বেশ চল্‌চে। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকাকা

[৫]

ওঁ • Brahmacharya Ashram.
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

হাল আমলের বাঙালী মেয়েদের গৃহধর্ম শিক্ষা দেবার জন্যে আজকাল অনেক ভাল ভাল লোক অনেক ভাল ভাল দৃষ্টান্ত সংগ্রহের চেষ্টা করচেন। তোর চিঠিখানি পেলে ওর একটা হাফটোন ছাপ নিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় তাঁরা বসিয়ে দিতেন। এক-টিকিটে এক-কাগজে এক-লেফাফায় যুগল চিঠি চালিয়ে দেবার জন্যে প্রমথর চিঠি তুই চব্বিশঘণ্টা দাঁড়

করিয়ে রেখেছিস্, এ বুদ্ধি সকলের মাথায় জোগাত না। অভেদ্য দাম্পত্যে দুইকে এক করে দিয়ে চিঠিতে তুই যে অর্দ্ধনারীশ্বরের অক্ষরমূর্তি প্রকাশ করেচিস্ আমি তার তারিফ করচি নে, কিন্তু ডাকটিকিটের হিসাবের খাতায় তুই যে চারকে দুই করে সেরেচিস এই দুর্দ্দিনে সুগৃহিণীমাত্রেরই পক্ষে সেটা দৃষ্টান্তস্থল।

"বিশ্ববীণারবে"র বিকৃতি সম্বন্ধে তোর আপত্তি সমর্থন করে তুই যে একটি অমোঘ যুক্তি সব শেষে নিক্ষেপ করেছিস সে একেবারে শক্তিশেলের মত এসে আমার মন্তব্যটাকে এ-কোঁড় ও-ফোঁড় করেচে। মাসখানেক হল আমার নিজের গান অন্য লোকের মুখে শুনে এসেচি; মনের থেকে তার ব্যথা এখনো মরে নি, এমন সময়ে তুই যখন সেইখানেই দিলি খোঁচা তখন তাতে আমাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে দিলে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দয়ালু লোকের খেলা, কিন্তু আহতের উপর অস্ত্রাঘাত সেটাই হল মারাত্মক।

আসল কথা, একে অজ্ঞতা তার উপরে কুঁড়েমি। ও গানের সুরটা ত জানিই নে—(কোন্ গানেরই বা জানি—নিজেরই হোক পরেরই হোক) তারপরে ব্যবহার করার যখন দরকার হল তখন গোঁজামিলন চালিয়ে দেওয়া গেল। ঐ গোঁজামিলন বিদ্যাটা কুঁড়ে লোকেরই বিদ্যা; অবিদ্যার সঙ্গে ওর দহরম-মহরম যোগ। তারপরে যেটা একবার চলে গেছে সেইটেকেই ভালো বলে চালানো আমাদের দেশে চলিত। ওটা হচ্ছে অবিদ্যার অহঙ্কার। মনে আছে সক্রেটিস

বলেছিলেন আমি জানি যে আমি কিছুই জানিনে। ওকথা বল্‌লেই জানবার জন্যে দায় স্বীকার করতে হয়। আমার মতো ইস্কুল-পালানে ছেলের কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্যে দিনু যখন ভুল করে 'বিশ্ববীণারবে' শেখালে, আমি বল্লুম বেশ হচ্চে, এই রকম হওয়াই উচিত। বুঝেচিস্ কেন? যদি বলি অন্য রকম হওয়া উচিত তাহলে হাঙ্গামা বাড়ে। তুই হয় ত রেগে মেগে শাপ দিয়ে বসবি, তোমার গান তাহলে সকলে যা-ইচ্ছে-তাই করে গাক্। সে শাপে আমার বেশি লোক্‌সান হবে না— কেননা বিধাতা তোর অনেক আগেই আমার উপরে সেই শাপ জারি করেচেন। রাহু যাকে গ্রাস করবেই, কেতুকে সে ডরিয়ে কি করবে? 'অন্যের প্রতি সেইরকম ব্যবহার কর, অন্যে তোমার প্রতি যেরকম ব্যবহার করলে তুমি খুসি হও।' গান সম্বন্ধে এই নীতিবাক্য আমি গ্রহণ করতে পারলুম না— কেননা গ্রহণ করতে গেলেই অন্যের গান মন দিয়ে শিখ্‌তে হয়। গান শেখা সম্বন্ধে আমার তৎপরতা কি রকম সে তুই জানিস্। যদি বলিস্ দিনু এমন কাজ করলে কেন? তার কারণ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'। কুঁড়েমির মহৎ দৃষ্টান্তে অভিভূত করে না, এমন লোক কোটিকে গুটিক মেলে। মানুষকে ক্ষমা করতে গেলে মানুষকে বুঝতে হয়— সেই জন্যে এতক্ষণ ধরে তোকে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল— কিন্তু ক্ষমা করবি কিনা আমার সন্দেহ রয়ে গেল। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রবিকা

[৬] ওঁ পোস্টমার্ক

নিউ ইয়র্ক

২২ ডিসেম্বর, ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

অনেক সমুদ্র পেরিয়ে তোর বিজয়ার প্রণাম এসে পৌঁচেছে। তোর পঞ্জিকার বিজয়া আমার পঞ্জিকার পৌষ মাসে এসে পড়েচে। বুঝতে পারচি কত দূরেই আছি। এক দেশে থেকেও হয় ত ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয় না, কিন্তু ইচ্ছে করলেই দেখা হতে পারে এইটেই দেখা সাক্ষাতের প্রধান অঙ্গ। এখান থেকে দেশে যাব এই কথা কটির পেটের মধ্যে কত জাহাজ, কত রেলপথ কত বাক্সতোরঙ্গের বোঝা, কত পাসপোর্ট আপিসে ঘোরাঘুরি। মনে করলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এদেশে আমার এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, তবুও ত আছি— মাসের পর মাস চলে যাচ্চে। যে ইচ্ছা আমাকে এখানে বেঁধে রেখেচে সে ইচ্ছায় কিছুমাত্র সুখ নেই অথচ তারই জয় চল্‌চে, অন্য ইচ্ছার চেয়ে এই ইচ্ছা পালন করা ঢের বেশি কঠিন অথচ এই ইচ্ছাই পালন করচি। তবু মানুষকে বলে বুদ্ধিমান জীব।

মান সম্মান অনেক পাওয়া গেছে, কিন্তু আর ভাল লাগ্‌চে না। ফিরতে ইচ্ছে করে খ্যাতিহীন শান্তির মধ্যে— সেই অতি শস্তা জিনিষ যা কাউকে দাম দিয়ে কিন্‌তে হয় না, কিন্তু যা আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে জগতে সব চেয়ে দুর্লভ।

আজ সাতই পৌষ। সকাল থেকে আমার মন এই প্রার্থনা করচে অসতোমা সদ্‌গময়।

রবিকাকা

[৭]

পোস্টমার্ক
জেনীভা
৭ মে, ১৯২১

তোর নববর্ষের প্রণাম ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে। এখন আছি জেনীভাতে। এবার আমার জন্মদিন এখানেই হল। মনে হচ্চে, দেশে একদিন জন্মেছিলুম, সে জন্ম বহুদূরে পড়ে গেছে— তার পরে পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার পশ্চিম মহাদেশে জন্মলাভ করেচি। এরা আমাকে আপন করে নিয়েচে। এদের প্রীতি যে কত গভীর, এদেব আত্মীয়তা যে কত সত্য তা মনে করে' আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। য়ুরোপের মহাদেশে আমার ঘর যে এমন করে বাঁধা হয়ে গেচে তা আমি এখানে আসবার আগে কল্পনা করতে পারিনি। আমি বুঝতেই পারিনে এত শ্রদ্ধা ভালবাসা আমি কেন পেলুম। ৬০ বছর আগে একদিন যখন বাংলা দেশে জন্মেছিলুম তখন মর্ত্ত্যজন্মের যে অসীম সম্পদ লাভ করেছিলুম সেও কি হিসাব করে ঠিক বোঝা যায়— এও তেমনি, বিদেশীর কাছ থেকে এই যে অজস্র ভালবাসা পাচ্চি এর কি পুরো দাম কোনোদিন দিয়েছিলুম? দেনার সঙ্গে পাওনার হিসাব আমি ত মেলাতে পারিনে। আমার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম জননী ধরিত্রীর এই আশীর্ব্বাদ আমি নম্র হয়েই গ্রহণ করচি— এতে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখনি যাচ্চি লোজানে, তারপরে লুসার্নে।

[৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

২০ অক্টোবর, ১৯২১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্।

এবার দেশে ফিরে এসে অবধি আমার শান্তি নেই বিশ্রাম নেই। আজকাল তাই কেবলি ইচ্ছে করে চারদিকের বেড়া সমস্ত ভেঙেচুরে ফেলে সেই আমার অল্পবয়সের সাহিত্যের খেলাঘরে পালিয়ে যাই— যখন জীবনে কোনো দায়িত্ব সাধ করে গ্রহণ করিনি— যখন ভাবতুম গল্প লেখা কাব্য লেখাই যথেষ্ট, আর সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তখন কাঁচা ছিলুম বলেই যে ভুল বুঝেছিলুম, আর এখন বুদ্ধি পেকেচে বলেই যে ঠিক বুঝেচি তা নয়। আসলে জগদ্ব্যাপারটা খেলারই মত হাল্কা, গানেরই মত পাখাওয়ালা,— আমরা ওর পরে আমাদের ঘরগড়া চিন্তার বোঝা চাপিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে বিষম ভারী করে তুলেচি। বিষ্ণুর যেমন গরুড় এই জগৎটা তেমনিই আমাদের বাহন ছিল, ও আমাদের স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবারিত বিচরণ করিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত কিন্তু আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ে উঠে ওকে দিয়ে আমাদের মালগাড়ি টানাবার ব্যবস্থা করেচি। তাতে ক'রে মালগাড়ি চল্‌চে সন্দেহ নেই, আর লোকে ভাবচে খুব উন্নতি হচ্চে কিন্তু আকাশ পাতালে আমাদের বিচরণের অধিকার নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মাল যে আছেই, সেগুলোকে টানাতেও যে

হবেই, অতএব কেবল মুক্তি নিয়ে ত ঘর চল্‌বে না, দায়িত্বও যে মান্‌তে হবে। তা জানি, তাই যারা কলকব্‌জার তত্ত্ব বোঝে, যারা মালগাড়ি ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত, তাদের আমি ভালোই বলি। অথচ এ কথাও ত ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, মাল মানুষের, কিন্তু মানুষ নিজে মাল নয়। সেই নিজের জগৎটাকে কেবলি মালের জগৎ করে তুল্‌লে নিজেকে মানুষ চিন্‌বে কেমন করে? আজকাল তাই কেবলি ভাবচি, মাল বোঝাই করবার দায় আমি না নিলেও লোকসান বিশেষ হত না, কিন্তু দায় খোলসা করবার যে অধিকার আমার ছিল সেটাকে নষ্ট করে আমি নিজের ভালো করিনি পরেরও যে বিশেষ উপকার করেচি তা বল্‌তে পারিনে। অর্থাৎ তাদের উপকার করার চেয়েও আরো হয়ত কিছু করবার আছে, সেটা হয়ত বা আমার দ্বারা হতে পারত। নাইবা হতে পারত তাতেই বা কি। মনুষ্যলোকে দুই জাতের প্রাণী আছে,—কেজো আর অকেজো। এরা নিজের নিজের ধর্ম্মরক্ষা করে চল্‌বে এদের প্রতি বিধাতার এই অনুশাসন ছিল। কারণ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ। কিন্তু সংসারে কাজের দাবী এত বেশি যে বেকার লোকে আপন বেকার-ধর্ম্ম পালন করবার সুযোগ পায় না। কেজো লোকেরা সমস্ত পৃথিবীতে আপন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার করে ভারি খুসি হয়—তারা জানে না অকাজের স্থান ও অবকাশ মারা গিয়ে তাদের কাজ বিগ্‌ড়ে যাচ্চে। কিন্তু আজ আমার এই সুবুদ্ধি কেবল পরিতাপ জন্মাতেই পারে, আমাকে উদ্ধার করতে পারে না।

আমি আমার ফেরবার পথের মাঝখানে দায়িত্বের দেয়াল তুলেচি, অতএব মাল বোঝাই করবার আপিস থেকে এ জন্মে আমার আর নিষ্কৃতি নেই। আবার, আমার কপাল এমনি যে, এ আপিসে আমার যত মাইনে মেলে জরিমানা তার ডবলেরও বেশি। জরিমানা শুধু বাইরে নয় অন্তরেও— যে-মাটিতে মজুরি করি সেখানে কাঁটা, আর যে-আকাশে আমার ছুটি সেও গেছে মারা। তাই এখন আমার এক ভরসা পরজন্মের উপর। কিন্তু সে জন্মে যদি খবরের কাগজের সম্পাদক হয়ে জন্মাই ?

রবিকাকা

[৯] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। শিলাইদা ঘুরে এলুম— পদ্মা তাকে পরিত্যাগ করেচে— তাই মনে হল বীণা আছে, তা'র তার নেই। তার না থাকুক, তবু অনেককালের অনেক গানের স্মৃতি আছে। ভাল লাগ্‌ল, সেইসঙ্গে মনটা কেমন উদাস হল।

মেজদাদার শরীর ভালর দিকে যাচ্চে শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। পুরীতে যাচ্চিস্, কিন্তু সকলেইত বলে পুরীতে

হজমের ব্যাঘাত হয়। দুর্ব্বল শরীরে খাওয়া হজমটা একটা দরকারী জিনিষ।

আমার এখানে Benoit বলে একজন ফরাসী অধ্যাপক এসে আত্মোৎসর্গ করেচেন— লোকটি অত্যন্ত চমৎকার। ইনি এখানে ফরাসীসাহিত্য অধ্যাপনার ভার নেবেন। আপাতত দরকার, এই দারুণ রবিতাপের হাত থেকে তাঁকে আগামী বর্ষা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। পিয়ার্সন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোটগড় পাহাড়ে যাচ্চেন, সুতরাং এই দুই পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে আপাতত নিশ্চিন্ত আছি। এণ্ড্রুজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই— কারণ তার সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যাহ্নরবি পেরে ওঠে না—অগ্নিবাণ রুদ্রবাণ কিছুতে তার কিছু হয় না। Elmhirst নৈনিতালে তার কোন্ আত্মীয়সদনে আশ্রয় নেবে— সেখানে কিছুকালের জন্যে তার হাড় জুড়বে। বাকি রইল মিস্ ক্র্যামরিশ্। গরমে সে বেচারা ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্চে। যদি তোরা পুরীতে একে তোদের সঙ্গিনীরূপে কিছুদিন রাখ্‌তে রাজি হোস্, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়। এ'কে তোদের ভালই লাগ্‌বে— কেননা এ কথাবার্ত্তা কইতে জানে এবং লোকটি প্রসন্নস্বভাবের; অল্পেই সন্তুষ্ট— একে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই— হয়ত এ'কে মেজ-দাদারও ভাল লাগবে। ভেবে দেখিস্। পুরীতে গেলে সেখানকার আর্ট সম্বন্ধে নিত্য তোর সঙ্গে রাত্রি দেড়টা দুটো পর্য্যন্ত তুমুল তর্ক হতে পারবে— তাতে তোর সময় হুহু করে কাটতে পারবে। লেভি সাহেব এখন নেপালে আনন্দে

আছেন। আমি গ্রীষ্মাবকাশ এইখানেই যাপন করবার সঙ্কল্প করেছি— তার ফলে যেমন একদিকে গ্রীষ্ম পাব, তেমনি অন্যদিকে সান্ত্বনাস্বরূপে অবকাশ পাওয়া যাবে। বিশ্রামের জন্যে সর্ব্বদাই মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আছে— তাতে কেবল ফল হয় সেই ব্যাকুলতা অবিশ্রাম-ব্যাকুলতারূপেই থেকে যায়। আমার এই অবস্থা। রীতিমত সুস্থ থাকা ভাল, রীতিমত অসুস্থ হওয়াতেও লাভ আছে কিন্তু দুয়ের মাঝখানে থাকার মত বালাই আর নেই। ২ বৈশাখ ১৩২৯।

রবিকাকা

[১০] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তুই যে চিঠিখানি লিখেছিস সেটি পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েচি। এবারে শিলাইদহে গিয়ে দেখ্‌লুম পদ্মা অনেক দূরে চলে গেছে— তেমনি দেখ্‌তে পাই তোদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে আমার জন্মদিনের ধারা দূরে সরে এসেচে। মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়ে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখন ছায়াময় হয়ে এসেচে— তার একটা কারণ, ছেলেবেলায় যাদের সঙ্গে আমার জীবনের পারিবারিক গ্রন্থি বাঁধা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই কোথায় অপসারিত— পরলোকে এবং ইহলোকে; এখন

জোড়াসাঁকোর বাড়িটা নদীর সেই বালুময় পথের মত যাতে নদীর স্রোত আর চলে না। তা ছাড়া তোর সঙ্গে আমার একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, মোটের উপর আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়, কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে যে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়— অবশ্য, পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভাল বাসি— কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়। নিজের ছেলে মেয়েদের উপর একটা স্বাভাবিক স্নেহ সকলেরই আছে কিন্তু সে জিনিষটাকে পারিবারিক বলা চলে না। সেটা যথার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়। দেবতার সঙ্গে অন্তরের বন্ধন, আর তাঁর সঙ্গে সম্প্রদায়ের বন্ধনে যে তফাৎ, এই দুইয়ে সেই তফাৎ। অনেকেরই কাছে নিজের ছেলের একটা মূল্য আছে সে ছেলে বলেই; কিন্তু তার উপরেও সেই ছেলের একটা পারিবারিক মূল্যকে সে বড় করে দেখে। সে কল্পনা করে তার ছেলে পরিবার নামক একটা পদার্থের বিশেষ একজন বাহন। রথীর সম্বন্ধে আমার সে ভাব কিছুমাত্রই নেই। বিশ্বভারতীর জন্যে আমার যা-কিছু সম্বল সমস্তই আমি খরচ করচি, এমন কি, তার চেয়ে বেশিই করচি। যখন দেখি রথী তাতে আপত্তি করে না, বরঞ্চ উৎসাহপূর্ব্বক যোগ দেয়— তাতে আমার ভারি আনন্দ হয়। সে আনন্দ কিসের? মুক্তির। কিসের থেকে মুক্তির? পরিবার নামক একটা abstraction-এর বন্ধন

থেকে। আমার যদি পারিবারিক বোধ প্রবল থাকত, তাহলে সেই পরিবার পদার্থের প্রতিমাটিকে তৈরি করা, সাজানো এবং তারি পূজা করবার জন্যেই আমার উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের অধিকাংশের উপরে টান পড়ত। আমার আনন্দ এই যে, রথী একদিকে আমার ছেলে আর একদিকে সে পরিবার নামক মায়াগণ্ডীর বাহিরের বাস্তব মানুষ—আমার আশ্রমে যে দেশ থেকে যে জাতের যে-কোনো ছেলে আসে রথী তারই রথী-দা',—ওর তরফ থেকে সকলের প্রতি ওর সেই রথী-দা'র দায়িত্ব আছে। তাদের জন্যে ও সর্ব্বদাই খাট্‌চে, ভাব্‌চে, প্লান করচে, খরচ করচে, তাতে ওর সুখ ছাড়া কিছুমাত্র বিরক্তি নেই। কখনো ও মনেও ভাবে না, যে প্রভূত টাকা এ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করেচি তাই দিয়ে কেন আমি, বিশেষ ভাবে না হোক্, প্রধানভাবে ওদেরই সংস্থান করে না দিচ্চি। সম্পত্তি জিনিষটাই ত হচ্চে পরিবার-পদার্থের বৃন্ত, তারই স্রোতকে ঘরের দিক থেকে বাইরের দিকে চালিয়ে দিলে পারিবারিক মানুষের পক্ষে সেটা কঠোর হয়ে ওঠে। আমার ঘরে সেই কঠোরতা স্বীকার করে নিতে কারো তেমন বাধ্‌ল না, তার কারণ আমার ঘরে পারিবারিক হাওয়া বয় না। যাই হোক পারিবারিক সত্তা আমার মধ্যে প্রবল নয় বটে, কিন্তু তাই বলে আমার মন যে কেবলমাত্র মানবসাধারণের আম-দরবারেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়— বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেচে তা বল্‌তে

পারিনে— আমার মধ্যে খুবই একটা প্রবল ব্যক্তিগত সত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্বমানুষ দুটোই আমার কাছে সবচেয়ে সত্য— পারিবারিক মানুষ এই দুইয়ের মাঝখানের প্রদোষান্ধকারের একটা জিনিষ—আমার কাছে ও সুস্পষ্ট নয়— এইজন্যে ওর উদ্দেশে আমার ত্যাগের উৎসাহ জাগে না। একদিন সেক্রেটারির পদ পেয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছিলুম, যেই দেখ্‌লুম সেটা সম্ভবপর নয়, যে হেতুক ওটা আমাদের পারিবারিক জিনিষ, তখনি ওর জন্যে এক মুহূর্ত্ত বা এক পয়সাও খরচ করা আমার পক্ষে অপব্যয় বলে বোধ হল। কিন্তু আমার আশ্রমে ঐ জিনিষটাই— অর্থাৎ দেবতার অর্চ্চনা— বিশ্বমানুষের নয়, পারিবারিক মানুষের নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের জিনিষ হয়েচে বলেই আমার হৃদয় আকর্ষণ করে নিয়েচে। আমি ছেলেদের ভালবাসি, সেই ভালবাসার সঙ্গে আমার পূজা মিশ্রিত হয়ে আমার কাছে বিশেষ রসের সামগ্রী হয়েচে, তাই এ'কে সময় দিতে সামর্থ্য দিতে আমার কিছুমাত্র বাধে না। যাই হোক্ আমার মধ্যে এই ব্যক্তিগত সত্তা অত্যন্ত সজীব আছে বলেই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার দাবী জেগে ওঠে। সে বলে, আমি উপবাসী থেকে কাজ করতে আর পারিনে, সে বলে, একলা পথে শেষ পর্য্যন্ত চলে ওঠা বড় কঠিন। এই জন্যেই, এই বাহিরের সংসারে যতদূরেই চলে আসি না কেন, সে যত বৃহৎ অনুষ্ঠান হোক্, তার যত মহৎ গৌরব থাক্ তবু তোদের

সংসার থেকে যখন কোনো সাড়া পাই, তখন দেখি আমার জন্মদিনের সেই তারটিতে মরচে পড়েনি, এখনো তাতে স্থর বেজে ওঠে।

তোর চিঠির পুনশ্চ প্রকরণে তুই মস্ত একটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিস। প্রস্তাবটা ভাল তার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি এখন তিন-কুড়ি বছরের পরপারে, নিরতিশয় দূরঙ্গমিত হয়ে বসে আছি। এখন দেখেচি মনের ভিতরে একটা ক্লান্তি এসেচে, সহজে কোন নূতন দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে না। কিছুদিন আগে কতকগুলি ছেলেদের কবিতা লিখেছিলুম। লেখবার একমাত্র তাগিদ ছিল বয়স্ক লোকের দায়িত্ববোধের জীবনকে ক্ষণকালের জন্যে মন থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছায়। খেলার জগতে শিশু হয়ে জন্মেছি এই ঘটনাটির মধ্যে অস্তিত্বের মূলসত্যটি আমাদের জীবনের ভূমিকারূপে লিখিত হয়েচে, এই কথাটি কিছুকাল থেকে বারবার আমি ভাবচি এবং শিশুর কবিতায় এক-রকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচি। দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্যসাধন করচে বলে গৌরব বোধ করে। জানে না সে যা বলে তাতে জগৎকর্ত্তার নিন্দা করা হয়, কেন না খেলা ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই— তাঁর দায় নেই বলেই তিনি আনন্দময়। আজকাল আমার প্রায়ই সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল, যখন আমার কোনো দায় ছিল না। হাসিকান্না

খুব তীব্র ছিল, কিন্তু সে সমস্তই জীবনের লীলার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাতে যে কোনো ফুল ফোটেনি, ফল ফলেনি তা নয়— তার অনেক ফুল এখনো ম্লান হয়নি, তার অনেক ফল এখনো টিঁকে আছে। সেই ফুলে ফলেই পৃথিবীতে আমার পরিচয়। যে কাজ দায়িত্বের সে কাজ ক্ষণকালের— যে কাজ খেলার সৃষ্টি সেই কাজেই চিরকালের ছাপ। আমার ভয় হচ্চে বিশ্বভারতীতে খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে। এরকম অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অংশটা আইডিয়া সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দ— আর যে অংশটা নিয়ম ও ব্যবস্থা সেইটেই হচ্চে বিষম দায়— সেটা যদি আইডিয়াকে চাপা দিয়ে আটে ঘাটে আষ্টে পৃষ্টে পাকা হয়ে ওঠে তা হলেই পাকা বুদ্ধির লোকে খুসি হয়ে ওঠে, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার তাতে বিতৃষ্ণা হয়। মানুষ মুক্তি পেতে চায়, তার মানে সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ ও অধিকার পেতে চায়; অর্থাৎ কাজ পরিহার করে মুক্তি নয়, কিন্তু খেলাকেই কাজ করে তুলে তার মুক্তি। বৈষ্ণবের তত্ত্ব হচ্চে যুগল মিলনের তত্ত্ব— কাজের সঙ্গে খেলার একাত্ম মিলনই হচ্চে সেই যুগলমিলন। যাই হোক্ এই সুদীর্ঘ আলোচনা শুনে ভয় পাস নে। তোর মনে হতে পারে যে, যে-হেতু মৌনং সম্মতি লক্ষণং সেই কারণে বক্নি অসম্মতি লক্ষণং। তোর অনুরোধ মনে রইল, হঠাৎ হয়ত একসময়ে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩২৯

রবিকাকা

ওঁ

Srabasti
Colombo

কল্যাণীয়াসু

তোর বিজয়ার প্রণাম সমুদ্র পার হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছল। রথীরা এসে পৌঁছবে কাল সন্ধ্যাবেলায়। আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি— হাতে নিয়ে বল্‌লে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। সুতরাং দিনগুলো যে সুখে কাটচে তা নয়। জীবনের পূর্ব্বাহ্ন সোনার স্বপন নিয়ে অতীত হয়েচে, জীবনের সায়াহ্ন সোনার সন্ধান নিয়ে ভীত হয়ে উঠল। যখন মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন বিশ্বভারতীকে মরীচিকা বলে মনে হয়— তখন বুঝতে পারি যখন কবিত্ব রচনা করেচি সেই ছিল আমার বাস্তব কাজ, আর আজ যখন শুভানুষ্ঠানের পাকা ভিত্তি পত্তন করতে বসেচি এই হচ্চে মায়া। এ কি টিঁকবে? আইডিয়া জিনিষটা সজীব, কিন্তু কোনো ইনষ্টিট্যুশনের লোহার সিন্ধুকে ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না— মানুষের চিত্তক্ষেত্রে যদি সে স্থান পায় তবেই সে বর্ত্তে গেল। দেশের চিত্তের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই বিপুল কাঁটাবন— সেখানে খোঁচার আইডিয়ার মধ্যে ফসলের আইডিয়া কি জায়গা পাবে? যাই হোক আমাদের শাস্ত্র বলেচেন বপন করতে, ফলের হিসেব করতে নিষেধ করেচেন। অতএব এমনি করেই দিন কাটবে, তার পরে দিন শেষ হয়ে গেলে আমার দায় যাবে চুকে।

গৃহস্বামীর চায়ের টেবিলে ডাক পড়েচে, চল্‌লুম। ইতি
৩০ আশ্বিন ১৩২৯

রবিকাকা

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এম্পায়ার একজিবিশনের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ রাখতে নারাজ, তার প্রধান কারণ যাঁদের এম্পায়ার তাঁরা আমাদের এম্পায়ারভুক্ত করে রেখেচেন যেহেতু আমরা না হলে তাঁদের তোষাখানা শূন্য হয়, সেটা ঐশ্বর্য্যহানির লক্ষণ। আমি তা নিয়ে নিজেদের অযোগ্যতাকেই দোষ দিই কিন্তু তবুও যথাসম্ভব মান বাঁচিয়ে চলবার খাতিরে, তাঁদের ভোজের পাত পাড়বার বেলায় আমাদের ডাক পড়লে, আমি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই। এম্পায়ার একজিবিশনে শান্তিনিকেতন থেকে ছবি গেলে আমাদের জাত যাবে।

আমি এখানে এসেও ব্যস্ত আছি। মনে মনে ছুটির জন্যে উপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করচি, পথের মধ্যে শনিগ্রহ সে দরখাস্তগুলো গাপ্‌ করে দেয়। বোধ হয় জানিস্‌ আমার কর্ম্মস্থানে শনিগ্রহ— তার স্বভাব হচ্চে এই যে, সে বেদম কাজ করিয়ে নেয় আর দাম চাইলেই দাঁত খিঁচোয়। ঘরে বাইরে সবাই বিশ্বভারতীর নাম শুন্‌লেই বলে, আগে ঘরের কাজ

সারো, তার পরে বাইরের দিকে মন দিয়ো— আপ্‌নি বাঁচলে বাপের নাম। আমি তাদের দোষ দিইনে, এর মধ্যে শনিগ্রহের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাই। বড় আইডিয়াকে "বড়" বদনাম দিয়েই লোকে গাল দিয়ে থাকে। আগে ছোট পরে বড় একথা যদি সত্য বলে মানি, তাহলে বল্‌তে হয়, আগে চাকা পরে গাড়ি। চাকার মধ্যে গাড়ি নেই, কিন্তু গাড়ির মধ্যে চাকা আছে। সমস্ত গাড়িকে যে মানুষ সত্য করে জানে সে-ই ত চাকাকেও সত্য বলে জানে। এই জন্যেই কথা আছে আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। আমরা ছোটর সঙ্গেই সত্য ব্যবহার করবার জন্যে বড়কে সত্যরূপে পেতে চাই। সেই লোকই ভাল গৃহী, যে লোক ভাল মানুষ অর্থাৎ মনুষ্যত্বে যে লোক সত্য, গৃহিত্বে সেই লোকই সত্য। মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করে গৃহিত্বকে সম্মান করা, গুরুর গালে চড় মেরে তার পায়ে তেল দেওয়া।

আজ এই পর্য্যন্ত, যেহেতু বিস্তর চিঠি লেখা বাকি আছে। ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

রবিকাকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এমন একদিন ছিল যখন আমার জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন

এক সময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মত। সেই আমার নব জন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেচে। যেটাকে আমার জন্মান্তর বললুম তাকে আমার পরলোক বলাও চলে। অর্থাৎ যারা পর ছিল তাদের মধ্যেই একদিন আমার অভ্যর্থনা সুরু হয়েছিল। তোদের লোক থেকে এই লোকান্তরগতকে তোরা হয় ত তেমন স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাস্‌ নি। যে ঘাট থেকে জীবন যাত্রা প্রথম সুরু করেছিলুম, আমার কাছেও মাঝে মাঝে তা ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছিল।— কিন্তু এটা হল মধ্যাহ্ন কালের কথা। এখন অপরাহ্নের মূলতানী সুর হাওয়ায় বেজে উঠেচে। আলো কমে' এল। এখন দেখতে পাচ্চি ভোর বেলা আর গোধূলি বেলার একই গোত্র। অর্থাৎ প্রথম আলোয় যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়, শেষ আলোয় সেইখানেই যাত্রা শেষ হতে চায়। সেইটেই হল প্রাণের টানের জায়গা। সেখানকার অন্নপূর্ণা জীবনের প্রথম ক্ষুধার অন্ন খাইয়ে দিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে দেন— তিনি অপেক্ষা করেই বসে থাকেন ক্ষুধিতকে দিনশেষের ভোজে ডেকে আনবার জন্যে।

এবারে যখন থেকে শরীর অপটু হয়ে পড়ল, তখন থেকেই আমার কারখানা ঘরের দরজা যেন বন্ধ হয়ে আস্‌চে। বেরিয়ে এসেই দেখি যেখানে ভিড় নেই সেখানে আমার বালককাল। সেখানে যে বিশ্বপ্রকৃতি ভোর বেলায় আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে লালন করেছিল, সেই প্রকৃতিই সন্ধ্যাযূথীর মালা আমার জন্যে গেঁথে রেখেচে। পেয়েছি তার স্পর্শ, তার

ধূপছায়ারঙের আঁচলে আমার মনটাকে ঘিরেছে। আবার আমি ফেলে দিয়েছি আমার বই, আমার কাজ। আবার আমার মন পলাতক। সমস্ত দিন কিছুই করিনে কেবল সাম্‌নে চেয়ে আছি— দেখি পূর্ণতা সেই শূন্যে। শিলাইদহে একটি বৈষ্ণব গানে শুনেছিলুম, শ্যামের 'নি-কড়িয়া'-বাঁশির কথা, অর্থাৎ অকিঞ্চনের সঙ্গীত। তার দাম নেই, শুধু রস আছে। বালক বয়সে আমরা সত্যের সেই অকিঞ্চনতাকেই সহজে জানি— তখন খেলবার জন্যে সোনারূপোর দরকার হয় না। তখন জানি উপকরণটা লক্ষ্য নয়, খেলাটাই লক্ষ্য। খেলা যখন ভুলি তখনি খেলনার দাম নিয়ে মারামারি বেধে যায়। আজ বাইরে বসে খেলনার চেয়ে খেলার সাথীকেই বেশি করে দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মানে বালকটা লোকান্তরগত হয়নি। ৬৫ বছর বয়সের গেটের কাছে যেখানে সানাইয়ে পূরবী বাজ্‌চে সেখানে সেই অকিঞ্চনটা ধূলোয় বসে আছে— সে ভোলা তেম্‌নি ভুলেই রইল তার বুদ্ধি পাক্‌ল না; যাকে প্রবীণেরা মায়া বলে বর্জ্জন করে সেই অনিত্যের খেলাঘরে সে কোন্‌ আশ্চর্য্যকে দেখ্‌তে পেল? যা'কে দেখেছিল পূর্ব্বদিগন্তে উষার প্রদোষ আলোয়, তাকেই দেখ্‌ল পশ্চিম সিংহদ্বারে তারার প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। যেতে যেতে বলে যেতে পারব, দেখেছি।

তোরা থাকলে এবারকার জন্মোৎসবের রস পূর্ণ হত।

শরীরের কথা আজ আমার ভাববার কোনো গরজ নেই— ছুটির সুধায় মন ভরে আছে। সেই ছুটির রসসম্ভোগে গায়ের

জোরের তেমন বেশি দরকার বোধ করচি নে— গায়ের জোরটা হয় ত উৎপাত করতে পারত।

তুই আমাকে বই পাঠিয়েছিস্। অনেকদিন থেকে বই পড়া বন্ধ আছে। বই পড়ার হাত এড়াবার জন্যে ছেলেবেলায় রোগ কামনা করতুম কিন্তু এমনি দুর্জ্জয় স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলুম যে কিছুতেই অসুখ করতে চাইত না। তখন যম-দূতেরাও বালকের বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়েছিল। বালককালের সেই কামনা এতদিন পরে আজ সিদ্ধ হল। শরীরটা জবাব দিয়ে বসেছে— আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ। চিঠি লিখিনে বই পড়িনে, সভাপতিটা বিদায় হয়ে গেছে। এবারকার জন্মদিনে বই আমার ঠিক উপহার নয়। এবারে ঘাটে-ফেরা নৌকোর পক্ষে তীরের থেকে শুধু উলুধ্বনিই যথেষ্ট হত।

এ চিঠি থেকে হয়ত একটা কথা ভুল বুঝতেও পারিস্। প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য। পড়ে'-পাওয়া খেলার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় যদি চাই তবে তাকে খুঁজে পাওয়া চাই। খুঁজ্‌তে গিয়ে খেলাটা ভুল্‌লেই ক্লান্তি। আশা করি আজ থেকে আমার খোঁজাও চল্‌বে খেলাও চল্‌বে, দুটো এক হয়ে যাবে।

তোদের শরীর সুস্থ হোক্, বর্ষাও নামুক তার পরে দুজনে একবার এখানে এসে দেখাশুনো করে যাস্।

কেউ কেউ প্রস্তাব করচেন জাপানযাত্রীর ডায়ারিটা তর্জ্জমা করবার। কোনোদিনই ও কাজটা আমার প্রিয় নয়, এখন ত মনে করলেও বিভীষিকা লাগে। ভয়ে ভয়ে বলচি যদি তোর হাত খালি থাকে একটু চেষ্টা করে দেখতে পারিস। চরকা কাটার চেয়ে হয়ত রস পেতে পারবি। একবার খাড়া করে দিলে আমি সেটাকে রঙ করে দিয়ে প্রতিমাটাকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করতে পারি। বইখানা যদি না থাকে এবং যথেষ্ট অবসর ও শরীরের শক্তি যদি থাকে তবে প্রশান্তকে টেলিফোন্ করে দিলেই সে তৎক্ষণাৎ বই জুগিয়ে দেবে।

আজকাল চিঠি লিখ্‌তে একেবারেই গা লাগে না। সেই বুঝেই এত বড় লম্বা চিঠির মূল্য নিরূপণ করতে পারবি। প্রমথকে দ্বিতীয় চিঠি লিখ্‌লুম না, কারণ যেখানে দুইয়ে-এক সেখানে একে-দুই আপনিই হয়ে যায়। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩৩১

রবিকাকা

[১৪] ওঁ * 10. Cornwallis Street
Calcutta
পোস্টমার্ক
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

কল্যাণীয়াসু

কখন্ লিখ্‌ব বব্‌? আমি সমস্ত দিন এক মুহূর্ত্ত ফাঁক পাইনে। তার উপরে আবার আগামী সোমবারে অরূপ রতন অভিনয় করতে হবে— তার উপরে কলেজের ছাত্ররা টানাটানি

বাধিয়ে দিয়েচে। তবে যদি ইচ্ছে করিস শনিবারে মুখে মুখে অল্প কিছু বল্‌তে পারব। ভালো করে ভেবে বলবারও সময় নেই। তোর ওখানে ক'দিন ধরে যাবার চেষ্টা করচি কিছুতেই হয়ে উঠ্‌চেনা।

রবিকাকা

[১৫] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। নাৎনীরা আমার গ্রহ; তা'রা আধুনিক জ্যোতিষের নিয়ম ছাড়িয়ে গেছে— তারাই রবিকে নিজের চারদিকে প্রদক্ষিণ করায়— অর্থাৎ আমার চেয়ে তাদের টানের জোর বেশি। রবিকে যে কলকাতার কক্ষ থেকে বিচলিত করেছে তুই তার হিসাব বের করেছিস্;— ঠিক করেছিস এখানে একটি গ্রহ বিরাজমান আছে— শুনেছি এই রকমের একটা হিসাব অনুসরণ করে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। কিন্তু আমার গতিবিধির হিসাব খুব জটিল। আমার আকাশে একটা বড় নীহারিকামণ্ডল আছে— সে হচ্চে পরিণত ও অপরিণত জ্যোতিষ্কের একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণী— কোনো গ্রহের টান তা'র কাছে লাগে না— তারি আমন্ত্রণের আকর্ষণে এখানে এসেছি— তার আকর্ষণচক্রের পরিধি অতি বিপুল ও তার বেগ অতি

প্রবল। এর হিসাবটাকে তোরা গণ্য করতে চাস্‌নে বলে ভুল করিস্‌। এরই কেন্দ্রের থেকে যে-তলব আস্‌চে সে আমাকে অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা বা অশক্তি কোনো ছুতোতেই নিষ্কৃতি দেবে না। ডাক্তারের নিষেধ এ'কে ঠেকাবে কি করে' ?

যাক্‌গে। মোটের উপর কলকাতার চেয়ে এখানে ভালোই আছি। ১ বৈশাখ ১৩৩২

রবিকাকা

[১৬] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। এখানে এসে খোলা আকাশের তলায় একটু আরাম পেয়েছি। যদি দেখি মনটা সুস্থ হতে পাচ্চে না তাহলে মনে করচি Waltairএ দৌড় মারব— সেখানে একটা ভালো বাড়ির সন্ধান পেয়েচি। যাবার সময় চল্‌তি গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে পথের থেকে ফিরে আসব না এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। প্রমথকে বলিস্‌ তার সম্পাদকীয় চিত্ত যেন উদ্বিগ্ন না হয়। আমি শেষবর্ষণের আর-একটা কপি নিয়ে সংশোধনের কাজ সেরে দিয়েচি— সুটু সেটা নকল করচে, হয়ে গেলেই তোদের পাঠাব— তোরা

দার্জ্জিলিং যাবার আগেই যদি পাস্ তবে নিশ্চিন্ত হব। আগামী সোমবারের আগে পাঠানো সম্ভব নয়, কারণ রেজেষ্ট্রি আপিস কাল রবিবারে বন্ধ।

রবিকাকা

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কেয়ারে কাল সুরেনকে একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম সেটা তোর মারফৎ যথাস্থানে পৌঁচেছে ত? এখানে আজ ঘন মেঘ করে বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ। বেশ একটু ঠাণ্ডাও পড়েচে— চারদিকে শিউলিফুল বর্ষণ হচ্চে— কৃষ্ণপক্ষের রাত্ত প্রতিদিন চাঁদের অবগুণ্ঠন লম্বা করে দিচ্চে। ১৯ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৮] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

অসুখ করে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছে সে কথা সত্য। মীরা কিছুদিন হল তার বন্ধু শ্রীমতীর সঙ্গে আমেদাবাদ বেড়াতে গিয়েছে— কথা ছিল বৌমা এসে চার্জ্জ বুঝে নেবেন— ঠিক দিনে চিঠি পাওয়া গেল তিনি প্রশান্তদের

সঙ্গে রাজপুতানায় ভ্রমণ করতে যাত্রা করলেন। যখন মনে মনে বল্‌চি আমি স্বাধীন, আমি আত্মপর্য্যাপ্ত— এমন সময়ে বিধাতা আমার দর্পহরণ করবার জন্যে শরীর দিলেন ভেঙে। জাহাজভাঙা রবিনসন্ ক্রুসোর মত বেদনা-সমুদ্রে ঘেরা নির্জ্জনতার মধ্যে আট্‌কা পড়লুম। সেখানে গুড্ ফ্রাইডের অভাব ছিল না কিন্তু রোগের দিনে তাদের নিয়ে চলে না। এখন আছি তেতালার কোণের ঘরে— কমল হয়েছেন অভিভাবক — সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্চে। এরই মধ্যে রোগশয্যায় স···দূত পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্যে। সে কালীপূজোর নূতন ব্যাখ্যা ক'রে হিন্দুসমাজের চমক লাগাবার আয়োজন করচে, তার ইচ্ছে আমি হই সভাপতি। এখন বুঝতে পারবি বিধির বিধানে রোগ জিনিষটাও নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে খালাস পেয়েছি। ·· বেচারা কালীর জন্যে তোরা প্রার্থনা করিস্। আমারো প্রার্থনা করবার সময় হল— কারণ দেখা যাচ্চে আমার ফাউণ্টেন পেনের কালী ফুরিয়ে এসেচে। ৩১ আশ্বিন ১৩৩২

রবিকাকা

[১৯] ওঁ পোস্টমার্ক

কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

এবার আমার ব্যামোটা একটুও শ্রুতিসুখকর হয়নি। সাধারণত রোগ দুঃখ সম্বন্ধে আমি অনুদ্বিগ্নমনা হবার চেষ্টা

করে থাকি এবারে আমাকে তার উদ্বেগে শান্তিনিকেতন থেকে এখানে খেদিয়ে এনেছে। প্রথম প্রথম আমার পীড়া কর্ণ ধরে যেরকম ঝিঁকে মারছিল এখন আর ততটা বেগ নেই কিন্তু চেপে ধরে আছে। কানে শুন্‌চি খুব কম, ডাক্তার বলচে ভিতরের প্রদাহটা কমে গেলে আবার শুন্‌তে পাব। তুই চিঠিতে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিস, যে ডাক্তারের কথা আমি কানে তুলি নে সে কথা সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডাক্তার আমার কানে কথা প্রয়োগ বন্ধ করে অন্য রকম প্রয়োগবিধি সুরু করেছে— উপদেশের চেয়ে তাতে বেশি ফল পাওয়া যাবে বলে সকলে আশা করচে। আমার সেই তেতালার ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। মনটা উড়ু উড়ু করে কিন্তু কানটা রয়েছে ডাক্তারের হাতে। কতদিনে যে খালাস করে নিতে পারব তার কোনো ঠিকানা নেই। বোলপুর থেকে মরিসকে আনিয়ে নিয়েছি— সে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, ডাক্তার এলে তার সহকারিতা করে, যথাসময়ে ভোজ্য প্রস্তুত হলে তৎ-সম্বন্ধে আমার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরাহ্ণে বায়ু সেবনের জন্যে মোটর-রথযাত্রা আমার পক্ষে উপাদেয় ব'লে দু'দিন থেকে কানের কাছে মুখ এনে উচ্চস্বরে পরামর্শ দিচ্চে— তার সেই হিতবাণী আমার চেয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্চে ওবাড়ির থেকে গগনরা।

এ রকম পীড়া হলে মন অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নিরস্ত হয়ে ঐ একটি বিষয়েই একাগ্র হয়ে ওঠে। আমার চৈতন্য এখন কানময় হয়ে বিশ্বকে বিস্মৃত হয়েছে। যোগশাস্ত্রে

এ’কেই ত সমাধিলাভ বলে। কৈবল্যলাভের আর সবই হয়েছে কেবল পরমানন্দ রসটার উপলব্ধি এখনো যেন বাকি আছে বলে বোধ হচ্চে।

তোদের বোধ হয় অবতরণের সময় হয়ে এল—শৈলবিহার-বিলাসীদের মৈস্তুম ফুরিয়ে এসেছে বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ। এবার যখন জোড়াসাঁকোয় আসবি তারস্বরে গলাটা সেধে আসিস, নইলে তোদের সঙ্গে আমার দেখাশুনোর শেষ অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইতি ৯ কার্ত্তিক ১৩৩২

রবিকাকা

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

দিনরাত লোকজন, কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম, তার উপরে এক অভিভাষণ কাঁধে চেপেছে। মনটা ভিতরে ভিতরে লেখা সম্বন্ধে হরতাল নেবার পরামর্শ করচে। টাকা ছুঁলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেরকম সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ উপস্থিত হ’ত কলম ছুঁতে গেলেই আমার সেই রকম হয়। শীতের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আকাশের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন আমার এই খোলা ঘরে দুই চক্ষু দিয়ে তাই পান করি আর কর্ত্তব্যকর্ম্ম টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বপ্নলোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। যখনি একটু সময়

পাই মনটা ছুটে ছুটে যায় সেই আমার খ্যাতিহীন উদ্দেশ্যহীন সাবেক দিনগুলোর ঠিকানা খুঁজে বের করতে। আজ তাদের ছায়ারূপ আর ধরা যায় না। কিন্তু লেখার তাগিদ মনের মধ্যে নেই। সে তাগিদ সম্পাদকদের কাছ থেকে আসে কিন্তু এখানকার সাহিত্যিক রাজ্যের হাওয়ার মধ্যে নেই। নিজের ভিতরকার গরজে লেখবার বয়স ও উৎসাহ চলে গেছে। তাই নানা রকম হিতকর কাজ করেই দিন বৃথা নষ্ট হচ্চে, বেশ রসিয়ে কুঁড়েমি করবারও সুযোগ পাচ্চিনে; অথচ তারি তাগিদ এই খোলা মাঠের মধ্যে এই শীতের বেলায় চারিদিকের মৃদুরৌদ্রতপ্ত বাতাসে। ইতি ২ ডিসেম্বর ১৯২৫

রবিকাকা

[২১]

* Autour du Monde
9. Quai du 4-Septembre,.9
Boulogne-Sur-Seine
পোস্টমার্ক এস. কেনসিংটন
৩১ জুলাই ১৯২৬

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল আর্য্য এসেছিল, বাড়ি ফেরবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচে। আমাকে বারবার করে তোদের জানাতে অনুরোধ করেচে। বল্লে শিবুকে অনুরোধ করে করে চিঠির জবাব পর্য্যন্ত পায় না। বোঝা গেল, শিবুর অবস্থা সম্প্রতি মোহাচ্ছন্ন। দাদা প্রভৃতি অনতি-আবশ্যক মানুষদের প্রতি তার মন নেই।

যাই হোক্ তার একটা গতি করে দিস্। কোনো কাজকর্ম্ম নেই, এমন করে প্যারিসে পড়ে থাকা তার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতেই পারে না।

এদেশে আমার অভিযানের ইতিহাস বহুবিস্তৃত। লেখবার মত তেজ ও উৎসাহ নেই, বরঞ্চ মনে একটু সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রশান্তরা বোধ হচ্চে কাগজে ঢাক পিটোচ্চে— তোদের হঠাৎ মনে হতে পারে আমারি ঢাকা ঢাকে ও কেবল কাঠি লাগাচ্চে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ রকম আত্মপ্রচারে আমি নিরতিশয় লজ্জিত হই। ওরা সেইজন্যে আমাকে গোপন করেই এ কাজ করে। অর্থাৎ এই ব্যাপারের প্রকাশ্যতা কেবলমাত্র আমাকে বাদ দিয়ে।

বড় বড় ডাক্তার আমার দেহকে পরীক্ষা করে বলেচে, যন্ত্রটা সর্ব্বাংশেই মজ্‌বুৎ— কেবল পেট্রোল ফুরিয়েছে। সেইটের জোগান যাতে স্থায়ী হয় অক্টোবরে ভিয়েনায় তারি উদ্যোগ হবে। এদিকে মনটা খাঁচার পাখীর মত দেশের বাসাটার জন্যে ছট্‌ফট্ করে মরচে।

আজ আর খানিক বাদেই লণ্ডনে পাড়ি দেব। সেখানে অগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেয়াদ। তার পরে নরোয়ে সুইডেন জর্ম্মানি ইত্যাদি ইত্যাদি— তারপরে বহুদূরে নবেম্বরের উপসংহারে স্বদেশযাত্রার উত্তরকাণ্ড— মনে করলেও মন পুলকিত হয়ে ওঠে— সেই বোম্বাইয়ের তালীবনরাজিনীলা বেলাভূমি।

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

তোর রাখী পেলুম। কিন্তু বিষম ঘোরে ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো বন্ধন কোথাও ধরে রাখচে না। অথচ এ'কে মুক্তি বলে না— মন নিষ্কৃতি চাচ্চে তবু গোলেমালে ছুটি কিছুতেই মেলে না। আদর অভ্যর্থনার বিরাম নেই— সংসারে তার মূল্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান, শান্তিতে স্থির প্রতিষ্ঠা। নিজের মধ্যে এই এক দ্বন্দ্ব— লোভী তারস্বরে বলচে যেটা পাচ্চ সেটা খুব করে নিয়ে নাও, কিন্তু তার উপর-তলায় যে থাকে সে মন্দ্রস্বরে বল্‌চে, ফুটো কল্‌সিতে বারে বারে বৃথা জল ভরবার চেষ্টা না করে পূর্ণতার সমুদ্রে এক ডুবে তলিয়ে যাও। যে চক্র বাইরের পরিধিরেখায় ঘুরচে সে বল্‌চে, "আমার সঙ্গে ঘোরো, সেই হচ্চে মজা।" কিন্তু তার অন্তরের কেন্দ্রস্থলে যে আছে সে বল্‌চে "আমার মধ্যে স্তব্ধ হও তাহলে একই সঙ্গে গতি স্থিতি দুইয়েরই পূর্ণ সামঞ্জস্য পাবে।" বুঝি স্পষ্ট, কিন্তু অবুঝটাকে বাঁধতে পারে কার সাধ্য! কূলের খবর জানি, আজ দিনের শেষে সেইখানেই তরী ভিড়োবার কথা, কিন্তু যখন সব পাখী বাসায় ফিরচে তখনো সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় স্রোতের টানে হুহু করে চলেচি— বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, থাম্‌রে থাম্‌, আয়রে আয়। এই সব উপস্থিত বরমাল্যের লোভ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে চরম জয়মাল্যের জন্যে রাজদরবারে শেষ দাবী জানাবার জন্যে একান্ত ইচ্ছে করে। কিন্তু দুটো ইচ্ছের দ্বৈরাজ্যের উপদ্রবে স্বারাজ্য মেলে না। একটা ইচ্ছের সঙ্গে

রক্তের টান, সে বলে পদে পদে আমি নগদ মজুরি চাই— আর একটা ইচ্ছে বলে, আমি মজুরি চাইনে আমি হুজুরী চাই— কর্ত্তা হ'ব। মেয়ের বিয়েতে পণ নেবার প্রস্তাবে কর্ত্তায় গিন্নিতে মতভেদ হলে যেমন হয় এও তেমনি— কর্ত্তা মাথা উঁচু করে বল্‌চেন আমি এক পয়সা চাইনে— গিন্নি লুকিয়ে কর্ত্তাকে ভাঁড়িয়ে ফর্দ্দ পাঠাচ্চেন। এমন স্থলে প্রায় গিন্নিরই জিৎ হয়। যাই হোক্ মনের মধ্যে থেকে থেকে আশা হয় যে, একটা রাস্তা পাব।— কেননা বেদনা যে মরেনি, অসাড় হয়নি মন। সব সময়ে পথ দেখতে পাইনে বটে কিন্তু দূরের আলোটা দেখ্‌তে পাই তো— তাতেই রাত্রের কোনো একটা প্রহরে বাসায় ফেরাবে। এই গেল আমার বর্ত্তমানের মনের কথা। তার পরে সংসারের অনেক কথা আছে, তাতে মনটাকে কম পীড়া দেয়নি।··· র কথা ভেবে কোনো কিনারা পাইনে, কেবল ভিতরে একটা নিরন্তর কান্না থেকে যায়। তার উপরে যে কাজ ঘাড়ে নিয়েচি, তার বোঝা কিছুতেই হাল্কা হতে চায় না— অথচ মন দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়েচে— শিথিল ক্লান্তহাতে দাঁড় ধরে গান গাচ্চি—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না॥

সবুজপত্রের জন্যে হাল আমলের গোটাকয়েক গান পাঠাই। তোরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ নিবি। ইতি
৯ অক্টোবর ১৯২৬

রবিকাকা

ওঁ
6 Dwarkanath Tagore Street
Calcutta
পোস্টমার্ক
শিলং

কল্যাণীয়াসু

একেবারে উল্টো। কলকাতার চেয়ে এখানে সময় আরো কম। প্রথম দফায় আমার বুকে ব্যথা হয়ে জ্বর গেল। দ্বিতীয় দফায় পুপের জ্বর। তৃতীয় আগন্তুকের সংখ্যা এখানেও কম নয়। চতুর্থ বিচিত্রার জন্যে একটা গল্প লেখা চাই। গল্প বিচিত্রার গরজে ততটা নয় যতটা আমার নিজের গরজে। অর্থাগমের আর কোনো রাস্তা জানিনে, কলমের জোরে যা পারি। গল্প লিখ্‌তে হলে একমনে লেখা দরকার। কলমটাকে নানা খুচরো কাজে খাটালে আসল কাজে সে এলিয়ে পড়ে।

যামিনীকান্ত সেন কলাসরস্বতীর একনিষ্ঠ উপাসক। এত বড় নিষ্ঠা কি নিষ্ফল হতে পারে? তিনি বর পেয়েছেন। সে বর হচ্চে ললিতকলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাশক্তি। মুস্কিল এই যে, সে বর ত অধিকাংশ লোকেই পায়নি, এই কারণেই জনসাধারণের কাছে তাঁর ব্যাখ্যার যথেষ্ট আদর হবার আশা বিরল। অতএব বাহিরে সিদ্ধির আশা না করে অন্তরে উপলব্ধির আনন্দ নিয়ে যদি তিনি খুসি থাক্‌তে পারেন তাহলেই তাঁর আর মার নেই।

তোর চিহ্নিত সবুজপত্রখানা নিশ্চয় জোড়াসাঁকোর কোথাও অজ্ঞাতবাস যাপন করচে।

আমরা চা বাগানে নেই— একটা উচ্চ শিখরে আছি— ঠাণ্ডা তার সন্দেহ কি— তবে কিনা হিমকলেবরের মতো না। ইতি ২০মে ১৯২৭।

রবিকাকা

[২৪]

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন
৭ নভেম্বর, ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

ফিরে এসেচি— সন্দেহ নেই। ঘাটে থেকে নেমেই আবার ইচ্ছে করচে একদৌড়ে পালাই। এত মিথ্যে কথা বাজে কথা অন্যায় কথা— মনকে ছোটো করে দেয়— মানব ইতিহাসের পার্সপেক্টিব ধূলোয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে, নিজেকেও যেন স্পষ্ট করে প্রশস্ত করে দেখতে পাইনে— একেই বলে কারাবরোধ— নিজেকে বৃহতের মধ্যে পাওয়ার পথ বন্ধ হওয়াই বন্ধন। 'আমার জন্মভূমি'তে সেই বন্ধনটাই তুচ্ছতার জালে চারদিক থেকে জড়িয়ে থাকে। এখানে বাণী নেই, কেবলই খবরের কাগজের কুলোর হাওয়া সাঁ সাঁ করচে— একটুও ভালো লাগে না। প্রমথকে বলিস্ দেখা হলে সব কথা হবে।

রবিকাকা

[২৫]

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক
৯ জুলাই, ১৯২৮

কল্যাণীয়াসু

এখানে এসে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। শরীর হয় ত বা অল্প একটু ভালো হয়েচে, সেটুকু কল্পনা হওয়াও অসম্ভব নয়। কাজকর্ম্মের দাবী স্বীকার করিনে— একমাত্র মহাসনে নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করি, কিছুতে তার থেকে বিচলিত হইনে।— যা উপসর্গ আছে তার উপরে আর বাড়াবার চেষ্টা মাত্র নেই— কিন্তু প্রতিদিনই বয়স এক একদিন বেড়ে চলেচে সেটাকে ঠেকাবার কোনো উপায় দেখ্‌তে পাইনে। বস্তুত জরাটাই হোলো ব্যাধি— সে ব্যাধির অবসান সমস্তর অবসানে— সেটার বিরুদ্ধে যত আয়োজন করি— ওষুধ খাই ডাক্তার ডাকি, তাতে কেবল যমকে হাসানো হয়। তার পরিহাস আমি সইতে পারিনে কারণ আমি তাকে ভয় করিনে। সেমিকোলনের উচিত হয় না দাঁড়িকে স্মরণ করে আঁৎকে ওঠা— সেটাতে কেবল ভীরুতা নয়, মূঢ়তাও বটে। ইতি
৯ জুন, ১৯২৮

রবিকাকা

[২৬] ওঁ [কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

বংশাবলীর নিয়মানুসারে তুইও বলতে ছাড়বিনে আমিও শুনব না— এটা একই স্বভাবের অন্তর্গত।

নীলরতনবাবু আমার সকল রকম পরীক্ষা নিঃশেষ করেচেন। রক্ত বিশ্লেষণের উদ্দেশে অন্তত দুই আউন্স রক্ত দিয়েছি। এটা যদি দেশকে দিতে পারতুম তাহলে বীরপুরুষ বলে খ্যাতি থাকত। যাই হোক্ পরীক্ষার ফল ভালো— একেবারে ফুল মার্কা— নীলরতনবাবু বল্লেন রক্ত ও শরীরযন্ত্র প্রভৃতিতে ৬৭ বৎসরের কোনো দাগ পড়েনি। দেহটা ভিতরে ভিতরে এখনো তরুণ আছে। ক্লান্তির কারণ হচ্চে পূর্ব্বকৃত অতিশ্রম— কিন্তু এর উল্টোটাও ভালো নয় যাকে বলা যায় অশ্রম— অতএব মধ্যপথ হচ্চে আশ্রম— কাল সকালে নটার গাড়িতে সেই পথেই যাচ্চি। বাজে কাজেই মানুষের ক্ষতি করে— আসল কাজে কোনো অনিষ্ট হয় না। চিরদিন কাজ করে এসেচি— হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় মরেই গেছি— তার চেয়ে সত্যিকার মরাটা ভালো— কেননা সেটা সত্যি।

রথীর ঠিকানা জান্‌তে চাস :—

C/o. American Express Co.

11 Rue Scribe

Paris

সেই মোটা ফ্রেঞ্চ বই আমার পূর্ব্বগামীরূপে বোলপুরে রওনা হয়ে গেছে। ইতি ভাদ্র তারিখ জানিনে, ১৩৩৫

রবিকাকা

ঔঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নলিনীর কাছ থেকে বিজয়া দশমীর প্রণাম পেয়েছি নবমীর দিনে, তোর কাছ থেকে পেলেম একাদশীতে—গড়্‌পরতা রক্ষা হয়েচে।

মণ্টুকে আমি বেশ ঠাণ্ডা রকম চিঠিই লিখেচি। তার কারণ মণ্টুকে আমি অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি। সব সময়ে ওর বুদ্ধি স্থির থাকে না,…কিন্তু ওর মনটি খুব সরল, এবং ওর মধ্যে যে ভালোটুকু আছে সে খুব অকৃত্রিম। ওকে যারা কথায় কথায় গালমন্দ দিয়ে থাকে ও তাদের চেয়ে অনেক উপরের লোক।

এবার শরতে বর্ষায় বেশ রীতিমত প্রণয় চলচে। কাল ছিল আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না নিরাবিল, দিগন্ত বাষ্পবিরল; আজ সকাল থেকে প্রথমে মেঘের উঁকিঝুঁকি, তারপরে তার আনাগোনা, তার পরে এই খানিকক্ষণ হল সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি। আমি নিজে আছি নিশ্চল, বসে বসে বাইরের আকাশে ঋতুদূতগুলির চলাফেরা দেখচি। বেশ লাগচে। ইতি শুক্লা একাদশী ১৩৩৫

রবিকাকা

[২৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বব, তোর সব তর্জ্জমাগুলিই খুব ভালো হয়েচে। আর ভাঙা প্রতিমার উপর যে কবিতা লিখেছিস্ সেও সুন্দর। কবিতার তর্জ্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্ণালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলুম। তুই যদি আর কোথাও প্রকাশ করতে চাস তাও করতে পারিস।

তোরা পদ্মাতীরে গিয়েছিস্ শুনে মনে মনে লোভ হচ্চে। পদ্মার আমন্ত্রণ আমার হৃদয়ের মধ্যে নিয়তই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের বোটের জন্যে উপযুক্ত মাঝি মাল্লা পেলুম না বলে এবারে এখানকার ডাঙার উপর পড়ে পড়েই রোদ পোহাতে হল। কথা ছিল বোটে করে পদ্মার চরে যাব। তোরা যাচ্চিস শুনলে মনটা আরো ছটফট করে উঠত।—...

এইমাত্র তোর তর্জ্জমাগুলি অপূর্ব্বকে দেখালুম—সে বল্লে আমার কবিতার এত ভালো তর্জ্জমা সে আগে আর দেখেনি।

শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন যদি না করিস তাহলে মিথ্যে জবাবের দায় থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিবি। এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি আমি আমাদের সম্রাটের চেয়েও ভালো আছি।

এতদিন পরে শীতের মতো শীত পড়েচে। বনমালী নিবেদন করে গেল, মধ্যাহ্নভোজন প্রস্তুত। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯২৯

রবিকাকা

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

বিজয়া দশমী, ১৩৩৬

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ নিস্। তোরা ঘর ছেড়ে ছুটির সন্ধান করতে যাস— আমি ঘরে বসে ছুটি বানাবার চেষ্টা করি। কাজের সময় চারদিক থেকে কাজের উপাদান সংগ্রহ করতে হয়— সে উপাদানের অভাব নেই— আবার ছুটির সময় সেগুলি বাদ দিয়ে ছুটির সরঞ্জাম আহরণ করে তারি মাঝখানে আধখানা চোখ বুজে বসতে হয়— সে সরঞ্জামও আছে প্রচুর। এই রকম ছুটিটাই সবচেয়ে সস্তা বলেই বোধ হয় সব চেয়ে দুর্লভ। রথীরা শুনচি শীঘ্র তোদেরই বাসার মধ্যে আশ্রয় নিতে রাঁচি যাবার উদ্যোগ করচে। সবাই দেখেছি আমারই বয়েস আর আমারি শরীরটার প্রতি লক্ষ্য করে উদ্বেগ প্রকাশ করে। অবশ্য বয়েসে পাল্লা দিতে পারব না কিন্তু এই অঙ্গ-যষ্টিটার কথা যদি বলিস এটা অনেক ভর সয়, রথীর চেয়ে বেশি বই কম নয়। দেখতে পাই বিধাতা তাঁর একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমাকে মজবুৎ করে বানিয়েচেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের বাইরে আমি কাহিল— আমি গাণ্ডীব তুলতে পারি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, কিন্তু ডাকাত তাড়াবার সময় পাহারা-ওয়ালার কাজে নয়।

তপতীর ঝাঁজ মরবার পূর্ব্বেই দাবী আসচে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে। আমার বিক্রমের আমলের প্রেয়সী

এইখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবচি আর এক মূর্ত্তিতে তাঁরই সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে রাখ্‌তে দোষ কী?

কিন্তু একটা বাজে কাজের দায় আমার কাঁধে চেপেচে। বরোদায় গিয়ে একটা বক্তৃতা দিতে হবে এই আদেশ। বাঁধা আছি সেই রাজদ্বারে রূপোর শৃঙ্খলে— বিশ্বভারতীর খাতিরে মাথা বিকিয়ে বসেচি। তাই আজ সেই মাথা ঠুকচি একখানা বক্তৃতা বের করবার জন্যে। একটুও ভালো লাগচে না— এই শরৎ কালে ছুটির হাওয়ায় শিউলি বন বিকশিত হয়ে উঠ্‌ল কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কোন পাপে কবিকে লাগতে হোলো কথার ঘানি ঠেলে বক্তৃতার তেল বের করতে, সেই তেল রাজ পদ সেবার জন্যে।— থাকগে দুঃখের কথা— কবে তোরা এখানে এসে জমিয়ে বসবি? আজকাল সঙ্গীর অভাব সব চেয়ে অনুভব করি, যাদের অল্প বয়েস তারা মনে করে আমার বেশি বয়েস হয়ে গেছে, কাজেই বক্তৃতা করতে হয়, আর আধুনিকীদের যেটুকু স্পর্শ আদায় করতে পারি সে কেবল অভিনয়ের ছল করে।

রবিকাকা

তোদের লাইব্রেরি এসে পৌঁচেছে— সেটা বিজয়ার খুব বড়ো নমস্কার

[৩০] ওঁ কলকাতা

কল্যাণীয়াসু

আজ সকালে সুধীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েচে। আমরা কেউই জানতে পারিনি যে তার সাংঘাতিক পীড়া হয়েচে। যে ডাক্তার ওকে দেখছিল সে নিশ্চয়ই ঠিক বুঝতে পারেনি। তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে সেটা সেরে যায়। তার পরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ। নেপু ছেলেমানুষ, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

আমার জ্বর এখন আর নেই। রথীরাও এসে পৌঁচেছে। হারাসানের শরীর অনেকটা ভালো। আজ জ্বর এখনো দেখা দেয়নি। নীলরতনবাবু তাকে কষে কুইনীন খাওয়াচ্চেন।

আমার মনটা শান্তিনিকেতনের রাস্তায়। প্রমথর গল্পটা আমার হাতে পড়েনি। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে দেখতে পাব। চেষ্টা করব যাতে দুতিনদিনের মধ্যে সেখানে ফিরতে পারি। ইতি ৮ নবেম্বর ১৯২৯

রবিকাকা

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমি তো আজই দৌড় দিচ্চি বরোদা অভিমুখে। ফিরব বিলম্বে। ১১ মাঘের ভার কে গ্রহণ করবেন ঠিক ভেবে

উঠ্‌তে পারচিনে। দীনু থাকবে গানের অধিনায়ক— ক্ষিতিমোহন বাবুকে বলে রেখেছি বেদীর কাজ করবেন। রথী তো পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। বাড়িতে আত্মীয়দের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অনুষ্ঠানটাকে জমিয়ে তুলতে পারবে।…যে জিনিষে প্রাণশক্তির অভাব, ইঞ্জেক্‌শনের চোটে তাকে খড়্‌ফড়িয়ে তুলে মনে সান্ত্বনা পাইনে। আয়ু শেষ হলেও মানুষ বিদায় দিতে চায় না এইজন্যে বিস্তর প্রয়াস করতে হয় অথচ পরিণামে ব্যর্থতাই ঘটে। মৃতের ভার বহন করতে আমি উৎসাহ পাইনে— অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত কিন্তু যেন সে অতীত নয় তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করাটা অসঙ্গত। বেলুড়মঠে শুনেছি বিবেকানন্দের ছবির সামনে রোজ অম্বুরি তামাকের ভোগ দেওয়া হয়— এই খরচটা বাঁচালে বিবেকানন্দের অসম্মান হোত না। অত্যন্ত ব্যস্ত। উদ্যোগ পর্ব্বটা বিরাটপর্ব্ব হয়ে উঠেচে— জিনিষপত্র নিয়ে ঘোরতর ঘাঁটাঘাঁটি চলচে। ইতি ১০ জানুয়ারি ১৯৩০

রবিকাকা

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক

প্যারিস

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। ঘুরে ফিরে প্যারিসে এসেচি। রথীরা স্বাস্থ্য অন্বেষণে গেছে স্যুইজারল্যাণ্ডে। সঙ্গে আছেন ডাক্তার নলিনীরঞ্জন the first। আমার

বাহন আরিয়াম। এখন বৈশাখের মাঝামাঝি। কিন্তু বৈশাখ বলে পদার্থ এখানে কোথাও নেই— এখানে আছে এপ্রিল— তার চেহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেঘ করে আছে, থেকে থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে, বাতাসকে শীতল বলা যায় কিন্তু সুশীতল বল্‌লে বাঙালী ভদ্রলোক যা বোঝে তার কাছ দিয়েও যায় না— দুঃশীতল বল্‌লে একটু বেশি বলা হয় কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় না। আর মেঘ-শয্যায় যে সূর্য্যদেব লীনপ্রায় আছেন— তাঁকে মার্ত্তণ্ড বল্‌লে বেমানান শোনায়। এই তো গেল আকাশের খবর। ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫ বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন— তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান— তার সম্পূর্ণ বিবরণ যখন পাবি তখন চমক লাগবে, কিন্তু নিজ মুখে এ সম্বন্ধে সত্য কথা বল্‌তে গেলে অহঙ্কার করা হয়। পরম্পরায় যখন শুনবি তখনকার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করাই ভালো। ২রা মে তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোম্মোচন। এইবার আমার চৈতালি— বর্ষশেষের ফসল সমুদ্রপারের ঘাটে সংগ্রহ হল। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে আমাদের নিজপারের ঘাট পেরিয়ে এসেচি। আমার এই শেষ কীর্ত্তি এই দেশেই রেখে যাব।

তোর উদ্বোধন পড়ে ভালো লাগল। কেবল একটি খুঁৎ আছে। 'বাধ্যতামূলক' কথাটা আমি সইতে পারিনে। ঐ দুঃশব্দ ব্যবহারে ভদ্রভাষারীতির প্রতি অবাধ্যতা করা হয়। Compulsory হল অবশ্যকৃত্য, voluntary হল স্বেচ্ছাকৃত্য।

কেবল প্রয়োগভেদে 'কৃত্য' শব্দের পরিবর্ত্তন করতে হবে, যথা অবশ্য পাঠ্য, অবশ্য দেয়, অবশ্য পেয়, ইত্যাদি। যদি একটি সাধারণ বিশেষণ দরকার বোধ করিস্ তাহলে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক এই দুটো কথা হাজির আছে। ঐচ্ছিক কথা সংস্কৃত অভিধানে পেয়েছি।

চিঠির ও পৃষ্ঠাটা এখনো খালি রইল— সেটা তোর সদ্দৃষ্টান্তের বিরোধী। কিন্তু বোধ হচ্ছে পত্র— পাত্র সম্পূর্ণ ভরবে না। তার কারণ অবকাশ নামক বিশুদ্ধ স্বদেশী মাল এদেশে পাওয়া যায় না— এখানকার শীতের আকাশের মতোই সেটা ঠাস— বোঝাই— রবি তার মধ্যে ভদ্র রকমের ফাঁক খুঁজে পান না। বিশেষত আগামী চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে সর্ব্বদাই মন্ত্রী ও যন্ত্রীবর্গের সমাগম চল্‌চে।

অমিয় এবং অমিয়া ব্রিটিশখাড়ির ওপারে। মনের সুখে আছে। আদর অভ্যর্থনার মধুর উত্তাপে দক্ষিণ সমীরণের অভাব গণ্য করচেনা। আমার বক্তৃতার পালা মে মাসের ১৯শে তারিখ থেকে। জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মেয়াদ। তার পরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের গোচরবর্ত্তী নয়— কিন্তু তার শেষ সীমায় যেন আটলান্টিকের পশ্চিমপ্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্চে। ভারত সাগরকূলের ছবি চোখে পড়বেনা। পশ্চিমাচল পূর্ব্বাচলকে চাপা দিয়েচে। পাত্র ভরল— নামটা লিখলেই বাস্। ইতি ২৬ এপ্রিল ১৯৩০

রবিকাকা

[৩৩] ওঁ * 15 Rawlinson Road
Oxford

May 27, 1930

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমার কীর্ত্তি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। কেন না বিশ্বাস করবি নে। ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে— কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সে কথা বিস্তারিত করে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি।

অক্সফোর্ডের বক্তৃতা কাল শেষ হয়ে গেল। সে সম্বন্ধেও নিজমুখে কিছু বলা শাস্ত্রবিহিত হবে না। তবে কেন যে লিখচি চিঠি, সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিস। মণ্টু তোকে আমার চিঠির তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েচে। ভালই করেছে। এইটুকু কেবল তোকে সাবধান করতে চাই ওতে এমন কিছু থাকতে পারে যা মফস্বলে চলে, সদরে নয়। জন সমাজে আমার দায়িত্ব আজকাল ব্যাপক হয়ে পড়েচে। সেই বিচার করে চিঠি সম্বন্ধে স্থানে স্থানে হয় তো বর্জ্জন নীতির দরকার হতে পারে— ঠিক মনে পড়চে না। বর্ত্তমানে জগতে অনেক সমস্যা নিরবগুণ্ঠিত হয়েচে একদা যা অন্দর মহলে অসূর্য্যম্পশ্য ছিল— তাদের সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া হলে চল্‌বে না।

রথীরা ভালোই আছে। সুহৃদ শুনচি শীঘ্র দেশমুখো হবে। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি

রবিকাকা

কল্যাণীয়াসু

পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক দুর্ভাগা আছে যাদের গতিবিধি খবরের কাগজে (কালির ?) কালীর ছাপ দিতে দিতে চলে তাদের নিরালায় অসুস্থ হবারও জো নেই। অতএব তোদের কাছে ছাপা নেই যে আমার শরীর খারাপ। কাছে থাক্‌লে বুঝতে পারতিস্ খারাপ হলেও এমনীই কি খারাপ। অর্থাৎ কিছুদিনের মতো চুপচাপ করে পড়ে থাকবার মতো খারাপ তার বেশি নয়। ধরে নেওয়া যাক্ সপ্তমী তিথির পরিমাণে খারাপ, অমাবস্যা পরিমাণে নৈব নৈবচ, এমন কি একাদশীর কাছ দিয়েও যায় না। অতএব নিঃসংশয়ে জানিস্ হাওড়া ব্রিজ আরো একবার আমাকে পার হতে হবে। হিসাব করে যদি দেখিস্ তো দেখতে পাবি বয়স হোলো প্রায় সত্তর, অর্থাৎ বৈতরণীর ধার ঘেঁষে চলেচি। কিন্তু বোধ হচ্চে ভোগ যেন কিছু বাকি আছে, তাই যদিচ ঘাটে আসন পেতেছি তবু খেয়ায় এখনো জায়গা হোলো না। একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে যেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবারমাত্র প্রমাণ করতে পারে— সে হচ্চে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাই বা হোলো— কিছুদিন বেঁচেছি, অত্যন্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি— অন্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি— অসীম জগতে এই পরমাশ্চর্য্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্রমাত্রায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে

আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড়ো যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেচেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমূলে উপড়ে ফেল্‌তে হবে— কিন্তু আমি বলি হওয়াটাই যদি মিট্‌ল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়। রুগী বল্‌চে, কব্‌রেজমশায়, জ্বর ছাড়াও— কবিরাজ নস্য নিয়ে বল্‌লেন দেহ ত্যাগ করলে জ্বরের উৎপাত একেবারে ঘুচবে। রুগীর বক্তব্য এই যে দেহটার জন্যেই জ্বরের অবসান কামনা করা, দেহটারই অবসান যদি একমাত্র উপায় হয় তাহলে জ্বরটা না হয় রইল। আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি? মৃত্যুতে ওটা শেষ হয় কি না হয় জানিনে, কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতেই যে সব সন্ন্যাসী ওটাকে কেবলি রগ্‌ড়ে মুছে ফেলবার চেষ্টায় লেগে থাকে তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার বনিবনাও হোলো না। জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেচে, অতএব তাকে নিন্দে করব না। বিছানায় পড়ে পড়ে এই সব কথা ভেবেচি।

আরো একটা কথা ভেবেচি। দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে লেগেছিলেম। দেহের দিকে তাকাইনি, তহবিলের দিকে তাকাইনি, আরামের দিকে না, অবকাশের দিকে না— নিজের ঘরকন্নাকে একরকম ছন্ন ছন্ন করেছি সে তোরা জানিস্। যাকে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। স্বদেশে অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেচি

মাথা হেঁট করে। যদি কিছু পেয়ে থাকি তাতে জাত গিয়েছে পেট ভরেনি। বিধাতার কৃপায় খুব মজবুৎ শরীর নিয়েই জন্মেছিলেম, তাই "আমার জন্মভূমি" আমাকে যত মার মেরেছে তাতেও টিঁকে আছি। বিশেষত বন্ধুদের হাতের গোপন ও প্রকাশ্য মার। এমন বন্ধুও বাকি আছে যারা মারেও না কিছু করেও না, শুধু কথা কয়; যারা সহায়তাচ্ছলে আমার কাজে হাত দেয় কিন্তু সে হাত শূন্য। এও যাক্, একটা দুঃখ মলেও ঘুচবে না, সে হচ্চে এই, বাংলাদেশে আমাকে অপমানিত করা যত নিরাপদ এমন আর কাউকেই না— মহাত্মাজি চিত্তরঞ্জনকে ছেড়েই দেওয়া যাক্— বঙ্কিম, শরৎ, হেম বাঁড়ুয্যে নবীন সেন কাউকে আমার মত গাল দিতে কেউ সাহসই করে না। যাদের ব্যবসা গাল দেওয়া তারা জানে আমাকে গাল দিলে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয় না বরঞ্চ তাতে লাভ আছে। অথচ বিদেশে এসে যখন সম্মান পাই তখন ওরা বল্‌তে ছাড়ে না যে, উনি কেবল বিদেশের লোকের কাছেই সম্মান কুড়োতে যান। কুড়োতে হয় না, অজস্র বর্ষণ হতে থাকে। তার প্রধান কারণ, দেশের লোকের মতো এরা আমাকে এত অত্যন্ত বেশি জানে না। তাই হোক্, যথালাভ। একথা সত্য সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘুরতে ঘুরতে আমার দেহগ্রন্থি শিথিল হয়ে এল— এখানকার সব ডাক্তারই বলে বাতির দুই প্রান্তে আলো জ্বালিয়ে আমি হূহু করে আয়ুক্ষয় করচি— উপায় নেই। ঘরের অন্ন থেকে যদি বঞ্চিত হতেই হয় তবে বনের ফল খুঁজে বেড়াতে হবে— সেটা আরামের নয়

বটে কিন্তু ফল দুর্লভ নয়। অবশেষে আমার শেষ বক্তব্য এই যে আমার মৃত্যুর পরে দেশের লোক আমার স্মৃতি নিয়ে যেন শোকসভাসৃষ্টির বিড়ম্বনা না করে। বেঁচে থাকতে থাকতে আমি যার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েচি তার জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ। একেবারে কিছু পাইনি একথা বলা অন্যায়। কিন্তু যারা দেবার মতো জিনিষ দিয়েচে তারা লোক ডেকে শোকসভা করবে না— যারা কিছুই করেনি, তারা সভা করবে, যারা গাল দিয়েচে তারা হাততালি দেবে— এটা কোনোমতে যাতে না হয় এই আমার একান্ত কামনা। আমার শ্রাদ্ধ যেন ছাতিমগাছের তলায় বিনা আড়ম্বরে বিনা জনতায় হয়— শান্তিনিকেতনের শালবনের মধ্যে আমার স্মরণের সভা মর্ম্মরিত হবে মঞ্জরিত হবে, যেখানে যেখানে আমার ভালোবাসা আছে সেইসেইখানেই আমার নাম থাকবে। ইতি
২৫ অক্টোবর ১৯৩০

রবিকাকা

[৩৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আজ প্রথম অবগত হলুম যে প্রমথর গ্রন্থাবলী পেয়ে আমি তার প্রাপ্তিস্বীকার করিনি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে মর্ত্যলোকের সীমানায় এসে পৌচেছি। অর্থাৎ এখন মনে মনে কাজ করি সেটা যেন বিষয়ীকৃত হয়েচে বলেই ধারণা

হয়। তার মানে বিষয়জগৎ থেকে চিত্ত শিথিল হয়ে এসেচে। তাই বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ঘটে— এমন কি আমার চিরাভ্যস্ত লেখাতে কেবলি স্খলন হতে থাকে। তাছাড়া খুবই সহজ এবং সাধারণ কাজেও ভারি একটা অনবধানতা এসেচে। তার মানে যেখানে আছি সেখানে নেই বল্লেই হয়। যদিও প্রমথর এই লেখাগুলি প্রায় সবই পূর্ব্বপঠিত তবু অনেকটা পড়েচি এবং মনে মনে তারিফ করেছি। লিখব বলে এতই নিশ্চয় স্থির ছিল যে লেখা হয়নি এ খেয়ালই ছিল না।

মেজবোঠান আজ এসে পৌঁছেচেন তাঁর ভালই লাগচে। বোধ হয় কিছুদিন এখানে থাকলে তাঁর শরীর ভালো হতে পারে। ইতিপূর্ব্বে খুব একটানা বাদলা চলেছিল— কাল মাথার খুলি ফাটাবার উপযুক্ত শিল পড়েচে। তাছাড়া বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসে উদ্দাম তাণ্ডব হয়ে গেল। মেজো-বোঠানের সেই সময়ে আসবার কথা ছিল— এলে অস্থির হয়ে পড়তেন।

আমি এখন আছি গান নিয়ে— কতকটা ক্ষ্যাপার মতো ভাব। আপাতত ছবির নেশাটাকে ঠেকিয়ে রেখেচি— কবিতার তো কথাই নেই। আমার যেন বধূবাহুল্য ঘটেচে— সব কটিকে একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব।

চিঠির তর্জ্জমাগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। আমাকে হয় ত কলকাতায় কিছুদিনের মধ্যে যেতে হবে। ইতি
৭ মার্চ্চ ১৯৩১

রবিকাকা

[৩৬] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। সকালে মন্দিরের কাজ সেরে এসে লিখ্‌তে বসেছি। কলকাতা থেকে নববর্ষ বিদায় নিয়েছে। সেটা তেমন বেশি শোচনীয় নয় যেমন শোচনীয় মৃত পদার্থকে আঁকড়িয়ে পড়ে থাকা। শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। এ কথাটা অর্ঘ্য দেওয়া সম্বন্ধেও খাটে। অশ্রদ্ধার দানে অশ্রদ্ধাকেই মূল্য দেওয়া হয়। আজ যদি আশ্রমে থাকতিস তাহলে দেখতে পেতিস এখানে এটা বেঁচে আছে। তার মানে এই নববর্ষের দিনের সঙ্গে বাকি ৩৬৪টা দিনের নাড়ীর যোগ আছে। কলকাতার পাঁজিতে সে বৎসরটাই নেই যে-বৎসরের প্রথম দিনকে বিশেষ ভাবে গণ্য করা চলে। আসল কথা, একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্ম সমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। আর কিছুকাল পরে স্বয়ং কটিটাই অন্তর্ধান করবে, আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা ঝম্‌ঝম্ কর্‌বে। প্রথা জিনিষটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সঙ্কোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।

বৈশাখের প্রবাসীতে মন্দ্রচিত যে সোভিয়েট-নীতি বেরিয়েচে সেটা তোকে তর্জ্জমা করতে বল্‌তে অত্যন্ত করুণা এবং কুণ্ঠা বোধ করছি। যারা তোকে ভালোমানুষ পেয়ে উপদ্রব করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করে না। আমি রাগ করি অন্যদের বেলায়— নিজেকে এক্সেপ্‌শন বলে চালিয়ে দিতে তেমন বেশি বাধে না। একেই বলে অহমিকা, এটা ত্যাগ করব বলে পণ করেছি কিন্তু তার আগে নিজের কাজ যতটা পারি গুছিয়ে নিতে চাই। ১ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

প্রবাসীতে যে চিঠিটা বেরিয়েচে বিশেষ কারণে তার জরুরিত্ব আছে। আমার আমেরিকান ও জর্ম্মান বন্ধুরা আমার বলশেভিক-পক্ষপাত নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেচে। আমার ঠিক মনের ভাবটিকে তাদের অবিলম্বে বোঝানো দরকার। এই চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লিখিত। একবার ভেবেছিলুম ইংরেজিতেই লিখব। কিন্তু অত্যন্ত দায়ে না পড়লে ঐ ভাষায় লিখ্‌তে আমার মন সায় দেয় না।

ঐ ভাষাটা আমার পক্ষে দুর্গম দুঃসাধ্য এই সংস্কার বহু-দীর্ঘকাল মনের মধ্যে বহন করে এসেছি। কোনো বিরুদ্ধ

প্রমাণেও সেই সংস্কার তাড়াতে পারিনে— সেইজন্যে শ্বেত-ভুজার বিলিতী কুঠরিতে ঢোকবার বেলা দরজা ভ্যাজানো দেখলেই মনে করি ওটা কুলুপ বন্ধ। ঠ্যালা মারলে খুলে যায় তাও জানা আছে কিন্তু এই জানাটা আজো মনের মধ্যে পাকা হয়নি। সেইজন্যে তোদের উপর ভর করতে পারলে আরাম পাই। কিন্তু এত লোক ওর উপর ভর দিয়েচে যে আর চাপ বাড়াতে ইচ্ছে হয় না অথচ সুযোগ পেলেও ছাড়িনে। এই আমার অবস্থা। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্রপরিচয় পদার্থটি কি এবং কোথা থেকে তার উদ্ভব সে রহস্য আমার অগোচর। আন্দাজ করচি আমি উনসত্তর বছর বয়স পার হয়ে যে এক অভাবনীয় জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছি তাকেই বাহবা দেবার জন্যে নানা দিগ্দেশ থেকে এঁরা নানা আকারে জয়ধ্বনি সংগ্রহ করচেন। তোর এই লেখাটাও তারি অন্যতম। কোথায় এর গতি হবে এবং স্থিতি হবেই বা কি আকারে সে কথা জানিনে— নিরন্তর সঙ্কুচিত হয়ে আছি। মধুর সম্ভাষণের শরশয্যায় শয়ান আছি বললেই হয়। সেজন্যে সলজ্জে লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে,

দোহাই তোমাদের, আমি এর জন্মে দায়িক নই তবুও আমি মাপ চাই— ভবিষ্যতে আর কখনো সত্তর বছরে পড়বার দুর্গতি ঘটাব না। তোর লেখাটি অমিয়র হাতে সমর্পণ করলুম— তিনি নিশ্চয়ই এই চক্রান্তের একজন প্রধান ব্যক্তি। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

৯ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তুই আমার গান সম্বন্ধে লিখেছিস এতে আমার বলবার কথা কিছু কি থাকতে পারে? ছোট্ট একটি কথা বলা চলে— যে যে তালে আমি গান রচনা করেচি তার তালিকা দেব সেটা চিন্তা করে দেখিস :—

রূপক, রূপকড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতালা, কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা, দুই একটা চৌতাল— দাদরা, যৎ, কাশ্মীরি খেমটা, একাদশী, নবমী।

এখানকার অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছিল। লোকের ভিড় নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ছিল। অনেক কষ্টে কোনোমতে চলনসই ব্যবস্থা করা গেছে। বড় শ্রান্ত করেচে।

রবিকাকা

[৪০] ওঁ পোস্টমার্ক
কলকাতা
৮ মে, ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

পারস্যে যাচ্ছি। পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বম্বাইমুখে যাব তার পরে বোম্বাই থেকে বস্‌রা, বসরা থেকে টেহেরান।

তোরা হয় তো উদ্বিগ্ন হবি। এই সঙ্কটসঙ্কুল সংসারে একজায়গায় চুপ করে বসে থাকলেও উদ্বেগের চরম কারণ ঘটা অসম্ভব নয়। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্যের ডাক এলে ভয়ে পিছিয়ে থাকা কিছু নয়।

তর্জ্জমাটা বোধ হচ্চে হয়নি। যখন ফিরব তখন খোঁজ করব। কবে ফিরবো তা জানিনে।

বৃষ্টিবাদল প্রায় চল্‌চে। বাতাসটা জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নয়। আজ বড়ো শ্রান্ত এবং ব্যস্ত। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪১] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষ ও জন্মদিন মিলিয়ে ফ্রেন মিনিস্টারের জিম্মে করে যে প্রণাম পাঠিয়েছিলি সেটা আজ পাওয়া গেল। বিশ্বকবি আপাতত ভূলোকেই স্থির হয়ে বসল, নিজের নাম সার্থক

করবার জন্যে দ্যুলোকে উধাও হবার সঙ্কল্প তার নেই। তাড়াহুড়ো গোলমালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে তোকে দেখ্‌লুম— আসর জমিয়ে বসে গল্প করার সুযোগ হোলো না। এখানে যদি আসিস তাহলে রয়ে বসে বাক্যালাপের চেষ্টা করতে পারি। হয় সঙ্গহীনতা নয় সঙ্গাতিশয্য এই দুইয়ের সীমান্তদেশে আমার গতিবিধি। দাদা যাকে বলতেন মিড্‌লকোর্স্‌ সেটা আমার দুরধিগম্য। ইতি ১লা আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪২] ওঁ পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলকাতায় পৌঁছব— শুক্রবার ভূপালে যাত্রা করব। যদি বৃহস্পতির বারবেলায় জোড়াসাঁকোয় দেখা করিস সকল কথার আলোচনা হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক
৭ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোর এই নাটকটি রঙ্গমঞ্চ অধিকার করবার স্বত্বলাভ করেচে। কেবল প্রথম দুইটি দৃশ্যকে দৃষ্টিগোচর না করে

আভাসে রেখে দিলেই ভালো হয়। তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে সব কথাই রয়েচে। হাল আমলের গানগুলি মানাচ্ছে না। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী গান দিলে আপত্তির কারণ থাকে না। আমাদের গানগুলো বাদশাহী আমলের সঙ্গে কিছুতেই মিশ খায় না।

আশ্বিন সন্ধ্যাদীপের চারদিকে বিবিধ জাতীয় পতঙ্গের মতো আমার উপর খুচরো কাজের বর্ষণ হচ্ছে। সামনের দিক থেকে যদিবা তাড়াই জামার পিঠের মধ্যে গিয়ে ঢোকে ঝাড়া দিলেও বেরয় না। প্রার্থনা করচি ক্ষুদে কর্ত্তব্যের হাত থেকে ত্রাহি মাং নিত্যং।

রবিকাকা

[৪৪] ওঁ পোস্টমার্ক

দার্জিলিং

২৩ অক্টোবর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। এবার দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত আমাকে ঠেলে তুলেচে। সাধারণত আমার এরকম উন্মার্গগামী স্বভাব নয়— সমতটের মানুষ, গিরিরাজের উত্তুঙ্গ দরবারে মন পালাই পালাই করে। শান্তিনিকেতনে মাঠের ধারে আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকব বলেই পণ করেছিলুম কিন্তু দেখলুম দেহটাকে একবার কোথাও পাল্‌টিয়ে না আনলে দিন মুহূর্ত্তগুলোর বোঝা তার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠচে। তুই তো জানিস শরীরের নালিশ বেওজরে ডিস্‌মিস্ করে দেওয়াই

আমার অভ্যেস। এবারে সে রকম সরাসরি অবিচার আর চল্‌ল না। তাই রথী যখন পাহাড়ে ওঠার প্রস্তাব তুল্‌লে তখন সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারলুম না। এখানে সময়টা ভালো। মাঝে মাঝে মেঘগুলো এসে শিখরে শিখরে আড্ডা জমায় কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিকশুভ্রভাবে— শাদা জটাধারী পথিক সন্ন্যাসীর মতো।

অমল এখানে আছে, তোর কর্ম্মকুশলতার উপরে তার অসামান্য ভক্তি। অর্থাৎ সে আবিষ্কার করেচে যে, যে খুসি তোকে খাটাতে পারে যা তা নিয়ে, এবং সে খাটুনিতে কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটবে না। এ রকম শক্তি থাকাটা দৈবের অনুগ্রহ বলে গণ্য করা চলে না। কুঁড়েমির খ্যাতি আত্মরক্ষার প্রধান সহায়। ইতি বিজয়া দ্বাদশী ১৩৩৮

রবিকাকা

[৪৫] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। দিনগুলি ম্লানভাবে চলচে, মন্দগমনে। জীবনের আকাশে আলোটা কমে আস্‌চে, তার কারণ দিন অবসান হয়ে এলো। ছুটির জন্যে মনটা কেবলি উৎসুক হয়, কর্ম্মের জাল কোথাও ফাঁক দিতে চায় না। সত্তর পেরিয়ে গেছে এই সহজ কথাটা

আমার অদৃষ্ট অস্বীকার করে— কেবলি কাজের দায় চাপায়, জীর্ণ কাঁধটাকে দয়া করে না। দেহ মনে উদ্যম গেছে কমে, অথচ বাইরে উদ্যোগ আছে ব্যাপক ভাবে। শক্তির সঙ্গে কর্ম্মের এই বিরুদ্ধতায় আছি পীড়িত। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৯

রবিকাকা

[৪৬] ওঁ * Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে ডিসেম্বর মাসে। ২২ ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষের পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরতে হবে। তার পরে পুনর্ব্বার কলকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হবে। যদি কোনো দুর্যোগে কলকাতায় আমাকে টেনে নিয়ে যায় তবে তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকব নতুবা নয়।

'বাণীনন্দিনী' ও 'বীণাবাদিনী' উপাধি দুটি সঙ্গত হবে না। বাণী শব্দে গান বোঝায় না। সরস্বতী যে নামে বাণী সেখানে তিনি বাগ্‌বাদিনী। 'গীতকলিতা' উপাধি চলতে পারে। অর্থাৎ গীতকলাবিশিষ্টা। ওতে দাম্ভিকতাও প্রকাশ হবে না। মেয়েটি যদি বীণা না বাজিয়ে সেতার বা এসরাজ বাজায়, তাহলে তাকে বীণাবাদিনী বললে বেশি গৌরব দেওয়া হয়। বরঞ্চ তন্ত্রীবাদিনী বা তন্ত্রীকুশলা বলা যেতে পারে। তন্ত্রী

বীণার প্রতিশব্দ, কিন্তু যে কোনো তারের বাজনাকে তন্ত্রী বলা চলে। মেয়েটি যদি বাঁশি বাজায় তাহলে বেণুবাদিনী শোনায় ভালো। 'নিক্কণিকা' যদি পছন্দ হয় তো চলতে পারে। ইতি ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৭] ওঁ

*Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়াসু বিবি,

তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। পৃথিবীটা এখন বাসযোগ্য নয়, অন্য কোনোখানেও বাসার সন্ধান মিলবে না। বেঁধে মার খেতে হবে। এর মধ্যে একটা সান্ত্বনা এই যে বেঁধে মার খানেওয়ালার সংখ্যার অন্ত নেই। দুর্ভাগ্যের উপর দুশ্চিন্তা যোগ করে ফল কি, তাই ভুলে থাকবার চেষ্টা করি— ভাবনা চিন্তার ভিড়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে কলম চালাই— বোঝা সম্পূর্ণ হালকা করতে পারিনে বলে কলম চলে খিকিয়ে খিকিয়ে। এর উপর আছে বিশ্বভারতীর দায়। এই আমার অবস্থা। নূতন বৎসরের জীবনযাত্রার পথ কোনো নতুন বাঁক নেবে কিনা জানিনে— না যদি নেয় তো মরার বাড়া গাল নেই। সঙ্গীত সম্মিলনী ইত্যাদি কম্পানিকে দূর থেকে নমস্কার। যে ভিক্ষের ঝুলি নিজের জন্যে বানিয়েছিলুম সেটা সুদ্ধ এরা কেড়ে নিতে

চায়— সেটাকে বারবার ব্যবহার করে ফুটো করে দিলে— শেষকালে হাঁড়িও চড়বে না ঝুলিও চলবে না, দশা হবে কি? এরিয়মের গায়ে হলুদের বাঁশি বাজচে, এই যদি মিলনের ভূমিকার ম্যুজিক হয়, তাহলে এর পরে বাঁশী আমদানি করতে হবে মধ্য আফ্রিকা থেকে। বিয়ে করবে অপরে, আমরা কোনো দোষ করিনি, কিন্তু কান ঝালাফালা হোলো যে। যে দেশের দেবতার কানের কাছে কাঁসর বাজানো হয় সেই দেশেই এমনতর দুঃসহ বর্ব্বরতা সম্ভব। এখানকার কালা দেবতার কাছে আপিল করে ফল পাব না। ইতি বৈশাখ ১৩৪০

রবিকাকা

[৪৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

বিবি, ছুটির অবকাশে অতিথি অভ্যাগতে আশ্রম পরিপূর্ণ। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বাক্যালাপ চলচেই। ফাঁকে ফাঁকে জরুরি কাজও চালাতে হচ্চে। অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে ডিসেম্বরের গোড়াতেই, এই গোলমাল ও অনবকাশের মধ্যে সেটাকে খাড়া করতে হবে। এই কাজটার বোঝা অত্যন্ত ভারি। কেননা আমি যে ইংরেজি জানি এ বিশ্বাস আজও আমার মনে পাকা হতে পারেনি। এই সম্বন্ধে আত্মঅবিশ্বাসের একটা গাঁঠ শক্ত হয়ে আছে আমার মনে, ছাড়াতে পারিনে। লেখা আরম্ভের গোড়াতে তার

পীড়নটা প্রবল হয়ে ওঠে, লিখতে লিখতে ভুলে যাই। এ ছাড়া আরো বিস্তর দুশ্চিন্তা ও কাজ জমে আছে।

সুবীরের খবর এদিক ওদিক থেকে পাচ্ছি— মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে— এক এক সময়ে দৈবদুর্য্যোগকে মানবার দিকে ঝোঁক যায়। হঠাৎ কেন দুঃখ দুর্বিপাক আসে ঝাঁক বেঁধে?

আমার আশীর্ব্বাদ নিস। ১৩ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

[৪৯] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছি কি না মনেও নেই। কিছুকাল থেকে এত বেশি লোকের ভিড় কাজের ভিড় যে মাথার ঠিক থাকে না— তার উপরে, বাহাত্তর বছর বয়সের মাথাটাও নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— ভুল হয় বিস্তর— কিন্তু লোকে বিচার করে সাবেক কালের আদর্শে।

সুবীরের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে— আশা করচি আরোগ্যের দিকে এগোচ্চে। তোরা সংসারের দুঃখজালে কী রকম জড়িয়ে পড়েছিস তা বেশ বুঝতে পারি— তাতে মনে কেবল দুঃখই পাওয়া যায়, প্রতিকার করবার শক্তি নেই কারো। এতকাল জীবনের দিনগুলো সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে নানা আঘাত পেয়ে চলেছিল, কিন্তু তবু আলো ছিল— এখন

ছায়া নেমেছে। তাই ছুটির জন্যে মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়।

এণ্ড্রুজ এসেচে। কয়েকদিন থাকবে।

কাল পর্য্যন্ত বৃষ্টিবাদল চলেছিল, আজ মনে হচ্চে প্রসন্ন হয়েছে শরতের মুখশ্রী। ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

রবিকাকা

[৫০] ওঁ পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

১৩ই জানুয়ারিতে এখানে এসে সাতদিন থাকবার সঙ্কল্প করেছিস্। সঙ্কল্প যার সাধু তার একমাত্র সহায় বৌমা এমন সংস্কার কী করে তোকে পেয়ে বসল বুঝতে পারিনে। বৌমা কিছুকাল থেকে সংসার ছেড়ে জগন্নাথধাম আশ্রয় করেছেন তবুও তো আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ চলচে। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে তোর মন থেকে পৌত্তলিকতা এখনো দূর হয়নি, লক্ষ্মীর অশরীরী আবির্ভাবের 'পরে এখনো তোদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। বৌমাকে এমন স্থূলভাবে দেখিস্‌নে— তাঁর সূক্ষ্ম সত্তা উত্তরায়ণের ভাঁড়ার ঘর থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে— তাঁর অভাব তোদের চোখে ঠেকবে কিন্তু অশনে আসনে আরামে বিরামে ঠেকবে না বলে বিশ্বাস করি নইলে তাঁর মাহাত্ম্য কিসের? নইলে এ কয়দিন আমাদেরও

তো ৺পুরীধামে জগন্নাথ দেবের শরণ নিতে হোতো।...ইতি
৭ জানুয়ারি ১৯৩৪।

রবিকাকা

[৫১] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি এইমাত্র প্রমথর চিঠি আমাকে চেতিয়ে দিয়ে গেল যে আমার কাছে তোর একটা উত্তর পাওনা বাকি আছে। আর একটা প্রমাণ, আমার বয়স হয়েচে। আমার মনের প্রথম দেউড়িতে বসে বসে দাড়ি পাকায় প্রবীণ কুঁড়েমি। সেটা কোনোমতে পেরিয়ে গেলে দেখা যাবে থানা দিয়ে বসেছে বিস্মৃতি। চিঠি হাতে এলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ মন বলে উত্তর দেব, তার পরে বলি কাল দিলেই হবে, সেই কাল-পরম্পরা এগোতে থাকে, অবশেষে সেটা উল্টিয়ে পড়ে বিস্মৃতির অন্ধকূপে।

মিস আঢ্যকে গান শেখানো আমার কর্ম্ম নয়, প্রথম কারণ সময় নেই (সম্পূর্ণ সত্য নয়), দ্বিতীয় কারণ নিজের কোনো গানই আমার জানা নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে দিনুই অগতির গতি। দিনু এখন কলকাতায়।

তার পরে এখানকার ছাত্রীবিভাগের অধিনায়িকা। তুই যে আধা-ডাক্তারনীর কথা লিখেছিলি খাপ খাবে কিনা বুঝতে

পারা গেল না— জানা লোকের জানাশোনা মানুষ যদি হোতো বিচার করা যেত— তার পরে বেতনের সমস্যা। অন্নে পেট ভরবে কি না সন্দেহ করি। আপাতত স্থির করেছি, সুধা— প্রভাতকুমারের স্ত্রী— সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা— তাঁকেই ঐ পদে অধিষ্ঠিত করব— রাতের বেলায় মেয়েদের আগলাবার জন্যে কিঞ্চিৎ সস্তা দামে কোনো ভদ্র মেয়েকে সুধার সহকারিণীরূপে রাখব। এই শেষোক্ত মহিলাকে কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে সন্ধান করতে হবে— অর্থাৎ এমন কোনো বিধবা মানুষ, যিনি সংসারযাত্রা একদফা সেরে এসেছেন। ভদ্রঘরের মেয়ে দুঃখে পড়েচেন, লেখাপড়া জানেন, কাজেকর্ম্মে পটু এই দুর্দ্দিনে নিঃসন্দেহই এমন লোক অনেক আছেন।

কলকাতায় পৌঁছব বুধবারে, তার পরে মোকাবিলায় তোর সঙ্গে কাজের অকাজের সব কথা হবে। প্রমথকে বলিস আমার সেই চিঠি বিচিত্রাতে দিলে দোষ নেই— ওরা ভালোমানুষ লোক।

মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন অদূরবর্ত্তী ঘরে, তার গন্ধ আসচে— তার উপরে আমার নাৎনি এসেছেন তাগিদ করতে— অতএব অর্দ্ধ ভোজনের উপরে আরো কিছু এগিয়েচে— অতএব ইতি ১ এপ্রেল ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫২] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ। এদিক ওদিক থেকে বুবুর খবর পাচ্চি শুনচি এখন তার শরীর ভালোর দিকেই। কাল পুপু টেবিলে বসে খাচ্ছিল— হঠাৎ পাখাটা ঘুরতে ঘুরতে সেই টেবিলে পড়ে গেল, পুপু সময়মতো সরে যেতে পেরেছিল বলে বেঁচে গেছে। আমরা অসংখ্য প্রচ্ছন্ন অপঘাতের একচুল তফাৎ দিয়ে যাতায়াত করি— এক নিমেষের মধ্যেই হাঁ-এর ডাঙা থেকে না-এর গর্ত্তে পড়বার আশঙ্কা অহোরাত্রই আছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

রবিকাকা

[৫৩] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, বর্ষামঙ্গলে হুড়মুড় করে বৃহৎ একদল লোক এসে পড়চে, তার মধ্যে ঠেকাবার মতো মানুষ প্রায় কেউ নেই। তোরা এলে স্থানাভাবের সমস্যা প্রবল হবে, এবং তোরা কষ্ট পাবি। এমনিতেই যাঁরা আসচেন তাঁদের আরামের

ব্যবস্থা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাইরের লোককে রথীরা সহজে ঘরের মধ্যে ভিড় করতে দেয় না— কিন্তু সে নিয়ম অগত্যা ভাঙতে হয়েচে। কিন্তু তাই বলে এখানে তোদের আসাটা সম্পূর্ণ বাধা পাবে এ কথা মনে করতে একটুও ভালো লাগচে না। বারোই অগস্ট পর্য্যন্ত এখানে গোলমাল। তেরই থেকে শান্তিঃ শান্তিঃ। সেই শান্তিপর্ব্বে যদি আসতে পারিস তাহলে খুব খুসি হবো এবং দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তোদেরও ক্লিষ্ট হতে হবে না। সময়টা সুখসেব্য, এখানকার আকাশে প্রান্তরে বর্ষার পরিপূর্ণ সমারোহ— অথচ এ পর্য্যন্ত ধারাবর্ষণে অত্যাচার নেই, মিতাচারই দেখা যাচ্চে। ইতি ৭ অগস্ট ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫৪] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমার শরীর অসুস্থ। হাওয়া বদলের জন্যে পশু´ যাবেন ওয়াল্‌টেয়রে। গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ত্রুটি হবে। আমি যাত্রা করব ১৯শে তারিখে। ইতিমধ্যে রিহার্´সালের তাগিদ প্রবল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। ফিরে

আসি তার পরে দেখা দিস্। মন্দিরাকে জানি। কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। অল্প কয়দিনে সে শিখতে পারবে না। কাজ চালাবার মতো লোক এখান থেকেই সংগ্রহ হয়েচে। ইতি সোমবার

রবিকা

[৫৫] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মাদ্রাজ যাত্রার উপক্রমণিকা চল্‌চে। তার উপরে নানাবিধ খুচ্‌রো কাজ। চারিদিকেই ছুটি, কেবল পূজোর দালানের পথযাত্রী গলায় দড়িবাঁধা ছাগল এবং রবীন্দ্রনাথের ছুটি নেই। শরতের রৌদ্র দুচারদিনের জন্যে দেখা দিয়ে মন ভুলিয়ে মেঘের নেপথ্যে নিরুদ্দেশ হয়েচে। দুদিন উর্দ্ধশ্বাসে বৃষ্টি বাদল চলল, আজ তারি অবশেষরূপে অবসাদগ্রস্ত বর্ষণ-বিহীন মেঘের ছায়া।

আমি ১৯শে তারিখে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। বেলা আড়াইটায় পৌঁছব কলিকাতা মহানগরীতে। সেই দিনই গোধূলি লগ্নে যাত্রা করব দক্ষিণাপথে। তারপর অক্টোবর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এন্‌গেজমেন্টের আবর্ত্ত। আয়ুর কোঠায় সাতটা দশক পেরিয়েছি কর্ম্মস্থানে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে না— আমার জন্মের লগ্নাধিপতিকে কর্ম্মের লগ্নাধিপতি স্পর্দ্ধার সঙ্গে প্রতিবাদ করচে। বারবার

মনে মনে সংকল্প করি এইবারে হাতিয়ারগুলোকে বর্জ্জনাগারে তালা-বন্ধ করে হাতটাকে খোলসা করব। কিন্তু কৌতুকপ্রিয় ভাগ্যের ফরমাস আরো যেন বেড়ে ওঠে। হার মেনেছি।

বৌমা ওয়ালটেয়রে— ভালোই আছেন। মাদ্রাজের দলে যোগ দেবেন কিনা নিশ্চিত জানিনে। রথীই বলো বৌমাও বলো এঁরা জীবন্মুক্ত, ইচ্ছাধীন এঁদের কর্ম্ম— আমারই কেবল মুক্তি নেই, তাঁরা অনায়াসেই বল্‌তে পারেন, যাব না, করব না বা মাঝ আসরে উঠে পালাব— আমার তা বলবার জো নেই, আমি বদ্ধ জীব। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিস। ইতি ১৭ অক্টো ১৯৩৪

রবিকাকা

[৫৬] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

...গান দেখলুম। কিছু বল্‌তে ভরসা হয় না, পাছে আমার বাক্য ওর গানেরই মতো অশ্রাব্য হয়ে ওঠে। ফলের মধ্যে যে শাঁস অংশ থাকে তারই মোরব্বা চলে, আঁঠির মোরব্বা অচল। কঠোর তত্ত্বকথা সুরের রসে পাক করলেই যদি গান হোত তাহলে Kantকে Beethoven তাঁর সিম্ফনিতে গালিয়ে নিতে পারতেন। যাই হোক্ একটা কথা মনে রাখিস, "সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম" এ মত আদি বা সাধারণ বা কোনো ব্রাহ্ম-সমাজেরই নয়। এ যদি এগারই মাঘে চালাস্ তাহলে শ্যামা

মাকে ব্রহ্মময়ী সম্বোধন করে রামপ্রসাদের গানও চালাতে পারিস। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমার এ সমস্ত কিছুতেই আপত্তি নেই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বুকে বসে দাড়ি উৎপাটন অমার্জ্জনীয়। "সর্ব্ব জীবে আছ ব্রহ্ম" বল্লে দোষ খণ্ডন হয়— হয়তো "সর্ব্বগত ব্রহ্ম" ছন্দে মিলতে পারে— মিলুক বা না মিলুক্ সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম কোনোমতেই যেন ব্যবহার না করা হয়— মনে রাখিস্ বাবামশায় থাকলে তিনি কিছুতে এ সহ্য করতেন না।

"যদি প্রেম না দিলে প্রাণে" ছোটমেয়েকে দিয়ে গাওয়াতে দোষ নেই। কণ্ঠের যোগ্যতা ছাড়া আন্তরিক যোগ্যতা বিচার করে গান গাওয়াতে গেলে অধিকাংশ গানই অধিকাংশ লোককে দিয়ে গাওয়ানো চলে না।

গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দ্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্চে বলবার কোনো দরকার নেই, কী গাওয়া হচ্চে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম, নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলিযুগে শুনেছি নামেই মুক্তি, কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে। আর কিছু বক্তব্য নেই। ইতি ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৫

রবিকাকা

ওঁ

পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাদের এখানে একটি সঙ্গীত বিভাগ আছে, বলা-বাহুল্য সেটা নীরব নয়। ভালোই চলচে। সেখান থেকে আমার কাছে আবেদন এসেছে নিম্নলিখিত বইগুলির জন্যে—

স্বরলিপি গীতিমালা।

জ্যোতিদাদার সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের ৬৮ গানের স্বরলিপি।

আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।

শতগান।

কাঙালীচরণের ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরিলিপি।

পাই যদি তবে যথোচিত ব্যবহারে লাগবে। বইগুলি তোর অধিকারভুক্ত অথবা আয়ত্তগম্য কিনা জানিনে। পাই যদি খুসি হব, নইলে এ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করে জানাস।

মাঝে আমার গ্রহ আমাকে একবার ঘুরপাক খাইয়ে এনেছে। মাঝে মাঝে দুটো একটা শরীরযন্ত্র বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অপরাধ নেই। যদি তাদের জেদ শেষ পর্য্যন্ত বহাল থাকত তাহলে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ছুটি দাবী করতে পারতুম। ছুটির জন্যে মনটাও উৎসুক আছে। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমার শরীর যতই বিগড়ে যাক্ অনতিবিলম্বে সেরে উঠতেও ক্রুটি করে না। এতে করে অস্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি লোকের শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি সম্পূর্ণ হারিয়েছি। ইস্কুল-পালানে আমার ধাত,— ছেলে বেলায়

ক্লাস ফাঁকি দেবার চেষ্টায় শরীরকে যোগ দেবার জন্যে অনেক সাধনা করেছি, কিছুতে তাকে রাজি করতে পারিনি। এখন মাঝে মাঝে রোগের লক্ষণ দেখা দেয় কিন্তু আরোগ্যের শক্তির কাছে তারা টেঁকে না। অথচ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ উচ্চ শ্রেণীয় honest রকমের ব্যামো সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্চি। এর থেকে বেশ বুঝতে পারচি আমাকে খাটিয়ে মারবে শেষদিন পর্য্যন্ত, ব্যামোয় মারার চেয়ে সেটা কম কিসের?

তোদের অনেক দিন দেখিনি। দেখতে ইচ্ছে করে। তার কারণ, জীবন আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে— এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে— বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই— নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ— এই প্রান্তটি সঙ্কীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করচি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে— সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।

নব বর্ষ আসন্ন। রথী বৌমারা সমুদ্র পারে। একটি নাবালক অভিভাবক আমার আছে— পুপে। পশু মীরাও এসেচে।

খুব গরম পড়ে আসচে তাই তোদের আসতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করচি। আমি নিজে গরম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু নই। পঁচিশে বৈশাখের নিমন্ত্রণে এসেছি জগতে।

একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আছে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তার পরে শেষ পর্য্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়। ইতি ৭ এপ্রেল ১৯৩৫

রবিকাকা

[৫৮] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চি। তাই আর বেশি কিছু লিখব না— শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।

গানের বই ও পত্রিকাগুলি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি— কাজে লাগবে।

ধুমধাম হয়ে গেল এক চোট। জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার সখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে এই সখের জোগান দিয়েছি আমি— কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৪২

রবিকাকা

বিবি,

রাগিণী দেবীকে যদি সাহায্য করতে পারিস তো ভালো হয়। গোপীনাথের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তুই একজন

বাঙালী মেয়েকে যদি এঁদের কাছে তৈরি করতে দিস তাদের খুবই উপকার হবে। এঁরা তাদের দেশে বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন। এঁরা ভদ্র।

রবিকাকা

[৫৭] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
পোস্টমার্ক
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

পূজার ছুটিতে কোথাও নড়িনি যেহেতু নড়বার শক্তি অজস্র নয়। বাগানে বেড়াবার ইচ্ছে আছে কিন্তু কটিদেশ হয় বিমুখ। দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনীলিম রশ্মিপাত করে থাকি— কিছু ফল পেয়েছি। পত্রযোগে শরীর সম্বন্ধে আলোচনা করিনে বলে আক্ষেপ করেছিস। বুলেটিন বের করতুম, যদি তার দুঃখাণি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে হোত। ওর পতন চলেছে পরিণত বয়সের ঋজুরেখা ধরে, অত্যন্ত একঘেয়ে ভাবে। উদ্বেগের মধ্যেও উপাদেয়তা থাকে যদি সংবাদের মধ্যে উঁচুনিচুর বৈচিত্র্য মেলে। তোর পা-ফোলার খবর পেয়ে নিজের পায়ের কথা মনে পড়ে। প্রায়ই তো হোত— ওটা ছিল ক্লান্তির সহচর— রক্তপ্রবাহের ক্ষীণতায় ওর উদ্ভব। আজকাল প্রায়ই আরামকেদারায় উত্তানভাবে কাল কাটাই, পা দুখানার অধোগতি যথাসম্ভব বন্ধ আছে। সেটাতে কাজকর্ম্মেরও বহর কমে পায়েরও।

বৌমা চলে গেলে দিনগুলো শ্রীহীন হয়ে পড়ে, ভালো লাগেনা। তিনি থাকলেও দেখাশুনো বেশি হয় না, তবু তাঁর প্রভাবটা থাকে হাওয়ায়। স্টীমার যোগে গঙ্গা বেয়ে পশ্চিমে গেলে কেমন হয়? মনটা সেই পথে যাব যাব করছে— কিন্তু পথটা তো ধ্যানের পথ নয়— অতিক্রম করতে আয়োজন দরকার। অতএব—

শুক্ল দ্বাদশী আশ্বিন ১৩৪২

রবিকাকা

[৬০] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন
২ জুন ১৯৩৬

কল্যাণীয়াসু

দিনুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে গীতসূচি সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চেয়েছিস। অক্ষম আমি। বাছাই করা যাচাই করা কাজে আমার বুদ্ধি খোলে না। আজকাল সকল বিষয়েই বুদ্ধিটা চাপাই আছে। তুই যে সূচি বানিয়েছিস সেইটে সম্পূর্ণ সমর্থন করাই আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আরামের। খুকু আছে অনাদি আছে তাদের মন্ত্রণা আমার পরামর্শের চেয়ে অনেক বেশি কাজের হবে। নিজের গান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সব চেয়ে কম এ কথাটা জগদ্বিখ্যাত। এই নিয়ে আমার মুখের সামনেই সুকুমারমতি বালক বালিকারা হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। আমার গানের

প্রসঙ্গ উঠলে আমি সঙ্কুচিত হয়ে থাকি। তাই তোর চিঠি পড়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। দেখতে পাচ্চি আমার পরে এখনো তোর শ্রদ্ধা আছে— তার কারণ আমার উত্তরকাণ্ডে তোর পরিচয় অল্পই— তুই জানিস্‌নে আমার মাথা থেকে গীতরূপিণী সীতা গেছেন বনবাসে।— আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তাহলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জ্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস।

ঝড় বৃষ্টি চলচে। জ্যৈষ্ঠমাসটা ঠাণ্ডা মেজাজেই আছে— ভাগ্যে শিলঙে যাইনি— কথা উঠেছিল। ইতি বোধ হয় ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬১] ওঁ পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

গাইয়ে একজন না হলে লজ্জা রক্ষাও হয় না, কর্ত্তব্যপালনও বন্ধ। যখন বিপন্ন হয়ে তোর শরণাপন্ন হলুম তখন বড়ো আশা ছিল একটা কিনারা হবেই। কারণ দেখে আসচি যার যা কিছু প্রয়োজন তার উদ্ধার করবার ভার তোর উপরেই পড়ে, আর তুইও একটা গতি না করে ছাড়িস্‌নে। আমাদের

বেলাতেই তোর সঙ্কটতারিণী নামে যেন কলঙ্ক না পড়ে। একবার গোঁপেশ্বরকে নাড়া দিয়ে দেখলে কেমন হয়?

খুব উঁচুদরের লোক চাইনে। তারা হজমের যোগ্য নয়। সাধারণ জাতের মানুষ পেলেই আমাদের মতো অভাজনদের চলে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব নেই। মা এবং ধা-এর প্রভেদ ধরতে পারে, রামকেলীর সঙ্গে খাম্বাজের পার্থক্য কী বুঝতে কষ্ট হয় না। এবং কণ্ঠস্বরটা ফৌজদারী মামলার বিষয় হয়ে না ওঠে— তা ছাড়া সঙ্গীতের মধ্যেই যে স্বাভাবিক মদিরতা আছে তার বাইরে আর কোনো-রকম মাদকতার প্রয়োজন যার নেই। চলনসই লোক পেলেই আমরা খুসি হব। দোহাই তোর, একবার চারদিকে হাৎড়ে দেখিস্— দিন চলে যাচ্ছে বৃথা।

বর্ষামঙ্গলের আয়োজনে ব্যস্ত আছি। যথাসময়ে পরিচয় পাবি। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬২] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোর অন্তঃশীলার বিচার লেখাটি পড়ে খুব ভালো লাগল। ইংরেজি ভাষায় এই রকম লেখাকেই বলে সমুজ্জ্বল। এই

সংখ্যার চিত্রালিতেই কোনো তত্ত্বজ্ঞানী কোনো নভেলের যে সমালোচনা করেচেন, সেই লেখার আবিলতার সঙ্গে তোর রচনার দীপ্তির তুলনা করলে সেই পণ্ডিতের প্রতি কৃপা জেগে ওঠে মনে।

কল্যাণ এখানে এসেছিল। বৌমা ছিলেন না রথী ছিলেন না— আমি গৃহধর্ম্মপালনে অপটু, অন্যমনস্ক— ভাণ্ডার এবং পাকশালার রহস্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই— জানিনে তোর কাছে কিরকম রিপোর্ট গিয়েছে। যত্ন করিনি এমন অপবাদ দিতে পারবে না— কিন্তু যত্ন করা এক, আর পরিতৃপ্তি সাধনা করা আর— শেষোক্তটার জন্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন করে, আমার সেটাতে অভাব আছে, এজন্যে আমি ক্ষমার্হ। ইতি ৮ আশ্বিন ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬৩] ঔ

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। বৌমা পুরীতে, রথী কলকাতায় বোটে, আমি শান্তিনিকেতনে। ছাত্র ছাত্রীরা যে যার আপন আপন বাড়িতে। কেবল এখানকার গাছপালাগুলি ছুটি নিয়ে হাওয়া বদলাতে যায়নি— দীর্ঘকাল ধারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল,

এখন হেমন্তের সূর্য্যকিরণে রোদ পোহাচ্ছে। ওরা যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করেছে তার জন্যে অভিমত দাবী করে না— ওদের পত্রগুলি foreword লেখবার জন্যে অনুরোধ পাঠায় না, ওদের মর্ম্মরধ্বনির প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা নেই কোনোখানে। ওরা ছুটির আয়োজন চারদিকেই সাজিয়ে রেখেছে, কাজেই গাড়ি ভাড়া দিয়ে রাঁচিতে যাবার জরুর বোধ করচিনে। বিজয়া দশমী ১৩৪৩

রবিকাকা

[৬৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ভয় করিসনে। গোপাল মারা গেছে ১১ই মাঘ সহমরণে যায়নি। তোরা ওখানে সবাই মিলে গান ঠিক করে নিস্। ক্ষিতিবাবুকে পাঠিয়ে দেব বেদী অধিকার করবার জন্যে। নেপথ্য থেকে যা করবার রথী করবে। আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়। ইতি ৮।১।৩৭

রবিকা

[৬৫] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। কিছুদিন থেকে আমার শরীর ভালো ছিল না। কিন্তু সেটা ঘোষণা করবার মতো সংবাদ নয় বিশেষত বয়সটা যখন আশির দিকে ভাঁটিয়ে চলেছে। যে কথাটা জানাবার সে হচ্চে এই যে নববর্ষের দিন নানাদিক থেকে সুসম্পন্ন হয়েছে— ভাগ্যক্রমে অনুষ্ঠানের জন্যে শরীরে শক্তি ছিল। তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস, নলিনীকেও আশীর্ব্বাদ জানাস্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

[৬৬] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক আলমোরা

কল্যাণীয়াসু

দুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিরই অপব্যয় হয়েছিল। এখানে আসার পর ক্ষতিপূরণ হয়েও কিছু উদ্বৃত্ত জমা হয়েছে বলে বোধ হচ্চে। আমার সঙ্গে

ঋতুরঙ্গনাথের একটা যেন ঠাট্টার সম্পর্ক আছে। এখন শুকনোর সময়, তারই উপর বিশ্বাস রেখেছিলুম। শীতের সঙ্গে অল্প একটু গরম মিশোল থাকলে সেটা হয় আরামের— যেন উমার সঙ্গে মিলনে শিবের তপস্যার অবসান। আমি আসার পরেই বর্ষা নামলো অসময়ে— বর্ষামঙ্গলের উল্টো পালা গাইতে ইচ্ছে হচ্চে। আর যাই হোক সকলের শরীর আছে ভালো। বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জ্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই। জন্মদিনে রথীরা দিশি বিদেশী স্থানীয় লোকদের চা-পান সভায় মিষ্টান্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমার ইংরেজি কবিতা কিছু আবৃত্তি করতে হোলো। জন্মদিনের ফাঁড়া অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে। খবর বিশেষ কিছুই নেই সেইটেই ভালো খবর। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৪

রবিকাকা

[৬৭] ঔ "St. Marks"
Almora, U. P.

কল্যাণীয়াসু

এখানে আমি যে শুধু বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তুত বিশ্রামের অংশটাই সব চেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে যখন পাওয়া যায় অবসর, হাওয়া হাল্কা হলেই চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝড়। বিদেশী গল্পের ভূমিকায় গীতিনাট্য লিখব সে রকম তাগিদ নেই মনের মধ্যে। লেখবার ফরমাস

অনেকগুলো আছে। সবগুলিই রয়েছে শিকেয় তোলা। অথচ লেখা চলচে পুরো দমে। এই কর্ত্তিকাগুলো জমিয়ে কেবল তুই জমা করবার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিচ্চিস্— কাজে কি লাগবে। দিন চলচে ভালোই, মাঝে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টি, গেছে কেটে, আজ মুহূর্ত্তের জন্যে ভূমিকম্প অনুভব করেচি। ইতি
৩০ মে ১৯৩৭

রবিকাকা

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

স্বয়ং প্রোৎসাহক উৎসাহপ্রার্থী। গানগুলি সবই নতুন, এখানকার ছেলেরা মেয়েরা শিখেছে। ভাবনার কারণ হচ্চে এই যে, ছায়ার প্রেক্ষাশালা খুব বড়ো। পাছে যথেষ্ট বলবান কণ্ঠের অভাবে না জমে এই ভয় কেউ কেউ প্রকাশ করচেন— সেইজন্যে গলা খুঁজচি। শুধু গলা হলেই হবে না, শেখা চাই। নতুন গান খুব সহজ নয়— মেধা এবং অধ্যবসায়ের একত্র সম্মিলন হলে সবই সম্ভব। খুব বেশি লোক হলে শিখিয়ে তোলা শক্ত হবে। গানের হট্টগোল শ্রোতার কাছে সুখশ্রাব্য হবে না সে কথা বলা বাহুল্য। চার পাঁচটি বাছাবাছা গলা পেলেই সাম্প্রতিক অভাব মোচন হবে। বেবি একটি খুব সুকণ্ঠিনীর কথা বলেছে তাকে পাওয়া যাবে, তাকে দিয়ে একক গান চল্‌বে।

সেই শ্রেণীর আরো দুটি একটিকে পাওয়া যেতে পারে। আমি যাচ্চি পর্শু অর্থাৎ ২৬শে তারিখে প্রাতের গাড়িতে। পৌঁছব অপরাহ্ণে। সেইদিনই তোর সঙ্গে পরামর্শ করে দেশকালপাত্র পাকা করা যাবে। সময় এত অল্প যে হাৎড়ে বেড়াবার মতো মার্জ্জিন পাওয়া যাবে না। শেখবার স্থান জোড়াসাঁকো, সময় তোদের বিচার্য্য, পাত্র অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সময়েরও ব্যবস্থা হয়ত করতে হবে— বিশেষত একক-কণ্ঠীদের স্বতন্ত্র সময় দেওয়াই চাই। যানবাহনের জোগান দেব। উৎসবের দিন স্থির হয়েছে ৪ঠা এবং ৫ই। ছায়া প্রেক্ষাগৃহ তোর বোধ হয় জানা আছে, এবারে রবির সম্মিলনে সেটা হবে রবিচ্ছায়া। লোকের মুখে তোর সহায়তা কামনা করেছিলুম তার প্রধান কারণ বয়োধর্ম্মসুলভ জড়তা। দিনে দিনে সেটা সুগভীর হয়ে উঠেছে। এই চিঠি লিখ্‌তে বসার পূর্বে অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে পা দুলিয়েছি। ২৬ শে পৌঁছব কলকাতায়, দিনান্তে চলে যাব প্রশান্ত নিকেতনে, তৎপূর্বে তোর সঙ্গে মন্ত্রণা আবশ্যক, এবং তার পরদিন থেকেই কাজ। ইতি ২৪।৮।৩৭

রবিকাকা

২৭ শে যাওয়াই স্থির ২৬ শে নয়। ইতিমধ্যে তুই খোঁজখবর নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারিস।

[৬৯] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলে নিরাশ হবি না। ছায়ায় চণ্ডালিকা অভিনয়স্থলে আমি উপস্থিত থাকব না প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু সমস্ত কলকাতা তো ছায়ারঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত নয়। রবির উপর ছায়াপাতকে বলে সূর্যগ্রহণ— আমার এবারকার পঞ্জিকায় সে লগ্ন নেই। আমি অক্ষুণ্ণ আয়ু নিয়েই স্বক্ষেত্রে বিরাজ করতে পারব।— প্রমথর অভিভাষণ প'ড়ে দেখেছি— ভালোই লেগেছে— ওর দুর্বল কণ্ঠের বাহন ওর প্রবল লেখনী— তাই ধ্বনির অবস্থা যেমনি হোক্— ওর বাণীর দৌড়ে বেগ কম হয়নি। গেল ১১ই মাঘের জন্যে...দুটি গানের মধ্যে একটি প'ড়ে নীলরতন ডাক্তারকে খবর দেবার দশা হয়েছিল।

রবিকাকা

[৭০] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার কলকাতায় যাওয়ার বিরুদ্ধে তোদের আগ্রহ দেখে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। কিন্তু তার পরিবর্তে তোর কাছে আমার এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছি যে তোরা কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে যাবি। অনেকদিন তোদের কাছে পাইনি। এখানকার

হাওয়ার মেজাজ সম্প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল নয়। দোলের দিনে আমাদের বসন্ত উৎসব। ইতি

রবিকাকা

[৭১] ওঁ [শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কী হোলো বুঝতে পারা গেল না। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে গত কাল গেছে মঙ্গলবার। সকালে উঠে ভাবলুম প্রতিশ্রুত পত্র যখন আগমন সংবাদ আনল না তখন হয়তো টেলিগ্রাম আসতে পারে, বার্তাহীন নিঃশব্দতায় মঙ্গলবারের অবসান হোলো। যথানিয়মে আজ এল বুধবার— সকালে ডাক এল, অনাগমনের জন্যে কোনো কৈফিয়তী লিপি পাওয়া গেল না। আজ দোলপূর্ণিমা, ছাত্রছাত্রীরা পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে গেল। আজ শুক্ল সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসব হবে, তারি মন্ত্রণা এবং আয়োজন চলচে। আমাদের অভিনয়ের দল কাল চলে যাবে রঙ্গশালার অভিমুখে, আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আজগবি। অজ্ঞতার অন্ধকার গর্ভ থেকে কাল্পনিক আশঙ্কার জন্ম, পুরাযুগে এই জন্যেই ডাইনি অপবাদ দিয়ে মানুষ হত্যাকাণ্ড করত— সেটা ছিল তখনকার ডাক্তারির একটা প্রথা, আমার পক্ষে এখনকার ডাক্তারির ডাইনী হচ্চে ছায়া নাট্যশালা। আসল কথা তারা কিছুই জানে না কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ— চিকিৎসা বিদ্যার মানরক্ষার জন্যে যা তা

এমন একটা হেতু খাড়া করে দিলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই— একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম। পূর্বযুগে পীড়িতের দল ডাইনীর প্রভাব মেনে যেতে বাধ্য হয়েছিল— আমিও দশচক্রে মেনে গেছি, কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব না। যাব এখান থেকে স্বুরুলে, শ্রীনিকেতনের প্রাচীন দালান বাড়িতে। ইতিমধ্যে চিন্তা করচি তুই যে মঙ্গলবারের উল্লেখ করেছিস সেটা কি কোনো একটা আগামী সপ্তাহের অন্তর্গত? ইতি দোলপূর্ণিমা ১৩৪৪

রবিকাকা

[৭২] ঙ * Gouripur Lodge
Kalimpong
পোস্টমার্ক, কালিম্পং

কল্যাণীয়াসু

কাল আমার জন্মদিন ছিল সেটা দশে মিলে তারস্বরে আমাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। চারদিক থেকে স্তুতির স্বরবর্ষণ হয়েছিল— ভীষ্মের মতো মৃতকল্প হইনি কিন্তু লজ্জিত হয়েছিলুম। প্রশংসা বুক ফুলিয়ে নেবার মতো তাকদ্ আজো আমার হয়নি। নিজের গুণ সম্বন্ধে আমি যে একেবারে অচেতন এত বড়ো বোকা আমি নই, কিন্তু তার জয়পত্রকে চিবিয়ে জীর্ণ করার মতো পাকযন্ত্র আমার নেই। সেইজন্যে অভিনন্দনের ভিড়কে কোনোমতে পাশ কাটাতে পারলেই আমি বাঁচি—

কিন্তু খোঁড়ার পা খানায় পড়ে— ঐ ভিড় ঠেলেই চলতে হয়েছে সমুদ্রের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্যন্ত। যদিও এসে পড়লুম শেষ ঘাটে, তবু ঢাকীর দলের ঢাকপিটুনি আরো যেন মেতে উঠচে। তার আওয়াজটা অহঙ্কারের কোঠায় একেবারে পৌঁছয় না, তা বলতে পারি নে, কিন্তু কেমন যেন আরাম পাইনে, মনটা পালাই পালাই করে। ছেলেবেলায় নতুন বোঠান যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে তাঁর দেওরের অভিমান খর্ব করে এসেছেন, সেটা আমি স্বাস্থ্য বরাদ্দের মতোই মাথা পেতে নিতে অভ্যস্ত হয়েছিলুম, কখনো ভাবতে পারতুম না বিহারী চক্রবর্তীর গৌরবের সীমা আমি কোনো দিন পেরোতে পারব। তিনি তাঁকে নিজের হাতে পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন, আমি নিশ্চয় জানতুম আমার আসন মাটিতে— আদরের এই উপবাস এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ তার প্রাচুর্য আমার পাওনার বেশি মনে না করলেও তাতে অস্বস্তি বোধ করি। জন্মদিনের ডাকের চিঠিগুলো দেখলে বিষম কুণ্ঠা বোধ হয়, ভালো করে পড়িই নে— এই তো আমার অবস্থা, অথচ— যাক্‌গে।

প্রমথ আমার প্রস্তাবটা নিয়ে কোমর বেঁধে বসেছে শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি, সম্পূর্ণতার জন্যে পথ চেয়ে রইলুম। বিষয়কে সহজ করা, উপাদেয় করা অথচ পুষ্টিকর অংশে কৃপণতা না করা, এ প্রমথ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না।

তোর তর্জমাও আমাদের কাজে লাগবে। একটু সময়

দিস্ কর্তব্য-বিশেষের একাগ্রতায়। পাঁচভূতের টানাটানিতে সর্বদাই সময়টাকে পাঁচমেশোলী করিস্‌নে। সৌখীন কুঁড়ে মানুষ অবকাশের যে অপব্যয় করে, হয়তো তার মূল্য কিছু ফিরে পায়, কিন্তু তোর মত শ্রমশীলা যখন অপব্যয় করে তখন সেটা নিছক লোকসানে দাঁড়ায়। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

রবিকাকা

[৭৩] ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোর কবিতার যে পুনঃসংস্কার করেছিস সে ভালোই হয়েছে। কেবল cruel eyes-কে যেখানে brave হতে অনুরোধ করেছিস সেটা সংগত হয়নি— সুবিবেচক হওয়ার সঙ্গে সাহসিক হওয়ার যোগ নেই। করুণ হতে বল্‌লেই ভালো হয়। পূর্বে যেখানে কবিতাটি থেমেছিল তার পরে আর তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

রথী দুচারদিনের মধ্যে কলকাতা হয়ে কালিম্পং যাবে। আমি দৌড় দেব ছুটির পরে। তোদের লেখা শেষ হয়ে গেলে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব। পশু হবে বর্ষা মঙ্গল— সেজন্যে বর্ষা বিশেষ চিন্তিত নয়, বিনা কারণে যখন তখন বর্ষণ করচে। ইতি ১ অগস্ট ১৯৩৮

রবিকাকা

[৭৪] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোরা আসবি বৈ কি— যখন তোদের খুশি। বৌমা নেই তাতে ক্ষতি হবে না— গিন্নিপনার ভার পুপুর উপরে। যদি কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে নিজে পূরণ করে নিতে পারবি। জলে স্থলে আকাশে এবার শ্রাবণের দরবার খুব জমে উঠেছে। ইতি ৫।৮।৩৮

রবিকাকা

[৭৫] ওঁ "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, এখানে লোকজনের গতিবিধি লেগেই রয়েছে কেবল তোদেরই আসা হোলো না। ৩রা সেপ্টেম্বর নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে— ততদিনে তোরা আসতে পারবি আশা করচি। তার পরে আমি কালিম্পং চলে যাব স্থির হয়েছে। শরীরটা খুব ভালো চলচে বলতে পারচিনে— মাঝে কয়দিন জ্বর হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানা বই মৃদুমন্দগতিতে লিখে চলেছি— আগেকার মতো কলমের দ্রুত চাল আর নেই। তোদের দোঁহাকার দুই লেখার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি।— বর্ষণ চলচে— এবারকার ভাদ্রমাসের

মেজাজ অনেকটা ভদ্র। প্রায় হাওয়া দিচ্চে, গরমটা কালোচিত নয়।

আমাদের সাংসারিক অবস্থা জলমগ্ন, তহবিল ডুবচে নিঃস্বতার তলায়, উদ্ধার করবার জন্যে কোর্ট্ অফ্ ওয়ার্ডস্ নেই। ২৪-৮-৩৮

রবিকাকা

[৭৬] ঔ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২৯ অগস্ট, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

বিবি তোর ইংরেজি কবিতাটি ভালো লাগল। কেবল সন্দেহ হয় আধুনিক কালে ভিক্টোরীয় যুগের ভাষার রীতি তরুণদের পছন্দ হবে কিনা যেমন

"Of lissome limbs and faces *debonair*"

"Of beauty's gifts and love's lavish riches wealth" চলে কি?

"What hidden meaning" ইত্যাদি lineটা বাহুল্য আর alone with pain লাইনটা "its faltering" lineএর চেয়ে ভালো।

তোদের এখানে আসার সম্বন্ধে চিঠিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলুম কিন্তু ভেবে দেখলুম, হর্ণিয়া নিয়ে কলকাতার

বাইরে আসা নিরাপদ নয়। রথীও সেই আশঙ্কা প্রকাশ করলে। কিন্তু তোদের লেখা পাঠিয়ে দিস।

রবিকাকা

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিষম ব্যস্ত ছিলাম। ছুটি আরম্ভ হোলো। ভাব্‌চি এখন কোণে বসে ছবি আঁকায় মন দেব। কলম চালাতে ভালো লাগে না। কী যে ভালো লাগে বুঝতে পারিনে— কোনো দায়িত্বের ভার সহ্য হয় না। হিংসে হয় পাখীগুলোকে দেখে। বাড়ি এখন শূন্য— উদয়নবাসীরা সবাই এখন শৈল-বিহারে।— তোর সেই ফরাসী বইয়ের তর্জমার পাণ্ডুলিপি দেখে মাথা ঘুরে গিয়েছিল— খানিকটা কপি করিয়ে নিয়ে সেই কাটাকুটির জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা পাওয়া গেল। যেটুকু পড়লুম খুব ভালো লাগ্‌ল— বাকিটুকু কপি হয়ে গেলে সবটাকে নিয়ে পড়ব। মনে ভাবছি বৃহত্তর ভারতকেও ছাড়া কিছু নয়। জিনিষটা উপাদেয় হবে সন্দেহ নেই। ইতি ২৩।৯।৩৮

রবিকাকা

[৭৮] * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আশা করেছিলুম যেহেতু আশা দিয়েছিলি যে কাল তোরা আসবি কিন্তু এলিনে— আজ সকালেও অপেক্ষা করেছি— বোধ হয় [আসা] ঘটবে না— পর্শু চলে যাব— অতএব তোদের সঙ্গে কাজের কথা চুকিয়ে দিতে হলে ইতিমধ্যে দেখা হওয়া চাই। তোদের ওখানে টেলিফোন নেই— তাই ডাকঘরের শরণ নিতে হোলো। আধমরা হয়ে আছি— একটুও সময় পাইনি— ঠাসা ভিড়— দেহতরী ক্লান্তিতে বোঝাই করা। ইতি

রবিকাকা

[৭৯] ঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৪ অক্টোবর, ১৯৩৮

কল্যাণীয়াসু

যুগল করপুটে বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

তোর সেই তর্জমাটার নকল এখনো শেষ হয়নি। নকলকর্তা ছুটিতে বাড়ি গেছে। ফিরে এসে হাত দেবে। ভুল আছে যথেষ্ট— জিনিষটা বেচারীর বুদ্ধিবিদ্যার অনেকদূর তফাতে। এটাকে মেজে ঘষে তুলতে দেরি হবে। তারপরে

প্রতিশব্দের গ্রন্থিমোচন কাজটি সহজ হবে না। প্রমথর লেখাটি স্পষ্ট— কোনো কষ্ট দেবে না। ছাপাখানা বন্ধ, ছুটি অন্তে মুদ্রাযন্ত্রে চড়িয়ে দেব। নাম কি ভারতের ইতিহাস, না ভারতীয় সংস্কৃতি। ইতি বিজয়া দশমী

রবিকাকা

[৮০] ঔঁ মংপু

কল্যাণীয়াসু

তোদের বিজয়ার প্রণাম না পেলে মনে হয় পাঁজির ভুল হয়েছে, এবারে তাই সন্দেহ হচ্ছিল এমন সময়ে তিথির পরিচয় নিয়ে জিনিষটা পৌঁছল আমার হাতে।

পাহাড়ের শুশ্রূষায় ভালো থাকবারই কথা এবারে ছিলুম না। এখানকার জল হাওয়ায় উপদ্রব ঘটেছিল, যাকে বলে হিটলারের ছোঁয়াচ। সময় হোলো বিদায় নেবার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম। ৫ই নবেম্বরে অবতরণ করব নিম্নভূমিতে। দুচারদিন কলকাতায় যখন থাকব দেখা হবে। রথীর শরীর এখানে এসে ভালো হয়েছে। বৌমা পুপুসহ বোম্বাইয়ে। আশা করি যখন ফিরব তিনি আমার ভার গ্রহণ করতে আসবেন।

প্রমথর বই ছাপা চলচে। তোর লেখাটা পরিচয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে ছাপতে দেব।

জয়ার তিন সন্ততির নাম দিতে পারিস মঞ্জরী, গুঞ্জরী আর রঞ্জন।

আমার কোটরে ফিরে গিয়ে বেদগানে সুর দেবার চেষ্টা করব। ইতি ২৫।১০।৩৯

রবিকাকা

এ সংখ্যার অলকাটা ভালো লাগল।

[৮১] ওঁ পোস্টমার্ক

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বিবি, সুরেনের জন্যে মন যে কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে। রথীকে বলে রেখেছি তার খবর নিয়ে আমাকে জানাতে। আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই— প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠচে। আমার কাজের সঙ্গে এত লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারিনে।

কিন্তু আমারো তো যাবার সময় হয়ে এসেছে— কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার। ব্যক্তিগত জীবনের

সুখদুঃখ লাভ ক্ষতি ঘটতে ঘটতেই চলেছে বিলুপ্তির দিকে। তাকে উপেক্ষা করতে না পারলে সার্থকতার যে স্বল্পমাত্র অবকাশ আছে তাকে হারাতে হবে। এইজন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি। যারা প্রতিদিনের আগন্তুক, তাদের অভ্যর্থনায় শক্তির ব্যয় কম হয় না। সেই অপব্যয়ের পরিমাণ আমার বিরামের পক্ষে যতই বেশি হোক তাদের সন্তুষ্টির পক্ষে কিছুতেই যথেষ্ট হতে চায় না। কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ। এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে। ইতি বর্ষশেষ চৈত্র ১৩৪৬

রবিকাকা

[৮২] ঔঁ

Visva-Bharati
Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়াসু

বিবি, কাল সুরেনকে দেখে অবধি মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। কিছু করবার নেই— ভালই হোক মন্দই হোক প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে।

৫০০ টাকা পাঠাচ্ছি— সুরেনের বইয়ের আগাম প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করিস। আজ চল্লুম। আমার ঠিকানা—

Mungpoo Darjeeling
C/o. Dr. M. Sen

রবিকাকা

[৮৩]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মংপু

বিবি

তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে। ইতি ৬।৪।৪০

রবিকাকা

[৮৪]　　　　　　ঔ　　　　　　* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[১৩ মে, ১৯৪১]

বিবি আমার জন্মদিনে তুই যে মূর্তিটা পাঠিয়েছিস সে আমার খুব সান্ত্বনাজনক। শেষ দশায় অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারেননি আমার সেই অবস্থা। আমার চিরদিনের কলম আজ পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্চে কিন্তু বকলমে তোকে লিখতে ভাল লাগল না— খোঁড়া কলমকে চাবুক লাগিয়ে কোনো মতে ক লাইন লিখিয়েছি— এখন সে ফিরে চলল পিঁজরাপোলে। আশীর্বাদ

রবিকাকা

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

[১] ঔ শান্তিনিকেতন

বোলপুর।

২১ মে, ১৮৯০

প্রমথ

আমি কিছু দিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকাল বেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস্‌-পাইপ্‌ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয় কতকটা সেই রকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়, কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয় তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিষ। কেবল কথোপকথন নয়, খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এই রকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ ক'রে অল্পমূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে— এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে— কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায় কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করেনা। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার

কোন আবশ্যক ছিল না— কিন্তু উপমাটা নাকি এল সেইজন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল— অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও।"

তোমার সম্বন্ধে যা' বলবার অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরে না ;— সংক্ষেপে— তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম। তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকাবকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না, সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে ; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়— অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয় সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আস্‌তে পার তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘট্‌তে পারবে। এখানে বই বহুবিধ আছে ; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। এখেনে গদি দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বস্‌বার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোন-রকম ব্যাঘাত ঘট্‌বেনা। তুমি চুয়োডাঙ্গার যে রকম বর্ণনা

করেছ তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভূগোলে"র অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধূধূ করচে— মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন— মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে— মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘনবনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে একএকটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ— মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে কালো হয়ে কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বেরিয়ে রয়েছে। উত্তরদিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে— সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুক্‌রো ও কাঁকরে আবৃত— তাতে ছোট ছোট বুনো জাম; বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরলভাবে শোভা পাচ্চে— তারি মধ্যে মধ্যে ঝরণা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়— শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের অন্তরাল হতে দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে নিভৃতমহিমায় বিরাজ করচে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাললাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ্‌" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখে-ছিলুম তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিলনা। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়।

"উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো

আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝ্‌তে পারি সে নেশা এখনো একজায়গায় আছে— তবে কি না, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart

আমি সত্যি সত্যি বুঝ্‌তে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী ; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelleyর Skylark আর একটা হচ্চে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্তসুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক— আর যে সৌন্দর্য্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারে) পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল কিছুতেই

তাদের আর অসন্তোষ ঘোচেনা। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না— ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে— নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায় এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে— কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ— "আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত— যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আস্‌চে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্‌। আজকাল একটু আধ্‌টু লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি— কাছে থাকলে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

৩ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

তোমার চিঠিতে সুরেন বিবির পাশের খবর পেয়ে খুব খুসি হওয়া গেল। মন্মথ পাশ হয়েছে কি না কিছু লেখনি কেন? অবিশ্যি পাশ হয়েছে। কোন্ ডিবিজনে হল?

তোমার সঙ্গে যোগিনীর মিট্‌মাট্ হয়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে। বাস্তবিক হয়েচে কিনা আগামী সাহিত্য-সমিতিতে তার পরীক্ষা হবে। জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখ্‌লে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝ্‌তে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

আমি বোধ হচ্চে এখেনে কিছু কাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা করা যাবে। আপাততঃ কাজকর্ম্মের ভিড়ে তেমন অবসর পাচ্চিনে। মাঝে মাঝে একটু আধ্‌টু পড়তে চেষ্টা করি—কিন্তু এখানকার জলবায়ুর গুণেই হোক কিম্বা কি কারণে বল্‌তে পারিনে, পড়তে চেষ্টা করলেই ঘুমিয়ে পড়তে হয়। জর্ম্মান Faust অল্প অল্প করে পড়তে চেষ্টা করচি। তুমি থাক্‌লে তোমাকে আমার সহপাঠী করা যেত। এ রকম পড়া দুজনে মিলে লাগ্‌লেই তবে এগোয়। পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জর্ম্মান্ ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।—বোটটা যত

গরম হবে মনে করেছিলুম তা হয় নি— দিনে প্রায় মেঘ করে থাকে এবং রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না হয়। অতএব এ পর্য্যন্ত এখানকার প্রকৃতি জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে নি। অরু চলে গেলে খুব একলা হবে— কিন্তু আমার সেটা নেহাৎ অসহ্য বোধ হয় না। তোমাদের কারো যদি এখানে আসবার ইচ্ছে হয় তাহলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করে নেব— আতিথ্যের কোনপ্রকার ত্রুটি হবে না। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩] ঔ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

২১ জুন, ১৮৯০

প্রমথ

আমার মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আছে সে আর কি বল্‌ব। বর্ষাকালে যে কাঁচা রাস্তায় কেবল গরুর গাড়ি এবং মোষের পাল যাতায়াত করে তার যে রকম আকারপ্রকারহীন শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় আমার বুদ্ধিবৃত্তির সেই রকম দুরবস্থা ঘটেচে। এরই মাঝে মাঝে পাঁচ ছ মিনিট সময় চুরি করে একটা লেখা আরম্ভ করেছিলুম— সেটা ভাল হচ্চে কি মন্দ হচ্চে একটু স্থির হয়ে বোঝবারও সময় পাচ্চিনে— ক্ষণিক অবসরে একরকম শ্রান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই— লিখ্‌তে লিখ্‌তে

মাঝে মাঝে নিদ্রাকর্ষণও হয়— মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে জলের ঢেউ বা তীরের ঝাউবনের দিকে তাকিয়ে থাকি, এবং কখন্ অলক্ষিতভাবে মনের মধ্যে এমন্ সকল প্রসঙ্গ প্রবেশ লাভ করে যার সঙ্গে সরস্বতীদেবীর কোন সুদূর সম্পর্কও নেই। যেটা লিখ্‌চি আগে থাকতেই তার নাম দিয়ে রেখেচি অনঙ্গ আশ্রম। নামটা অনেকের মনোরঞ্জক হবে বোধ হয়— কারণ উনবিংশ শতাব্দীর কলিতে বহুবিধ ফিলজাফির দৌরাত্ম্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মগজ থেকে আর সমস্ত দেবতাই দৌড় দিয়েচেন "কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।" "রয়েছেন বাকি" বল্লে ঠিক বলা হয় না— উক্ত Non-Regulation Province-এর একাধিপত্য পেয়ে তিমি ক্রমশঃ দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠ্‌চেন— যদিও আজকাল তাঁর নিজনামে তাঁকে ডাক্‌লে রুচি-ব্যভিচার দোষে দণ্ডনীয় হতে হয়। হায় হায়, পূর্ব্বে দেবতাদের কাছে যে নামে তাঁর পরিচয় ছিল, এখন মানবসমাজে সে নাম তিনি লজ্জায় গোপন করতে চান— আমরা এত শিক্ষিত এত উন্নত হয়ে উঠেছি। বোধ হয় সভ্যতার উন্নতিসহকারে "প্রেম" শব্দটাও ক্রমে শ্রুতিলজ্জাজনক হয়ে উঠ্‌বে— তখনকার যুবকেরা আমাদের বইগুলো বালিষের নিচে লুকিয়ে রেখে গোপনে পড়বে, সেইজন্যে বোধ হয় এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ভাল লাগ্‌বে। আবার তখন যদি সাধারণ ব্রাহ্ম থাকে তবে তারা না জানি কি রকম প্রচণ্ড পবিত্রতা প্রচার করবে। সে কথা মনে করলে আমাদের মত কবিদের হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়।— এখানে নিতান্ত সময়াভাব এবং অতি শীঘ্র দেখা হবে সেই জন্যে বেশি লিখ্‌লুম না। তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম। কুমুদকে আশ্বস্ত করে এক চিঠি লিখলুম। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[৪]

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজ্‌বুৎ ভারি গোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম— ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল— এখন শরীর মন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এজায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টিরই উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়— বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড ভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধূলো, শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ

উড়িয়ে নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে— তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে— কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি— সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত— যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান— ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্য রীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারেনা, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিষপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এরকম অশিষ্টাচরণ সত্ত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে— কেবল পড়া নয়— সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে— কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে— অথচ সমস্ত

ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কিনা— এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্ব্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়— সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে— সেইখানে চরম বিশ্রাম— সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাক্‌লে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই— রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতাসুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক" হয় না— একটা দক্ষিণে' ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধ হয় তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি— মনটা উদাস হয়ে আছে, আমাদের একবার মেঘের মত মহাস্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্‌ত। আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত

হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না— তবুও আমি বন্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্চি নে। আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়— আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই— সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য আজকের এই মহাদুর্য্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে— আজ তেমন সুযোগ থাক্‌লে কে ধরে রাখ্‌তে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আস্‌তুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;— চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জে ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে— দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে— সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ ঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে— রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে কি

যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত— যক্ষ যদি উনবিংশ শতাব্দীর হয় তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকৃত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত— তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিক-দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে— ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলচি, dramatic হয়নি, কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে— যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশদেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল— এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের Terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী স্টেশনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানাদেশবিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল— এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয়নি— কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বলতে পারি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই

কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়— এমন কি প্রণয়িণী কাছে থাক্‌লেও হয়— কবি নিজেই লিখেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যনথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িনিজনে, কিংপুনর্দূরসংস্থে।"

অর্থাৎ মেঘ্‌লা দিনে প্রণয়িনী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায় দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে— আজকের সমস্ত সংসার দুর্য্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে!

মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায় কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারিনে। পোষ্টঅফিস্‌ এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই— তাইজন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে আর্দ্রতন্ত্রীবীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকে-না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে মুড়ে টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেয় তার পরে নিশ্চিন্তমনে স্নানাহার করে। এমন কি ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ

রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিষের বন্দোবস্ত হয়নি তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিষ ছিল— তাই

“প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হলনা!”

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে কোরো না আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্‌অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্‌অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে যখন মেঘদূত বা কোনো প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি— তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহ শয়ানে বিলীন হয়ে থাকে এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্ বিদেশেই থাক্ এবং ভালবাসা যেমনই থাক্ সকলেই বেশ comfortably কালযাপন করচে এটা কি রকম গদ্যোপযোগী শোনায়!— বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে— বাতাস বচ্চে এবং সন্ধের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আস্‌চে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি— দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি— চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না— কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হচ্চে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধুধু করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম-দশা। সূর্য্যনক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্যলক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তার স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,— প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন— তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দ— সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়। বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না— তাই আশঙ্কা হচ্চে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়। চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্চে ঐ— বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়— উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জ্বেলে এক্‌লা বসে যে চিঠিটা লেখা হয় সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর তাহলে কি রকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—

চুরি করে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয় এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানে"র কথা আছে— বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে সকল কবিতা লিখ্‌চি তা' ছবি ও গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি, আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে এক্‌টা জায়গা ত পাব যেটা বিশেষ-রূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে ভয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁক্‌বে না— আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি সেটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ এগুলো কেবল Tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্মবিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্টকাল বেঁচে থাকি তাহলে এমন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে— এবং তাদের

ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে— অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল— কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই— এতটি জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়— এর কথা আর শেষ হয় না— অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

কলকাতার খবর জান? শুনচি "রাজা ও রাণী" আগামী শনিবারে অভিনয় হবে— যদি সুবিধে হয় ত একবার দেখ্‌তে যাব।—সাহিত্যসমিতিতে যে অধিবেশনে রৈবতক সমালোচনা হয় সেবারে তুমি ছিলে না— সেজন্যে তোমার আপ্‌শোষ করবার কারণ কিছুই নেই। যে রকম মনে করেছিলুম সে রকম লোক তোমাদের সমিতিতে নেই— অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দম্ভটুকু আছে। ··· অতখানি একটা সমালোচনা পড়ে গেলেন তার মধ্যে না আছে রচনাচাতুর্য্য, না আছে ভাব-প্রাচুর্য্য।··· তত্ত্বজ্ঞ হতে পারেন কিন্তু রসজ্ঞ কিছুমাত্র নন। অন্য যাঁরা বসে শুন্‌ছিলেন তাঁরাও কেউ বুদ্ধিলক্ষণযুক্ত দুটো কথা যুটিয়ে বল্‌তে পারলেন না।······ মস্তিষ্কগহ্বর নিতান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন— অন্যান্য সভ্যদের এখনো ভালরূপ পরিচয় পাইনি— কিন্তু অনাথনাথ বাবুর বেশ একটি ভদ্র শোভনভাব আছে এবং তিনি মনে করেন না যে তিনি পৃথিবীতে এসে একটি প্রতিভার অগ্নিকাণ্ড করবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Dariapur Katchari
Shazadpur
১৪ মাঘ [১২৯৭]

ভাই প্রমথ

এতদিন আমার ঠিকানার স্থিরতা ছিল না বলে তোমাকে লিখতে পারিনি। কালিগ্রামে ছিলুম কিন্তু কখন্ সেখান থেকে ছাড়তে হবে ঠিক জানতুম না। এখন সাহাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি— এখানে নিদেন দিন দশেক থাক্‌তেই হবে। তোমরা কি এখন হরিপুরে আছ— যদি রেলপথে আস্‌তুম তাহলে নাটোর দিয়ে তোমাদের ওখানে একবার উঁকি মেরে যাবার ইচ্ছে ছিল— কিন্তু আত্রাই থেকে সাহাজাদপুর রেলে আসা এমনি অসুবিধে যে অবশেষে বোটে করেই এলুম। তোমরা কি বিরাহিমপুরে আমার সঙ্গ নিতে পারবে? তা হলে বেশ মজা হয়। একা একা কেবল রাজ্যশাসন করে আর পারা যায় না— জমিজমা এবং বাকিবকেয়া ব্যতীত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আর পাঁচ রকমের সদালাপ করবার ইচ্ছে হচ্চে। সঙ্গে দুটি চারটি বই আছে তাই বেঁচে আছি— তা ছাড়া একটু আধ্‌টু লেখাও চল্‌ছে— নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়বার বড় একটা সময় নেই। মানসী জন্মাবার পরে আমার ঘরে আর একটি শারীরী জন্মগ্রহণ করেচে সে খবর বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ— অতএব আমাকে যথানিয়মে congratulate করতে বিলম্ব করবে না। নবদম্পতির খবর কি? মেনা কি এখন পতিগৃহ অবলম্বন করেচেন? তোমাদের সেই

বিবাহরাত্রের গোলযোগ সমস্ত মিটে গেছে ত? ডাকের সময় অনেকটা নিকটবর্ত্তী হয়ে এল— অতএব এইখানেই ইতি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬] ঁ পোস্টমার্ক, শাজাদপুর

ভাই প্রমথ

এই খানিকক্ষণ হল তোমার চিঠি পেলুম। সেদিন কলকাতার চিঠিতে তোমার কন্‌ভোকেশনে উপস্থিতির খবর পেয়ে আমি ঠাওরেছিলুম তবে বুঝি তুমি এখনো কলকাতায় আছ এবং আমার পত্রখণ্ড তোমাদের হরিপুরের মাঠে মারা গেল। কিন্তু তোমার চিঠিতে জানা গেল, আমার চিঠি রক্ষে পেয়েছে এবং তৎপরিবর্ত্তে সেখানকার মাঠে বাঘ বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলো মারা পড়চে। আমি এখানে আমার সাম্‌নের এই সব কটা জান্‌লা খুলে দিয়ে এখানকার দুপুরের রৌদ্রে বড়বড়গাছওয়ালা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে পাড়াগাঁয়ের অনতিব্যস্ত লোকচলাচলের প্রতি অনিমেষ নেত্র নিহিত রেখে এমনি অন্যমনস্ক উড়ো উড়ো ভাবে থাকি যে একটু মনঃসংযোগ করে একটা ভদ্ররকম প্রমাণসই চিঠি যে লিখ্‌ব তার সামর্থ্য নেই। এই ক্ষুদ্রায়তন কাগজে দুটো চারটে অসংলগ্ন কথা লিখে কোনমতে সাঙ্গ করে দিতে হয়। এখানকার বাতাসে এবং বাহ্যদৃশ্যে এমন একটা আলস্য, ঔদাস্য, বৈরাগ্য অথচ

এমন একটা মাধুর্য্য আছে যে আমার মন কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে আছে কি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু বুঝ্‌তে পারচি নে। মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছ, যে তারমধ্যে একটা Despair এবং Resignationএর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাব্‌ছিলুম। প্রতিদিনই আমি দেখ্‌তে পাচ্চি নিজের রচনা এবং নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা করা ভারি কঠিন। আমি বের করতে চেষ্টা করছিলুম এই Despair এবং Resignationএর মূলটা কোন্‌খানে। আমার চরিত্রের কোন্‌খানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটার একটা পরিষ্কার মানে পাওয়া যায়। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে, আমার অনেকগুলো লেখা তাতে করে পরিস্ফুট হয় বটে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। এখন একএকবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে— সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আরএকদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আরএকদিকে

চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য। এটা তোমার কি রকম মনে হয়? তুমি কিভাবে দেখ সেটা আমাকে একটু পরিষ্কার করে লিখো— তোমাদের দ্বারা আমার নিজেকে objectively দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। নিজের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে চেষ্টা করা দুরাশা— কারণ আমার প্রতিমুহূর্ত্তই আমার নিজের কাছে এমনি জীবন্ত এবং বলবান যে, মোটের উপরে আমি যে কী তা দেখতে পাইনে। কখনো আশা কখনো নৈরাশ্য কখনো গর্ব্ব কখনো গ্লানি অনুভব করি কিন্তু নিজের ঠিক পরিমাণটা পাইনে। আমি যখন আমার কাব্য সমালোচনা করতে চেষ্টা করি তখন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই ক্রিটিক হয়ে বসেন কিন্তু তার কথা কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়;— তোমরা যখন সমালোচনা কর তখন আমার পূর্ব্বের সঙ্গে পর এবং একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দেখ্‌তে পার। Bashkirtsiff-এর Journal আমিও পড়ছি— মন্দ লাগ্‌চেনা কিন্তু মোটের উপরে কষ্টকর ঠেক্‌চে। এর থেকে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কথা মনে আসে— কিন্তু যেটুকু স্থান অবশিষ্ট আছে তার মধ্যে আর সে সকল উত্থাপন করা যেতে পারে না— অতএব আজ বিদায়—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ মাঘ ১৮৯১

ওঁ

ভাই প্রমথ

হঠাৎ আজ প্রাতঃকালে আমার দক্ষিণ কাঁধে বাতের মত হয়েছে— মাথা এবং হাত নাড়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে— এবং পৃষ্ঠদেশ— যাকে সর্ব্বদাই পশ্চাতে ফেলে রেখেছি— যাকে চক্ষেও দেখিনে— বহুপরিশ্রমের পর চৌকিতে ঠেসান দেবার সময় ব্যতীত যার অস্তিত্ব কখনো অনুভব করা যায় না সেই সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী পৃষ্ঠদেশই আপনাকে চেতনারাজ্যের একাধিপতি করে রেখেছে। তোমাকে এই যে ক'লাইন চিঠি লিখ্‌লুম এর মধ্যে অনেক মুখভঙ্গী এবং আর্ত্তনাদ অব্যক্তভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। বর্ত্তমান এই ব্যাধিটার তুলনায় মানসীর সমস্ত ঔদাস্য এবং নৈরাশ্য অত্যন্ত মিথ্যা এবং নিতান্ত সৌখীন বলে মনে হচ্চে। পিঠ এবং কাঁধকে হৃদয় এবং আত্মার চেয়ে অনেক বেশি মনে হচ্চে। অতএব আজ মানসী সম্বন্ধে ঠিক সমালোচনাটা আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। ভাল করে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্যকথা— বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র— ওর আসল সত্যিকথাটুকু হচ্চে এই যে, মানুষ কি চায় তা কিচ্ছু জানে না— এক ঘটি জল চায়, কি আধখানা বেল চায়, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে পারেনা, আমি এমন অবস্থায় মনের সঙ্গে আপষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করচি।

যখন জানি, সত্য একে নিতান্ত অসন্তোষজনক, তার উপরে আবার রূঢ়ভাবে মানবমনের মুখের উপর সর্ব্বদা জবাব করে— তাই ধ্যানভরে কল্পনা-সিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্চে— কল্পনার কাছ থেকেও পুরো ফল [পাওয়া] যায় না— কিন্তু সত্যের চেয়ে সে ঢের বেশি আজ্ঞাবহ। তাই জন্যেই "সাধ যায় সত্য যদি হত কল্পনা"— আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম। অর্থাৎ আমি যদি ঈশ্বর হতে পারতুম! মানুষের মনে ঈশ্বরের মত অসীম আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের মত অসীম ক্ষমতা নেই— কেউবা বল্‌চে, আছে— বলে বহির্জ্জগতে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে— কেউবা জানে, নেই— তাই আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বসেই অর্দ্ধ-নিরাশ্বাসভাবে কল্পনাপুত্তলী গড়িয়ে তাকে পূজো করচে। একেই বল ভালবাসা? আমার ভালবাসবার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে— কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেচি সে মানসেই আছে— সে Artist-এর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?

রবিকা
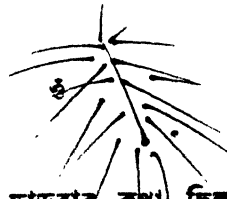
[৮] [শিলাইদা]

ভাই প্রমথ

যেদিন সাহাজাদপুর ছাড়বার কথা ছিল তার পরদিন ছাড়া গেল। মনে করেছিলুম আরো কিছুদিন দেরী হয়ে যেতে পারে কিন্তু তা আর হল না। এখন আমি শিলাইদহ

বোটে। এখানে এসে আমার শরীরের সমস্ত ব্যাধি একদিনে দূর হয়ে গেছে। জায়গাটা ভারি ভাল। এখন তুমি যখন আস্‌তে চাও আমাকে হাজির পাবে। কেবল একবার সময় থাকতে জানালে যথাকালে বোট নিয়ে বাজিদ্‌পুর ঘাটে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য অগ্রসর হয়ে থাক্‌তে পারি। অতএব সংবাদ দিতে শৈথিল্য করবে না। এখানে এসে আমার কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। লেখাটা আর বড় এগোচ্চে না। মৌলবী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। ক্রমাগত বক্‌চে— আমাকে ত পাগল করে তুল্লে। সাজাদপুরে বাত যেমন আমার কাঁধে চেপেছিল, এখানে মৌলবী তার চেয়ে কিছু কম নয়। সে মনে করে কালহরণের জন্যে অক্রুর পক্ষে সে যে রকম অত্যাবশ্যক ছিল আমার পক্ষেও বুঝি তাই— তাই নিতান্ত সাধু উদ্দেশ্য এবং প্রবল পরহিতৈষা থেকে সে ক্রমাগত দেশবিদেশের সম্ভব অসম্ভব গল্প জুড়ে দিয়েচে। আজ সকালবেলায় সে উপস্থিত নেই তাই ভারি আরাম বোধ হচ্চে। তোমরা এখানে এসে যদি বাঘ শিকার কর্ত্তে গিয়ে এ'কে দৈবক্রমে শিকার করে আন্‌তে পার তা হলে এ মুল্লুকে আমার কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে বাস করা সম্ভব হয়। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাই প্রমথ

তুচ্ছ ঘাড়টার কথা লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না— কিন্তু তাকে যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি না কেন, আজকাল আমার সমস্ত মনুষ্যত্বের মধ্যে ঐটেই সর্ব্বপ্রধান হয়ে উঠেছে ;— আমার মানসী যদি মূর্ত্তিমতী হয়ে, আমার কল্পনা যদি সত্য হয়ে এখনি আমার বামপাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে মাথাটা ফিরিয়ে যে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌ব এমন সম্ভাবনা নেই— কিম্বা তার সঙ্গে যে দুদণ্ড "জীবনমরণব্যাপী সুগম্ভীর কথা" ক'ব তাও হয়ে' ওঠে না— বোধ হয় তাকে বলি "ভাই, আমার ঘাড়ে একটু Rhus Tox Liniment মালিশ করে দাও না !" সে যদি প্রীতির উচ্ছ্বাস ভরে গলা জড়িয়ে ধরে' আমাকে আলিঙ্গন করতে আসে তাহলে কাকুতি-মিনতি করে তাকে ক্ষান্ত করতে হয়। একবার ভেবে দেখ দেখি, অমর জীবাত্মার ঘাড়ে বাত হয়েছে ; এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কিছু আছে ! মাঝে মাঝে আবার কোমরটার কাছেও কামড়াচ্চে— মনে কিছু ভয় হয়েচে। যদি ষোলো আনা বাতের মত দেখা দেয় তা হলেই মরেচি আর কি। আগামী রবিবার রাত্রে আমি কোনমতে এখান থেকে প্রস্থান করব। সোমবার শিলাইদহ গিয়ে পেঁাছব। তুমি হরিপুরে যেতে লিখেছ এখন আমার যেতে সাহস হচ্চে না— এবং যাবার অনেক বৈষয়িক বিঘ্ন আছে। কিন্তু তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ো না। তুমি কবে এবং কখন পাবনা পৌঁছতে পারবে আমাকে লিখো। কেননা আমি বোট নিয়ে

পাবনার নিকটবর্ত্তী বাজিদ্‌পুরের ঘাটে আগে থাক্‌তে প্রস্তুত থাক্‌তে পারব। নইলে তুমি মুস্কিলে পড়বে। শিলাইদহ এলে তুমি দুই একটি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। যা হোক, খুব বেশি বিলম্ব কোরোনা— কারণ আমার অধিকদিন থাকবার ইচ্ছে নয়। অধিক লেখবার ক্ষমতা নেই— আজ তবে ইতি

রবিকা

[১০] ওঁ

ভাই প্রমথ

আমি মধ্যে দিন তিনেকের জন্যে পাবনা গিয়েছিলুম— আজ সকালে ফিরে এসে দেখ্‌লুম তোমার চিঠি অপেক্ষা করচে।

খবরের কাগজের সমস্ত প্রসঙ্গ যখন তুমি বাদ দিতে লিখেচ তখন চিঠি লেখাই একরকম অসম্ভব। ঘি বাদ দিয়ে লুচি ভাজ্‌তে বল্‌লে হয় লুচি ভাজা বন্ধ করতে হয় নয় অনুরোধটা একটু পরিবর্ত্তন করতে হয়। বিশেষতঃ তোমার দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের কোন ঐক্য হয় নি। তোমার চিঠিতে কেবল কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের খবর দিয়েচ।— আমার চিঠিরও প্রধান খবর এই যে, দিনকতক আমরা জ্বলন্ত বাষ্পরাশির মত অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে পুনর্ব্বার সংহত পিণ্ডের আকারে আপনার নির্জ্জন কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়েছি। এখন

তিনজনের মধ্যে আমরা কে কি অবস্থায় তা বল্‌তে পারিনে। আমি ত সুশীতল এবং কঠিন হয়ে আমার নিত্যজীবনের প্রদক্ষিণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি— লোকেনও বোধ হয় তথৈবচ। তুমি বোধ হয় বৃহস্পতি গ্রহের মত এখনও যথেষ্ট উত্তপ্ত এবং বাষ্পীয় অবস্থায় আছ। আজকাল তোমার স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত আমাকে জানাবে। আমি কতক জমিদারীর কাজ দেখ্‌চি, কতক সাধনার জন্যে লিখ্‌চি এবং চেষ্টা করচি এরই মধ্যে একটুখানি অবসর করে নিয়ে লিখ্‌তে। কিন্তু হয়ে উঠ্‌চে না। কেননা কবিতা অন্যান্য ললনার মত একাধিপত্য প্রয়াসিনী। "আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমত বাসিয়ো" এ ঠিক তার সেন্টিমেণ্ট নয়। এইজন্যে আমি কিছু মনের অসুখে আছি। বাস্তবিক এ জীবনে কবিতাই আমার সব প্রথম প্রেয়সী—তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ আমার সহ্য হয় না। সুরেনের চিঠিতে দেখ্‌লুম কলকাতায় তোমরা খুব প্রমারা জমিয়েচ— শুনে খুসি হবে কালিগ্রামে একত্র নৌকাবাসকালীন্ লোকেনের কাছে আমিও দুই একটা lesson নিয়েছি— কিন্তু সম্পূর্ণ মনে আছে কিনা সন্দেহ। তিন চৌকির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আজকাল আমি নিয়মিত স্নানাহার করবার চেষ্টা করি— দন্তরোগে আহার করতে অক্ষম কিন্তু স্নানটা করি— স্নানের জল প্রস্তুত হয়েচে অতএব আজ উঠি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর

[১১]　　　　ওঁ　　　　পোস্টমার্ক, শিলাইদা
১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

তুমি বোধ হয় আজ এতক্ষণে আমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবগত হয়েচ। তোমার পাগল চাকরেরও কোন দোষ নেই এবং তার মনিবেরও কোন অপরাধ হয় নি। সমস্তই অদৃষ্টের কুচক্র। তুমি কেন আশঙ্কা করেচ যে তোমার ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে তুমি এমন কোন গলদ করে থাকবে যাতে আমার রাগ করবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে। প্রথমতঃ আমার রাগী স্বভাব নয়— দ্বিতীয়তঃ গলদ্ আমিও ঢের করে থাকি এবং আশা রাখি আমার আত্মীয় বন্ধুরা সে রকম দুঃসময়ে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। কবিত্বের অনবসর সম্বন্ধে দুঃখ করে কাল তোমাকে এক চিঠি লিখেচি— লিখে ভাবলুম বসে বসে দুঃখ করার চেয়ে দুঃখ মোচনের চেষ্টা করা ভাল। অমনি আমার বোটের শয্যাতল আশ্রয় করে একখানি শ্লেট হাতে করে বসে গেলুম। বেশ যখন একটু জমিয়ে নিয়েচি এমন সময় কাজ এসে পড়ল। সাধনার লেখা এখনকার মত একরকম চুকিয়েছি— এখন সেই ভাঙ্গা কবিতাটা নিয়ে এ ক'টা দিন কাটিয়ে দেব মনে করচি। আজ প্রবোধের চিঠিতে একটা খবর পেলুম তার কোন অর্থ বুঝতে পারলুম না— সে লিখেচে "তোমাকে গালি দিবার জন্য রাজসাহীতে যে ছাত্রসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল তাহা এখানে Indian Daily News পত্রে পাঠ করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।" ব্যাপারটা কি বল

দেখি? এটা কি বন্ধুত্বের পরিহাস? বন্ধুরা অনেক সময় এমনতর পরিহাস করেন বটে যার ভিতরে হাস্যরস কিম্বা অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আজ তবে ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রিয়রা কি আস্‌চে?

[১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শিলাইদা
১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯২

ভাই প্রমথ

আমি কাল তোমার চিঠি পেয়েছি— কিন্তু একটা কবিতা নিয়ে পড়েছিলুম বলে কাল আর উত্তর দিতে পারিনি। রীতিমত ভাল চিঠি লেখা খুব একটা দুরূহ কাজ। প্রবন্ধ লেখা সহজ— একটা মোটা বিষয় নিয়ে অনর্গল কলম ছুটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চিঠিতে এমন সকল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে ফলাতে হয়— কেবল ভাবের চিকিমিকিগুলি মাত্র— যে, সে প্রায় কবিতা লেখার সামিল বল্লেই হয়। কিন্তু সে রকম চিঠি লেখবার দিন কি আর আছে? এক সময় ছিল যখন চিঠি লেখাতেই একটা আনন্দ পেতুম এবং বোধ হয় চিঠি লিখে আনন্দ দিতেও পারতুম কিন্তু মনের সে কৈশোর অবসরটুকু চলে গেছে। এখন সমস্তই তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়— বিস্তর জিনিষ মনের মধ্যে ভিড় করে রয়েছে; এমন সময় দৈবাৎ আসে যখন সমস্ত ভারমুক্ত হয়ে মনটা বেশ

হাল্‌কা ফুরফুরে হয়ে আছে, যখন বসে বসে সাবানের বুদ্বুদের মত রঙীন্‌ চিঠিগুলো উড়োনো যায়। সমস্ত দিন পৃথিবীর মোটা মোটা মজুরির কাজ করে' আঙুল এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোনরকম সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ নিতান্ত অবহেলাভরে করে উঠ্‌তে পারিনে— বেশ একটু সময় নিতে হয়। কবিতা লেখাটা নিতান্ত আমার আজন্মকালের নেশা— মাঝে মাঝে যখন মৌতাতের সময় আসে তখন না লিখ্‌তে পারলে সমস্ত মনটা যেন বিকল হয়ে যায় এবং জীবনটা দুর্ভর বোধ হয় কিন্তু তাই লিখ্‌তে সময় পাইনে। মনে করি তাড়াতাড়ি অনেকগুলি কাজ একদমে চুকিয়ে ফেলে তার পরে বেশ আরামে নিশ্চিন্ত এবং নিরিবিলি আমার কবিতা নিয়ে পড়ব— কিন্তু প্রতিদিন এবং প্রতিমাস আপনার নতুন নতুন কাজ নিয়ে এসে হাজির হয়— কেউ নেই, যে আমাকে দয়া করে' একটু সাহায্য করে— কাজেই হুহুঃ শব্দে সমস্ত কাজ সেরে যেতে হয়— বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে জিরিয়ে জিরিয়ে বেশ ধীরে ধীরে আস্বাদ করে যে সমস্ত কাজ করতে হয়— ঠিক কাজ নয়, মনের যে সমস্ত সখ মেটাবার ইচ্ছে হয় সে সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে একপাশে ঠেলে রেখে দিতে হয়। কত কর্ত্তব্য কাজই হয়ে ওঠে না— আত্মীয়দের কত অভিমান সহ্য করতে হয় এবং নিজের মনের মধ্যেও প্রতিদিন কত অতৃপ্তি বহন করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে, যখন যে কর্ত্তব্যটা স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা। যে অবস্থা-দ্বারা পরিবৃত হওয়া

যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্ত্তব্য সেগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে সাধনার লেখা লিখে যাচ্চি এবং প্রতিদিন জমিদারীর সমস্ত খুচ্‌রো কাজ মনোযোগপূর্ব্বক করচি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোন সুখ পাই? আজকাল আমি চিঠিও যা লিখি সেও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় কষ্ট বোধ হয়— কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভাল। কল্পনা নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার মনের পক্ষে ভাল এক্সেসাইস্‌ নয়।

রবিকা

[১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

ভাই প্রমথ

তুমি তাহলে ইতিমধ্যে শৈলশৃঙ্গ থেকে নেবে এসেছ। আমি ত দেশ দেশান্তরে ঘুরচি। বক্তৃতার খবরটা পেয়েচ দেখচি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। তীর একবার ধনুক থেকে বেরিয়ে গেলে আর তূণের মধ্যে প্রবেশ করা তার পক্ষে অসাধ্য— আমি সেইরকম দুরদৃষ্টক্রমে পাব্লিকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন আর আমার কোথাও শান্তি নেই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না। লোকেন তখন সমুদ্রপারে,

তুমি তখন শৈলশিখরে। আমি অসহায়ভাবে একলা বসে বসে ঐ লেখাটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা তর্ক পরিবর্ত্তন সংশোধন করেছিলুম— এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ লেখাটার ভালমন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলুম না। একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল— তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। তুমি যদি অক্টোবর মাসে দেশ ছেড়ে বেরও আমি তার বহুপূর্ব্বেই কলকাতায় ফিরব। বোধ হয় আর পাঁচ ছ দিনের বেশি দেরি হবে না। আগামী সোম মঙ্গল বারের মধ্যেই রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছবার সম্ভাবনা। পেসিমিজ্‌ম্ অপ্টিমিজ্‌ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে নেগেটিভ্ এবং পজিটিভ্ পোলের মত প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একসঙ্গে ঐ দুটো অংশ থাকে। কেউবা আচারে ব্যবহারে পেসিমিষ্ট্ লেখায় অপ্টিমিষ্ট্ কেউবা তার উল্টো। একেবারে দুই পোল্ জুড়ে আস্ত অপ্টিমিষ্ট্ বা পেসিমিষ্ট্ বোধ হয় পৃথিবীতে দুর্ল্ভ। আমার প্রকৃতিতে আমি যে অংশে চিন্তা করি সে অংশটা বোধ হয় পেসিমিষ্ট্, যে অংশে কাজ করি সেটা বোধ হয় অপ্টিমিষ্ট্। তোমার মধ্যেও ডুব দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় দুটো জিনিষই পাওয়া যায়।— প্রিয়দের ইতিমধ্যে আসবার কথা ছিল তারা কি এসে পৌঁচেছে? বিশ্রী ঝড় বৃষ্টিবাদ্‌লার প্রাদুর্ভাব হয়েচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কর্ম্মাটার
মঙ্গলবার

[১৪]　　ওঁ　　শনিবার
১৬ জুন ১৮৯৪
পোস্টমার্ক, কলকাতা

ভাই প্রমথ

বহুকাল পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুসী হলুম। ইতিমধ্যে এদিক ওদিক থেকে তোমার খবরাখবর পাচ্ছিলুম। চিত্তরঞ্জনের কাছে শুন্‌লুম তুমি রীতিমত 'Varsity man হয়ে গেছ। ভার্সিটি ম্যানের কি কি লক্ষণ জানিনে কিন্তু শব্দটা শুন্‌লেই আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয়বিমুখ লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তুমি কি সেখানে বক্তৃতা দিচ্চ, বক্তৃতা শুনচ, দাঁড় টান্‌চ এবং বিচিত্র বেশ পরিধান করে কালেজের চত্বরে পদচারণা করচ? কি রকম ভাবে দিনযাপন করচ এবং সেখানকার জগৎসংসার তোমার কাছে কি রকম লাগ্‌চে ঠিক অনুমান করতে পারচি নে। আমার বিলাতের অভিজ্ঞতার মধ্যে য়ুনিবর্সিটি কালেজের কোন চিত্র নেই। অথচ যারা সেখানে অধ্যয়ন করে এসেচে তারা সকলেই খুব মুগ্ধভাব প্রকাশ করে। যাহোক্ এখন তোমার মনের ভাবটা কি রকম তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান মনের ভাবের চিত্র দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কোন কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে বোধ হয় না। তবু তুমি ত নূতন দৃশ্য এবং নূতন জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছ, আমাদের যেমনটি রেখে গিয়েছিলে দেখে গিয়েছিলে ঠিক সেই রকমই আছি। হয় ত ঠিক সেই রকমই নেই কিন্তু অল্পে অল্পে ছোট ছোট

পরিবর্ত্তনগুলো মনে থাকে না এবং তার ফর্দ্দ দেওয়াও সহজ নয়। ভিতরে ভিতরে অনুভব করচি যেন অনেকগুলো জিনিষ বদলের দিকে যাচ্চে, কিন্তু সম্পূর্ণ দিক্ নির্ণয় করতে পারচিনে। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে যতই সময় যাচ্চে ততই বয়স বাড়চে।— ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান খবর হচ্চে, গতকল্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবস গেছে। তার আগের দিন থেকেই রীতিমত ঘনঘটা করে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে নববর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। প্রাতঃকালে খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে সাঁৎলা ভাজা প্রচলিত হয়েছে। দিনটা খুব সুদীর্ঘ এবং মেঘস্নিগ্ধ— সন্ধ্যাবেলাটি ঘন অন্ধকার এবং রিমঝিম্ বর্ষণে বেশ জমাট্। প্রায় সে সময়টা বহুবিধ আত্মীয়-বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্কষ্ট্রীটেই যাপন করা যায়। ঠিক গাড়িতে উঠ্‌বার সময়সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টিশান্তির অপেক্ষা করতে হয়—তদবসরে সেই তাকিয়া-পরিবৃত নীচের বিছানায় তাসের মজ্‌লিষ জমে যায়— এবং গোল টেবিলটার কাছে আমাদের মত একদল অনভিজ্ঞ লোকের সভা বসে। গত দুদিন ধরে শারাড্ অভিনয় চল্‌চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্চে। এর থেকেই কতকটা বুঝ্‌তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরে উনপঞ্চাশ পবন পূর্ব্ববৎ প্রবল প্রতাপে প্রবহমান।

(অভাববশতঃ কাগজের আয়তন বদ্‌লে গেল।)—

গত সন্ধ্যাবেলার জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝ্‌তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি।

কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিলু, সত্য, অরু, নরু, আমি, ছোট বউ, আমার সব কটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখনি), বড়দিদি, বলু, সরলা, এবং এবাড়ির স্থায়ী অধিবাসীবর্গ। আজকাল দুই একটি করে ইংরাজেরও সমাগম হচ্চে। তন্মধ্যে, বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, Miss Valentine নাম্নী একটি কুমারী, এবং Miss Forbes নাম্নী অপর একটি ইংরাজকুমারী প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য। তোমার ভায়া কুমুদের সঙ্গে এঁদের ক'জনেরই দিব্য জমে গেছে— তিনি এঁদের পক্ষ অবলম্বন করে টেনিস্ খেলচেন এবং সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করে রাত্রি দশটার সময় একাকিনী কুমারীকে ডগ্ কার্টে আপন বামপার্শ্বে আসীন করে তাঁদের বাড়ি পৌঁছিয়ে দিচ্চেন— ইত্যাদি কারণে বিলাতবাসী তোমাদের প্রতি তাঁর কোন ঈর্ষার কারণ নেই।— লোকেন মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মফস্বল থেকে ছিট্‌কে এসে রাজধানী সরগরম করে দিয়ে যান। সতুও যে তাঁর অনুকরণ করবেন এমন সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লোকেন আজকাল রাজসাহীর জজ্‌পদে আসীন হয়েছে সে খবর শুনেছ বোধ হয়।—আমাদের বাড়িতে একটি নূতন লোকের সমাগম হয়েছে সেও সম্ভবতঃ তোমার অবিদিত নেই। সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সিদ্ধও হয়েছেন। এখন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যাচ্চে না।— তোমাকে আমার ছোট গল্প প্রথম খণ্ড, রাজা ও রাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং সাধনা পাঠান যাচ্চে। রাজা

ও রাণী দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তর পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, একবার চোখ বুললেই দেখ্‌তে পাবে। যা ছিল, আয়তনে তার অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ছোট গল্পগুলো সব হিতবাদী এবং সাধনায় বেরিয়েছিল, এগুলো বোধ হয় তোমার তেমন ভাল লাগেনি— কিন্তু দূরবিদেশে হয় ত কতকটা ভাল লাগ্‌তে পারে। বঙ্কিমের মৃত্যু উপলক্ষে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলুম সেটা সাধনার মধ্যে দেখ্‌তে পাবে।—

আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে। কড়ি ও কোমলের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাখানায় আছে, তারও মূর্ত্তি অনেকটা বদল হয়ে যাবে।— আজ বৃষ্টিটা খুব জমে এসেছে—মেঘে অন্ধকার করেছে—কাছারির ঘরে মধ্যাহ্নে বসে তোমাকে লিখ্‌চি— যথেষ্ট আলো পাচ্চিনে। মনে করচি চিঠিটা শেষ করে একখানা গাড়ি আনিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

ভারতবর্ষে Tree daubing বলে একটা ব্যাপার চল্‌চে সে খবরটা নিশ্চয় পেয়েছ। সাহেবরা বেশ একটু ত্রস্তভাবে আছে। একটা কিছু ঘটে ওঠা নেহাৎ অসম্ভব বলে বোধ হয় [না]। ইংরাজগুলো যে রকম অসহ্য অহঙ্কারী এবং উদ্ধত হয়ে উঠেছে তাতে একটা কিছু হওয়া নিতান্ত উচিত—চুপচাপ করে পায়ের তলায় পড়ে পড়ে মার খাওয়াটা নিতান্তই অন্যায়।—আজ তবে এইখানেই ইতি করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ শ্রাবণ [১৮৯৩]

ভাই প্রমথ

আমি বন্ধুবান্ধবদের থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্চি। কেন বলতে পারিনে। নিশ্চয় আমারই দোষ। স্বভাবটা বোধ হয় ক্রমশই কুণো এবং আত্মন্তর হয়ে আসচে— ক্রমেই বিশ্বাস হচ্চে অন্যের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করে সর্ব্বদা দোদুল্যমান হওয়ার চেয়ে নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে নিভৃত হয়ে থাকায় সুখ না হোক্ স্বস্তি আছে। তবু হাজার হোক্, মানুষ ত আর কাজ করবার যন্ত্র নয়, মানুষের হৃদয়টাই তার কাছে সব চেয়ে প্রার্থনীয়, সেই অন্য হৃদয়ের সংসর্গ উত্তাপের অভাবে আমি যে কাজে নিযুক্ত আছি তারও উৎসাহ অনেক কমে এসেছে। পৃথিবীর ছেঁড়া কাঁথা তালি দেবার ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে বেশি দিন চালানো ভারি কঠিন, বিশেষতঃ যদি একা একা বসে ঐ কাজটা করতে হয়— আবার এই বেগারের কাজে অদৃষ্টে পুরস্কারের চেয়ে তিরস্কারটাই বেশি মেলে। সত্য কথা স্বীকার করাই ভাল, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়— নিন্দা এবং নিরুৎসাহ আমার বোধ হয় গড়পরতা লোকের চেয়ে বেশি বাজে— হাস্যমুখ, মিষ্টবাক্য এবং কিঞ্চিৎ বাহবামিশ্রিত আশ্বাসবচন আমার মনের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলদায়ক খাদ্যের কাজ করে। বোধ হয় সেইজন্যেই আজকাল ভিক্ষার আশা ত্যাগ করে কুত্তার হস্ত থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছেয় কিছু আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছি। গায়ে পড়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন কার্য্যে শর্ম্মা বোধহয় শীঘ্রই অবসর নেবেন। পাব্লিক নামক অকৃতজ্ঞ জীবের চরণতলে যে তৈল যোগান যেত সেইটে নিজের নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করে কিছুকাল নিদ্রা দেবার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছা করচে। তার পর জেগে উঠে আবার বোধ হয় সেই পাদপদ্মের জন্যে লালায়িত

হয়ে উঠব।—এইত সমস্ত কথা একরকম খোলসা করে বল্লুম—কৃতকার্য্য হব মনে করেই বেরিয়েছিলুম, হইনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং হবার যোগ্যতাও নেই— অতএব হার মানলুম। কিন্তু তুমি এই রঙ্গভূমি থেকে এতদূরে আছ যে আমার এই জয় পরাজয় আশা নৈরাশ্য তোমার কাছে অত্যন্ত লঘুভাবে গিয়ে পৌঁছবে— চাই কি, তুমি ঈষৎ কৌতুক অনুভব করতেও পার। তোমরা তাহলে এখন গিরিবাসী। তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার এক একবার ইচ্ছা করচে— কিন্তু তার গুটি দুয়েক বাধা আছে প্রথম, মাস খানেক বিদেশে থেকে এরি মধ্যে আত্মীয় পরিজনবর্গের জন্যে মনটা কিছু চঞ্চল হয়ে পড়েছে— এমন অবস্থায় কালিগ্রাম থেকে দক্ষিণাভিমুখী না হয়ে একেবারে উত্তরাভিমুখী হওয়া আমার পক্ষে কিছু দুঃসাধ্য হবে। দিনকতক বাড়ি গিয়ে তার পরে যাত্রা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু আজকাল আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে দার্জ্জিলিং যাতায়াতের যে সামান্য ব্যয়ভার তাও আমার পক্ষে দুর্ব্বহ।

লোকেন ত আর দুই এক সপ্তাহের মধ্যে পাড়ি দেবে শুনচি। তুমি তাহলে এখনো আর কিছুদিন স্থায়ী। কিন্তু পর্ব্বত থেকে নাববে কবে ?

হাঁ— গৃহ অর্থে "কক্ষ" শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে। কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েচে— আরো ততগুলো পাত বাকি আছে। অনেক রাত হয়ে এল এবং বকাবকিও বিস্তর করা গেছে এখন তবে বিদায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† এই পত্রটি ১৩ নং পত্রের পূর্বে বসিবে

[১৫] ওঁ লণ্ডন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার সনেট পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ। ইতি ২২শে এপ্রেল ১৯১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৬] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দার্জ্জিলিংকে তুমি যে রকম নিভৃত এবং নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছ তাতে আমার খুবই লোভ হচ্চে। কিন্তু অনেকদিন চাপা থেকে হঠাৎ এখানে এসেই মনের আনন্দে আমার মধ্যে গানের উৎসটি খুলে গেছে— সেইজন্যে কিছুতেই নড়াচড়া করতে ভরসা হচ্চে না। গুজব শুনচি ছুটির পরে আমাকে নিয়ে একটা উৎপাত করবার ষড়যন্ত্র হচ্চে— তাহলে আমাকে তার আগেই লণ্ডনের নবেম্বর-আকাশের রবির মত

একেবারে অদৃশ্য হতে হবে, সেই সময়ে কোথাও পালাব—কিন্তু ততদিন তোমরা বোধ হয় দার্জ্জিলিঙে থাকবে না। দেখি, যদি আমার আপনাআপনি গান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একবার ছুট দেব। যতদিন পর্য্যন্ত সুরের নেশা আমার মগজে আছে ততদিন বোলপুরই কি আর অন্য কোনো জায়গাই কি, সমস্তই আমার পক্ষে সুরলোক, এখন আমার এই সুরসভার আসন তাগ করে ওঠবার হুকুম নেই। ইতি ৩০শে আশ্বিন ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Autobiographyটা তোমাকে পাঠাবার জন্যে রথীকে লিখে দিচ্চি

[১৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩

কল্যাণীয়েষু

বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না। এখানকার আকাশ আলো মাঠ এখানকার শালতরুশ্রেণী এবং আমলকীবনের সঙ্গে নানাসূত্রে আমার সমস্ত মনের একটা সংযোগ ঘটে গেছে— এইজন্যে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, কোথাও কিছুমাত্র বাধে না এবং সব জায়গাতেই আরাম পাই। এখানে আমার চারিদিকের দৃশ্যটি আমার কাছে

অত্যন্ত পরিচিত বলেই আমার কাছে প্রত্যহ নূতন বলে ঠেকে —যেমন চিরাভ্যাসের আরামটি পাই তেমনি নিয়ত বিস্ময়ের একটি আনন্দ আমার মনকে সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে দেয় এমন আর কোথাও পাবনা মনে হয়। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি— সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফললাভ করি— সেইজন্যে এইখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়। এখানে আমার অনেক ব্যাঘাত, অভাব এবং অসুবিধাও আছে, সে সমস্তই শিরোধার্য্য করে নিয়েছি।

তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি— কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে— গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্যসমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে পাঠকেরও তাই— তাড়া থাক্‌লে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই, তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের

পাঠকেরা তার পূরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্যলেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি। যখন আমাদের পণ্ডিতমশায়রা কাদম্বরীর রীতিতে বাংলা গদ্য লিখ্‌তেন তখন তাঁরা আর যাই হোক্ এটা জান্‌তেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে। আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ-ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরে নি— গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শস্তাদামের শৈথিল্য প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্চে। পদ্যের একটা সুবিধা এই যে, যেমন করেই হোক তাকে একটা বাঁধন মানতেই হয়। আমার ত মনে হয় এইজন্যেই সাহিত্যের কাঁচাবয়সে পদ্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, প্রবীণ বয়সেই গদ্যের অধিকার পাকা হয়। আমার ত দেখেশুনে মনে হচ্চে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসচে এবং তোমার একটা কাজ আছে। এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদণ্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর ইংরেজি কবিতা ইংলণ্ডে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে দেখা হলে সে সব কথা হবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, দুই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এই চিঠিখানি।...ফরাসী গীতাঞ্জলিটা বোধ হচ্চে তোমার কাছে আছে কারণ আমার কাছে নাই।

সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবেনা—কিছু লিখ্‌তে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় ত কি রকম হয়। আকারে ছোট—বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে।

বেশ আছি। যতই মনে করচি আবার অনতিকাল পরে রাজসাহি যাবার হাঙ্গাম করতে হবে ততই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯] ওঁ বোলপুর

পোস্টমার্ক, ৫ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র উদ্‌গমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সে কথা ছাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব। বিবিকে সুরেনকেও তাড়া দিয়ো।

বসুমতী হিতবাদীর কথাটা ভুলোনা। Indian Publishing Houseদের জন্যে যে একটা এগ্রিমেন্টের আদর্শ খাড়া করতে চেয়েছিলে সেটার প্রয়োজন আছে।

নাটোর মানসীর জন্যে অত্যন্ত তাগিদ করচেন। জীবনের বাজে উপদ্রবের মধ্যে এই আর একটি উপসর্গ বাড়ল।... নাটোরকে তাঁর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করবার কি কোনো রাস্তা আছে? আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজপত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়াতেও পারে— সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে। অতএব এখন থেকে যদি পার তার প্রতিকার কোরো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১০ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

মাথাটা বেশ তাজা নেই। তাই চুপচাপ পড়ে আছি।

বসুমতী হিতবাদী সম্বন্ধে রথী ত কিছুই জানে না। বসুমতী শৈলেশের দ্বারায় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়েছিল— সে ছাড়া আর কেউ ওর কোনো তথ্য জানে না।

আমি আর কিছুদিন মাথাটাকে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রেখে তার পরে ওটাকে আবার পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করবার চেষ্টা করব—

এখন যদি বেশি টানাটানি করি তাহলে সইবে না। এখন টলমল করচে, ঠেলাঠেলি করলেই কাৎ হয়ে পড়বে।

সত্যকুমারের স্ত্রীকে কিছু সাহায্য করবেনা? বেচারা বড় নিরুপায় হয়ে পড়েছে। সুরেনকে ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিলুম।

একটা খবর পেলুম বার্লিনে আমি যাচ্চি— আমার বক্তৃতার জন্যে একটা প্রকাণ্ড হল ঠিক হয়ে গেছে। সেখানকার একজন মেয়ে এই উপলক্ষ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। এ সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২১] ও পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৩ মার্চ, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুই একটা লেখা দিতে পারব। চারিদিকের নানাবিধ তাড়নায় মাথার মগজের মধ্যে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছিল— ক্ষণে ক্ষণে ঘুরপাক খেলত। এখন একটু ভাল আছি কিন্তু বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটাতে সাহসও হয় না ইচ্ছাও হয় না— একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখ্‌তে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে— একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস

করে তোলে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে এ'কে কাছে আসতে দিতুম না কিন্তু এ যে বসন্তী রঙে রঙানো— আমের বোলের গন্ধে ভরা। "Deep-delved earth" এর মধ্যে যে মদে বহুবৎসরের পাক ধরেছে সেই মদের মত এ যেন আমার প্রকৃতির ভিতরে ভিতরে আপনার মাদকতাকে প্রবীণ করে তুলেছে। এই বৈরাগ্যের হাওয়াটা যখন হুহু করে বইতে থাকে তখন মাসিক পত্রটত্রগুলো মন থেকে কোথায় উড়ে চলে যায় তার ঠিকানা নেই, তখন দেশের হিতের দিকে খেয়ালও থাকেনা। যাই হোক্ lucid intervals একেবারে আসবে না এমন হতে পারে না অতএব আশা আছে।

কিন্তু নাটোরের মহারাজের ভাল মন্ত্রীর দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৪ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

গল্প লেখার আয়োজন অনেকদিন ত মনের মধ্যে নেই— বেশ একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা হয় না। তবু চেষ্টা দেখা যাবে। তুমি নাটোরে গেছ কল্পনা করে তোমার কাছে না পাঠিয়ে মণিলালকে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলুম সেটা কি এখনো সম্পাদকী ডেস্কের উপরে দাখিল হয়নি? তোমরা ১৫ই বৈশাখে কাগজ

ত বের করচ কিন্তু হাতে দুতিন মাসের সম্বল ত জমাও নি—Think not of tomorrowটা কি সদুপদেশ?

বৈশাখের আরম্ভ থেকেই সুবোধ কাজে নিশ্চয় যোগ দেবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৬ এপ্রিল, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা বেশ। আর দুই একদিন পরেই গল্পটাতে হাত দেব— দেরি হবেনা। ভারতী পাইনি, পেলে তোমার লেখা পড়ব। মানসী এইমাত্র পেলুম— এখনো পড়িনি।

সুবোধ জয়পুরের মহারাজের কাছ থেকে ছুটি পেলেন না। কালিগ্রামে কোনো রকম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার নগেন্দ্রকে লিখো সে যেন বিভাগস্থাপনের পূর্ব্ব ও পরের ইসমনবিশি ও আয়ব্যয় তুলনা করে একটা রিপোর্ট পাঠায়। নূতন ব্যবস্থায় খরচপত্র বাড়বে কি কমবে এবং কি পরিমাণে বাড়বে কমবে সেটা বেশ পরিষ্কার জানা ভাল। আমার বোধ হয় আপাতত যদি ব্যাঙ্কের কাজের উপরে নগেন্দ্রকে পতিসর বিভাগের চার্জ্জ দেওয়া হয় তাহলে কাজ চলে যেতে পারে।

…আর সেই গানের বইয়ের কি করলে?

অচলায়তনের রিহার্সাল চলচে— তারি কোলাহলে উদ্ভ্রান্ত হয়ে আছি, কি যে লিখচি তা বুঝতে পারচিনে।

নাটোর মানসীর জন্যে তাগিদ লাগিয়েছেন। আমি নানা কাগজে আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতে পারিনে— আমার শক্তির এত প্রাচুর্য্য আর নেই। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৪] ওঁ পোস্টমার্ক

৬ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

তোমার কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগল। রসও যেমন, নৈপুণ্যও তেমনি, আর ভাষাটি সম্পূর্ণ তোমার নিজের। কেবল একটা লাইন আমার মনে হল যে একটু বদলালে ভাল হয়। সম্ভবত "পারদ" শব্দটার কোনো একটা বিশেষ অর্থ আছে— যদি তা থাকেও তবু সেটা সর্ব্বজনগম্য নয়— আর যদি তুমি থর্ম্মমিটরের পারার প্রতি লক্ষ্য করে থাক সেটা বেশ লাগসই হচ্চে না— কারণ পারা কোনো কিছুকে আক্রমণ করলে সেটা কেবল মারাত্মক হতে পারে মানুষের শরীর সম্বন্ধে— স্বর্গের দেয়ালের পরে তার ক্রিয়াটা অনুভব-গোচর না হবার কথা। যদি এই রকম কর ত কেমন হয়—

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙিয়া গারদ
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেয়াল ইত্যাদি।

তোমার চিঠি পাবার পূর্ব্বেই আমি "আষাঢ়" বলে একটা উড়ো রকমের প্রবন্ধ পাঠিয়েছি নিশ্চয় পেয়েছ। তুমি তাতে

প্রাচীন ভারতের যে ধরণের মেঘলা ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পূবে হাওয়াটা আছে।

আমার মুস্কিল হয়েছে মনকে আর আমি কলম চালনার কাজে লাগাতে পারচিনে— এখন চতুর্থ আশ্রমের আয়োজনটাই তার কাছে একান্ত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু তোমরা এখন সুরার নেশায় সুরের খেয়াল দেখ্‌চ তোমরা আমার দরদ বুঝবেনা।

অন্যান্য মাসিকে যে সমস্ত আলোচ্য প্রবন্ধ বেরয় তার সম্বন্ধে সম্পাদকের বক্তব্য বের হলে উপকার হবে। প্রথমত যারা উৎসাহের যোগ্য সেইসব লেখকেরা পুরস্কৃত হবে দ্বিতীয়ত অন্যের লেখা সম্মুখে রেখে, বলবার কথাটাকে পরিষ্কার করে বলবার সুবিধা হয়। তা ছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচনার হাল ধরা চাই। প্রতিমাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না কিন্তু মাসিক পত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কিছু না কিছু বলবার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কি ভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

"যৌবনে দাও রাজটীকা" লেখাটি আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। খুব উজ্জ্বল এবং শাণিত। অবনের ভ্রমণকাহিনীটাও খুব সুন্দর হয়েছে। আমার তো বোধ হচ্চে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে তাহলে বাংলাসাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি, এবং রস দিতে পারবে। সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে ওর কথাগুলো মর্ম্মস্থানে গিয়ে লাগ্‌চে। মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাপুবাছা সম্বোধন করে আর চল্‌বে না। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই— বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ— কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্য্যের দরকার— যেখানে সয়তানের সঙ্গে লড়াই, যে সয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখ্‌তে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্চে। তোমাদের এইসব লেখা পড়ে আমার উৎসাহ হয় কিন্তু দেখ সাহিত্যের এলাকায় আমার কাজের দিন ফুরিয়ে গেছে— সত্য মিথ্যা বিস্তর কথা জমিয়ে তুলেছি— সেগুলো এখন কালের ছাঁকুনির ভিতর দিয়ে ছাঁকা হতে থাক্, আর নতুন জঞ্জাল বাড়াতে ইচ্ছা হয় না— এখন নিজের জীবনটাকে কি করে সম্পূর্ণ সত্য করতে পারব এই বেদনায় আমাকে দিনরাত্রি জাগিয়ে রেখেছে। এর কাছে

আমার খ্যাতি কীর্ত্তি সমস্তই এত ছোট হয়ে গেছে লোকালয়ের তাগিদ আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে পৌঁচচ্ছে না। যাক এসব কথা আলোচনার বিষয় নয়— যে কথাটি বলবার জন্যে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি সেটি খুব দীর্ঘ কিছু নয়— সেটি হচ্চে— বাহবা, সাবাস্‌, সোভান আল্লা! ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৬] ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

ক্ষিতিমোহনবাবু কিছুদিন থেকে জ্বরে পড়েছেন তাই তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করতে পারব বলে আশা করচি। শরীরটা তাঁর সুস্থ হয়ে উঠুক্‌।

আজ কিছুকাল থেকে মণিলালকে তাগিদ দিচ্চি এখানে রথী ও নগেনকে সবুজপত্র পাঠিয়ে দিতে। তারা স্কুলে থাকে এবং অজিত প্রভৃতির কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে পড়বার জন্যে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়। আজ পর্য্যন্ত তাগিদ দিয়ে কোনো ফল পাইনি। তুমি একটু সম্পাদকী ঠেলা দিয়ে যদি তাকে বিচলিত করতে পার ত ভাল হয়।

গল্প লিখ্‌তে বসেছি কিন্তু লেখার এত ব্যাঘাত যে কি লিখেছি ও কি লিখ্‌তে হবে সেটা বারবার করে ভোলবার

জো হয়েছে। গল্প এমনতর খাব্‌লা খাব্‌লা করে লিখ্‌লে তার জোড় মেলানো শক্ত হয় এবং তার ফাটলগুলো দিয়ে রস বেরিয়ে যায়। যাই হোক্ আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্চে না— এগুলো গল্প না বল্লেই হয়। তুমি একবার এ লাইনে চেষ্টা করে দেখ। যদি হাত খুলে যায় তাহলে কিছুদিন চল্‌বে বেশ। বড় উপন্যাস লিখ্‌তে বসতে ভয় হয়— একেবারে মনের এপার ওপার জুড়ে সাহিত্যের বেড়-জাল ফেলবার মত উৎসাহ আমার আর নেই—এখন ডাঙার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষেপনা জাল ফেলি—ছুটো একটা যা ওঠে সেই যথেষ্ট। আমেরিকার বিবরণ পত্র আকারে লেখবার চেষ্টা করা যাবে— কিন্তু এ জায়গাটা লেখবার পক্ষে অনুকূল নয়। ইতি ৮ই জুলাই ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৮ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

শিলাইদহে যাবার কথা ত মনে ভাবি নি— বিশেষত কাজের প্রসঙ্গে। সেখানে গেলে কাজ হয় সেকথা সত্য— কিন্তু সেটি সরস্বতীর তরফের কাজ। অন্য কাজ এখন আমার আর চল্‌বে না। আমি কাছারিতে বসে জমাবন্দী করতে লেগে গেছি এ কথা মনে করলে হাসি পায়। আশ্বিনের

আরম্ভে এবার ছুটি— সেই সময়ে ভাবচি ওখানে গিয়ে কিছুদিন চুপচাপ করে থাকব। অমনি সেই অবকাশে সবুজ পত্রের ঠোঙা ভরবার মত কিছু রচনা করা যেতে পারে।

সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বল্‌বে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌তে থাকবে— তারপরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে। অনিলা দেবীর খবর কি? ব-র সে কবিতাটি নেড়ে চেড়ে বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধিসাধন করতে পারিনি। ওর আর যদি কিছু থাকে পাঠিয়ে দিয়ো— হয়ত একটা লেগে যেতে পারে। কিন্তু কবিতা রচনায় ও যে যশস্বী হবে এমন আশ্বাস দিতে পারিনে— কিন্তু সেজন্যে খেদ করা উচিত নয়— কারণ কোনো দিন দলের লোকের অভাব হবে না। ইতি সোমবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৩১ জুলাই, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এইমাত্র সবুজ পত্র পেয়েই তোমার পত্রটি পড়লুম। খুব চমৎকার লাগল— একেবারে আগাগোড়া ঝকঝক্ করচে। তোমার এরকম সব লেখা লোকে যে সত্যই পছন্দ করচে না এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। একরকম জাতের ভালো লেখা আছে যা পড়তে পড়তে পদে পদে এই কথাটা মনে

আসে যে এ আমি ভাবিনি, এ আমার মাথায় আসত না, এ আমার কলমে আসা সম্ভব নয়— সেইরকম ঐশ্বর্য্যশালী লেখাকে পাঠক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে চেষ্টা করে— এইরকম লেখার কাছে পাঠকদের মন পরাভব মান্‌তে কষ্ট এবং লজ্জা বোধ করে। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি তোমার লেখাগুলিতে একটা ঈর্ষ্যা জাগিয়ে তুলেছে— সেটা প্রশংসাফলেরই কাঁচা এবং টোকো অবস্থা— ঐটে নিশ্চয়ই ক্রমে আলোয় বাতাসে পাক্‌বে এবং মিষ্টতায় ভরে উঠ্‌বে।

অ···র লেখা প্রায় আগাগোড়াই তোমার হয়ে উঠেছে— ভালই হয়েছে— ওর হাতে কিছুতেই এরকম বাঁধুনি হত না। এবং সেই বাঁধুনির অভাবে ভিতরকার সার কথাটা কোনো জায়গাতেই মালুম দিত না।

আমি "আমার জগৎ" নামক একটা লেখা লিখে ভয়ে ভয়ে মণিলালের কাছে পাঠিয়েছি। ভয়ের কারণ এই, এরকম তত্ত্ব আলোচনা আমার অধিকারের মধ্যে নয়। পাছে আমার নামের জোরে তোমরা ওটাকে তরিয়ে দিতে চাও সেইজন্যে মণিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি যদি সেটা পড়বার সময় তোমার মুখে কোনোপ্রকার সম্পাদকী বিকার দেখা দেয় তা হলে ওটাকে ফস্‌ করে সরিয়ে নিতে। ওটা যদি শিশির বিন্দুর মত তোমাদের সবুজপত্রের উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় তাহলে রবির তাপ তাতে বিশেষ বৃদ্ধি হবে না একথা আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি। ভেবেছিলুম

কথাটা তোমার কাছে ফাঁস করব না— কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের কোনোরকম লুকোচুরি না থাকাই ভাল।

নগেনের কাছে শোনা গেল এখানকার পাকশালা ও ভাণ্ডার থেকে বিশৃঙ্খলতা দৈত্যকে খেদিয়ে দেবার জন্যে তুমি মহেন্দ্রকে পাঠাতে রাজি হয়েছ। তা হলে বড় ভাল হয়। ঐ ব্যাপারে এখানকার সকলেই আনাড়ি— অথচ সুখাদ্যে রুচি এবং ক্ষুধা এদের সকলেরই অসামান্য। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২৯] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
২ অগস্ট, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সবুজপত্র পেয়ে তোমাকে যে চিঠি লিখেছি সে বোধ হয় পেয়েছ। বি··· এবং বি···র পালকবর্গ যে তোমার সবুজ পত্রের মাথা মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করবেন সে আমি জানতুম। আবার মজা হয়েছে এই যে, একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জনরব এই রটেছে যে, আমি বিশেষ চেষ্টা করে সন্তোষকে বলে বঙ্গদর্শনকে বি···র হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে কাগজটাকে উঠিয়ে দিয়েছি। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে আমি চিন্তাও করি নি, চেষ্টাও করি নি। তোমার মুস্কিল এই যে এক্ষেত্রে আমার পোড়াকপালের আঁচ

তোমাকে লেগেছে। সঙ্গদোষেই তুমি বিপদে পড়েছ নইলে তোমাকে এত দুঃখ পেতে হত না। যাই হোক্‌ আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি তোমার কাছে এদের হার মানতেই হবে। অনেকদিন পর্য্যন্ত এরা বিনা বাধায় আমাদের দেশের যুবকদের বুদ্ধিকে পঙ্কিল করে তুল্‌ছিল— বিধাতা বরাবর তা সইবেন কেন? দেশের কোনো জায়গা থেকেই কি এরা ধাক্কা পাবেনা? সরল মূঢ়তাকে সওয়া যায় কিন্তু বাঁকা বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়। রণক্ষেত্রে যখন দাঁড়িয়েছ তখন যদি একা লড়তে হয় তাও লড়তে হবে, পিছু হটলে চল্‌বে না।

বিবির লেখাটা কাল সোমবারে রেজেষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, সুরেনকে ভোলবার সময় দিয়ো না— আমাদের ব্যাঙ্কের একটা পাকা ভিত হওয়া ভারি দরকার। ছুটির আগেই ওটা পরিষ্কার করে ফেলো।

মহেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়ো— যদি তার মন টেঁকে এবং তাকে যদি মনে ধরে তবে তাকে রেখে দেবো। পূজার পরে মহেন্দ্রাণীকেও আশ্রয় দেবার একটা উপায় করা যাবে—

সেটা খুব সম্ভব বৌমার কাছে সুরুলেই হবে— কারণ শান্তিনিকেতনের শান্তির ব্যাঘাত করতে ইচ্ছে করিনে। মহেন্দ্রকে মাইনে কত দিতে হবে লিখো।

আজ ত ১৫ই। কাল বোধ হয় সবুজপত্র পাওয়া যাবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার লেখাটা পড়বার জন্যে উৎসুক আছি। ক'দিন ভরপুর গানের নেশায় আছি— তাই সমস্তদিন গুনগুন্ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারিনি।

আশ্বিনের জন্যে একটা গল্প শীঘ্র লিখে দেব— তাহলেই আশ্বিনের ছুটিটা পুরো পরিমাণ ভোগ করবার অবকাশ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্ত্তিক মাসটা আশ্বিনের ঠিক পরেই পড়ে। কিন্তু তোমরা ত আশ্বিন কার্ত্তিকের যুগল সংখ্যা বের করবে? বড় লেখাগুলোকে পাস্ করবার জন্যে একটা বড় ফাঁক করার দরকার আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

যুদ্ধের সম্বন্ধে তুমি যে প্রবন্ধটি লিখেছ সেটিতে কোনো কলাকৌশল না থাকাই উচিত। এ সব জিনিষ খুব স্বচ্ছ এবং সরল হওয়া উচিত— এ লেখাও তাই হয়েছে— বরঞ্চ দুই এক জায়গায় যেখানে একটুখানি ভাষাচাতুর্য্য এসে পড়েছে সেটা না থাকলে ভাল হত। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যাঁরা পড়েছেন

তাঁরা এর প্রশংসাই করেছেন— এ রকম একটা লেখার প্রয়োজন ছিল।

মহেন্দ্র এলে আমি মনে করচি তাকে প্রধানত আমারই খাষ কাজে লাগাব। আমি অধিকাংশ সময়েই আমার ঘর থেকে দূরে থাকি— তাই আমার অশন বসন আরাম বিরাম সকল বিষয়েই আমার ভৃত্য উমাচরণের উপরেই আমার নির্ভর। একরকম চলে যাচ্চে। তবু এক এক সময়ে সেবার অভাব অনুভব করি। যত বয়স বেড়ে যাচ্ছে ততই একলা হয়ে পড়চি অথচ সহায়তার প্রয়োজন বাড়চে, তাই কিছুকাল থেকে এমন একটি অনুচর খুঁজচি যে কতক পরিমাণে আমার ভার নিতে পারবে— নিজের চিন্তা ভাববার ঝঞ্ঝাট থেকে যে আমাকে বাঁচাতে পারবে। মহেন্দ্র যদি তদুপযুক্ত লোক হয় তাহলে আমার একটা মস্ত অভাব দূর হবে। মহেন্দ্রাণীকে স্কুলে রাখার কোনো অসুবিধাই হবেনা। হিঁদুয়ানির সম্বন্ধে তার বাছবিচার কি রকম? জান ত আমরা কি রকম ম্লেচ্ছ— অবশ্য, তোমরাও কম নও— কিন্তু কলকাতায় তোমাদের মত লোকের ঘরের এক প্রান্তে ভগবান মনুর অনুশাসন মেনে চলবার বন্দোবস্ত করা তেমন কঠিন নয়। এ সম্বন্ধে বিবির পরামর্শ কি আমাকে জানিয়ো।

বেল্‌জিয়ামের কীর্ত্তি মনে খুব লেগেছে— সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেও ছিলুম— হয় ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে। এবার কি তোমাদের আশ্বিন কার্ত্তিকের যমজ সংখ্যা বের করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

ব্যাঙ্কের লেখাপড়াটা করে ফেল— সুরেনকে কষে তাড়া লাগাও।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

এ মাসের সবুজপত্র পেয়েছি। র…র লেখাটি যাকে বলে "সারবান"। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এ সব লেখা ভোগ করবার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখবার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজপদার্থের ভার ত তার উপরে সয় না— সবুজপত্রপুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে।

ম…কুমার লোকটি কে তার ত ঠিকানা পাওয়া গেল না। লেখাটি সম্পূর্ণ মাঝারি রকমের। তাপও নেই শৈত্যও নেই। ভাষার বেগ নেই, ভাবের প্রভাব নেই— অথচ একটা গতি আছে— এই পর্য্যন্ত।

আসল কথাটা হচ্চে সবুজপত্রে তোমার লেখার অভাব অনুভব করা গেল। ডাকে যার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করা যাচ্চে যদি একদিন তার হাতের শিরোনামা-লেখা লেফাফা পাওয়া যায় এবং খুলে দেখা যায় যে চিঠিটা অন্য লোকের, তাহলে যে রকম মনের ভাব হয় এবারকার সবুজপত্র খুলে সেই রকম ভাবোদয় হল।

মোটের উপর আমি ভাল ছিলুমনা— ঠিক কবিতা লেখবার মত মনটা তাজা ছিলনা তাই কিছু লেখা হয় নি। এখন ভাবের স্রোত ভঁাটার মুখে আছে— আবার যদি স্রোত ফেরে ত দেখা যাবে। ইতিমধ্যে একটা গল্প লেখায় হাত দিয়েছি। একটা করে গল্প যে চাইই মণিলালের কড়া তাগিদ। তুমি এই ছুটিতে একটা গল্প লেখার চেষ্টা কোরো— কেবলি এক হাতের গল্প হওয়া ভাল নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৮ অক্টোবর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

চারুর কাছে শুনেছিলুম ··· বাবু আমার লেখার প্রতিবাদ করে একটা কি লিখেছেন আমি মণিলালকে লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম সেটা যেন ছাপানো হয়। ভালো হোক্‌ বা না হোক্‌ এটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাহলে এই উপলক্ষ্যে আমারও নিজের কথা আর একবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

যে পর্য্যন্ত না লেখক দুটি একটি তৈরি হয়ে ওঠে সে পর্য্যন্ত সবুজ পত্র তোমার লেখা দিয়েই ভরতে হবে। আমি মনে মনে সেইটেই ইচ্ছা করি। আমি ত এই দীর্ঘকাল লিখে আস্‌চি— আমার বলবার কথা নানারকম করে বলা হয়ে গেছে— এখন যা বল্‌তে যাব তাতে কেবল পূর্ব্বকথিত কথাকে পুরোনো করে

তোলা হবে। এখন তুমি তোমার নিজের কক্ষে তোমার জ্যোতিষ্কটিকে চালিয়ে দাও, বাংলা দেশের বর্তমান যুগকে একবার সে তার আলোক দেখিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসুক্। মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না— সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে— পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। এইজন্যই সবুজপত্রের প্রতি আমার যা-কিছু ঔৎসুক্য— আর তাই দেহমনের বিমুখতাসত্ত্বেও যতটুকু পারি লিখচি। কিন্তু তোমার জায়গা তুমি সম্পূর্ণ জুড়ে বস— আমার যাবার সময় হল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি কবিতাটি পাঠিয়ে দিয়েছি। "Crossing"টা আমাকে ফেরৎ দিয়ো— তার কোনো খসড়া খুঁজে পাচ্চি নে।

[৩৪] ওঁ 41 George Town
Allahabad

পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ
১১ ডিসেম্বর ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

কাল রাত্রে সবুজপত্র পাওয়া গেল। পেতে যে দেরি হল তার মূল কারণ আমি অতএব ওসম্বন্ধে বেশি কিছু আলোচনা করবনা। কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি— বের্গসঁর

ফিলজফির লাইনে— স্থিতি নেই বল্লেই হয়— যাকে বলে গড়ানে পাথর, রোলিং ষ্টোন্, সবুজ সামগ্রী কিছুই জমা করবার মত অবকাশ ঘটেনি। কোনোমতে টুক্রো সময়গুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত করে আমার এবারকার গল্পটা সেরেছি। সম্পূর্ণ ফাঁকি দিইনি সেজন্তে আমি সম্পাদকের আন্তরিক ধন্যবাদ দাবি করতে পারি। পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ কিছু দাবি নেই। তারা বিনা দাবিতেই অযাচিত আমাকে যে দক্ষিণা দেবে সে আমার এত জমা হয়েছে যে এখন তার থেকে আমি বিনামূল্যে বিনা মাশুলে তাদের কিছু কিছু ফিরিয়ে দিতে পারি। যুদ্ধের সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার খুব ভালো লাগ্ল— ও সম্বন্ধে আমার মনে যে সমস্ত কথা এসেছে হয় ত ছোটখাটো আকারে লিপিবদ্ধ করে তোমার সম্পাদকী দপ্তরে রওনা করে দিতে পারি। এবারকার সবুজপত্রে আমদানি নেই রপ্তানিই সমস্ত— অর্থাৎ বাইরে থেকে কিছুই জমা হয়নি দেখ্তে পাচ্চি।

একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিই— সেটা তোমাদের ভুল্লে কোনোমতেই চল্বে না। সেই কালিগ্রামের ব্যাঙ্কটাকে বিধিবদ্ধ করে তোলা। আর দেরি কোরো না। সুরেন যে সময় পাবে এমন আমি আশা করিনে— তাকে একবার জানিয়ে তুমি কোনো এটর্ণিকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পার। মুস্কিল এই যে এটর্ণি যে সুরেনের চেয়ে কোনো অংশে ভালো তা নয়। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বটে তাই বলে মানুষের

জীবিত কাল ত নিরবধি নয়— আমাদের এটর্ণিদের অমরাবতীর এটর্ণি হওয়া উচিত ছিল, তারা কোনোমতেই মর্ত্ত্যলোকের যোগ্য নয়। যে করে পার ও যত শীঘ্র পার এই কাজটা সেরে দিয়ো। ...এসকল বিষয়ে mobilisationএর সত্বরতাই হচ্চে ব্রহ্মাস্ত্র।

কোথায় কখন আছি তার কিছুই স্থিরতা নেই তবু যদি কিছু বলবার থাকে এলাহাবাদে সত্যর কেয়ারে চিঠি পাঠালে আমার কাছে কোনো রকম করে পৌঁছবে।

বাল্মীকিপ্রতিভা কি রকম হল?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৫] ওঁ পোস্টমার্ক, এলাহাবাদ

২০ ডিসেম্বর, ১৯১৪

কল্যাণীয়েষু

একদিন প্রাতঃকালে এলাহাবাদ থেকে দিল্লিতে যাবার বিষম ব্যস্ততার মধ্যে সেই লেখাটা তাড়াতাড়ি লিখে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তার পরে এ কথা আমার মনে হয়েছে যে ওটার মধ্যে দু চার জায়গায় একটু নরম তুলি বুলিয়ে কড়া রংগুলোকে কিছু কিছু ফিকে করে দিলে আর কোনো গোল থাকে না। তোমারও যখন সেই মত তখন এক কাজ কোরো লেখাটার যে যে অংশে কাঁটাখোঁচা আছে একটু চিহ্নিত করে শান্তিনিকেতন ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ো— আমি কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—

তার পরেও যেটুকু অধিকমাত্রায় বেমোলায়েম ঠেকবে তার উপরে দুই এক দফা তোমার সম্পাদকী র‍্যাদা চালিয়ে দিয়ো।

সোমবার প্রাতে আমি বোলপুর পৌঁছব। ইতি শনিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"চঞ্চলা" নামক এক কবিতা মণিলালকে পাঠিয়েছি— যদি সেটা অচলা হয় তাহলে তাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা কোরো না।

সুরেনকে ব্যাঙ্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ো।

[৩৬] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার এবারকার দুটো লেখাই আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। আমার ভয় হয় পাছে সমালোচকদের ধাক্কায় তোমাকে বিচলিত করে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এদেশে সম্ভবত সাহিত্যরসজ্ঞ অনেক আছে কিন্তু তারা প্রায়ই কেউ "সাহিত্যিক" নয়— যেমন ময়রার মুখে সন্দেশ রোচে না তেমনি আমাদের সাহিত্যিকরা সাহিত্যের কারবার করে কিন্তু সাহিত্য ভালবাসে না— সে শক্তি তাদের নেই। আমি তাই ওদিকে একেবারেই কান দিইনে— কর্ণটা যদি ঢেউকে খাতির করে তাহলে ত নৌকাডুবি। সাহিত্যে তোমার প্রতিষ্ঠা যতই দৃঢ় হতে থাকবে ততই তোমার উপর ধাক্কা বেশি পড়বে— যারা মাঝারি মানুষ তাদের সুবিধা এই

যে তাদের মাথার অনেক উপর দিয়ে তুফান চলে যায়। আমি দেখেছি যত রাজ্যের বাজে লোকের কথায় তোমাকে উত্তেজিত করে— তুমি বাজে লোককে কিছু বেশি নাই দিয়েও থাক— তার একটা কারণ তুমি তাদের মধুর বচনের মায়া এখনো ছাড়াতে পারনি এবং তাদের দুর্ব্বাক্যকে এখনো ভয় কর। অথচ তোমার নিজের মধ্যে প্রভূত শক্তি আছে— সাহিত্যের যে সিংহাসন তুমি নিজের জোরে দখল করে নিয়েছ তাতে তোমার সরিক কেউ নেই এবং সংশয়মাত্র নেই বিধাতা তোমাকে আধিপত্যের অধিকার দিয়েছেন—যে কেউ তোমাকে গাল দিক আর উপহাস করুক সে আপনাকেই উপহসিত করচে।

তোমার আষাঢ়ের সুর আমার আষাঢ়ের সঙ্গে মেলে নি সে ত ভালই— ওতে ত কারো কোনো লাভ লোকসান নেই। এইটুকু হলেই হল যে ওতে রসের কম্‌তি না হয়;— তা হয়ও নি; আমি ত পড়ে খুসিই হয়েছিলুম। তোমার ভারতের ঐক্য প্রবন্ধের মধ্যে খুব নূতনতা ও গভীরতা এবং সেই সঙ্গে রচনারস আছে। এই রকম জিনিষ যদি বরাবর চলে তবে সবুজপত্র চিরসবুজ হয়ে অমর হয়ে থাকবে।

ছন্দতত্ত্ব পাঠালুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৭] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তুমি যে এটর্ণিটিকে আমাদের বিদ্যালয়ের দেহে যোজনা করেছ সেটাতে কি কোনো উপকারের প্রত্যাশা করা যায়? বিদ্যালয়ের রক্ত অল্প; এরকম এটর্ণির পেট ভরাবার মত রস তার নেই। আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস হচ্চে মকদ্দমায় জয়লাভের চেয়ে এটর্ণির হাত থেকে মুক্তিলাভ ঢের বেশি লাভজনক। আমার ভিক্ষায় কাজ নেই এখন কুত্তাটা একটু সরলে বাঁচি। খগেন বেচারার ক্ষুধা অল্প, তার দরদ বেশি এবং তার তৎপরতা যেমনি হোক্ এ পক্ষের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এখন এই সঙ্কট থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধারের কি কোনো উপায় আছে? আমি খগেনকে আমার তরফের আইন-সচিব নিযুক্ত করলে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব— অন্তত রক্তপাত ঢের কম হবে। আমি তাকে মাসিক বেতন দিয়ে বিদ্যালয়ে এবং ব্যাঙ্কে আমার যে বিষয়-ব্যবস্থা আছে আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্য্যকর্ত্তা নিযুক্ত যদি করি তবে আমার মত অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিরাপদে থাক্‌তে পারে। যতদূর দেখা গেল সর্ব্বাধিকারীর অধিকার আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ম্মূল্য অথচ তার ফলও অনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে আমাকে সৎপরামর্শ দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৮] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

·· তোমার লেখাটা কলকাতায় ফেলে এসেছি। আমার একটা চামড়ার Mss. বাক্স আছে রথী সেটা ঘাঁট্‌লে তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি কারমাইকেলের হাঙ্গাম চুকে গেলেই তার একটু ছোট ভূমিকা পাঠিয়ে দেব। আমি রাজ-অভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে আছি।

Sylvain Levi আমার ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেছে দেখেছ? রথীকে তার Extract পাঠিয়েছি— সে বোধ হয় তোমাকে দেখিয়ে থাক্‌বে। ওর মত পড়ে ও লেখাটা শেষ করে ফেলবার জন্যে আবার উৎসাহ হচ্চে। দেখি যদি সময় পাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩৯] ওঁ পোস্টমার্ক

২৩ এপ্রিল. ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

কোনো ভদ্রলেখকের পক্ষে বারো মাসে বারোটা করে গল্প লেখা কি সম্ভব, না উচিত? এ'তে একরকম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে তুমি চুরি করে ব্যবসা চালাও— কিন্তু ঐ বিদ্যাটা লেখকদের জোয়ান বয়সে কতকটা মানায়, শেষ বয়সে না। এ রকম নিয়ত রচনা করে যাওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ— ফুল ফোটার এবং ফল ধরার ঋতু আছে— প্রকৃতির সবুজপত্রে বারোমেসে লিপিকর ক'টা আছে? যাই হোক্‌, মণিলালের

সঙ্গে তক্‌রার করে পেরে উঠবনা। একটা গল্প লিখ্‌তে লাগব।

কালিঘাটের হরিদাস হালদারকে জান? লোকটি লিখতে পারে সন্দেহ নেই। আমাকে তাঁর রচিত "গোবর গণেশের গবেষণা" বলে একখানা বই পাঠিয়েচেন— আমার ত পড়ে ভাল লাগ্‌ল। মনে হল অনেকটা সবুজপত্রের কায়দার লেখা— অর্থাৎ খুব হাল্কা এবং উজ্জ্বল— লোকটার সাহসও আছে। তোমরা এঁকে যদি পাকড়া কর ত মন্দ হয় না।

তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুসি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে— অবশ্য, সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিষ হবে— অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্ত্তি হবে— ঝক্‌ঝক্‌ করবে অথচ কঠিন হবে— কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিষ।

তোমার সেই কাঠের পুতুলটাতে একবার হাত দিলে কেমন হয়?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪০] ওঁ বোলপুর

পোস্টমার্ক, ১৮ অগস্ট, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

নলিনী সদরে কোনো আবেদনপত্র না পাঠিয়ে একেবারে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। তোমাদের সেরেস্তায় সেটা না পাঠিয়ে আর দুই একটা বাজে চিঠি ভুলক্রমে পাঠিয়েছিলুম।

অথচ এইজন্যে কালোয়া বিভাগ পত্তনের সময় পিছিয়ে যাচ্চে। জমিদারী বৎসরের প্রথম হতেই কাজ আরম্ভ হলে সুব্যবস্থা হয়। তাই আজই আমি শিলাইদহের ম্যানেজারকে এ সম্বন্ধে তাড়া দিয়েছি। তোমরাও কালোয়ায় নলিনীকে নিযুক্ত করবার অনুমতি তাকে পাঠিয়ে দিতে দেরি কোরো না। আমিও শীঘ্রই আর একবার শিলাইদা ও পতিসরে গিয়ে বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন ও আলোচনা করবার সংকল্প করেচি। বিভাগটাকে সচল ও সফল করবার দিকে আমার একটু বিশেষ ঝোঁক আছে।

এখানে এসে গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাব ভেবেছিলুম— সে হলনা। এখানে এলেই কাজের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে যাই— লেখায় মন দিতে পারি নে। গল্পটাকে ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছে দিতে পারি ততক্ষণ মনটা ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। সংসারে বাস্তবের অভাব নেই তার উপরে আবার এই সব অবাস্তবের বোঝা।

এবারকার সবুজপত্রে আমি ত টীকাটিপ্পনি আরম্ভ করিয়ে দিয়েচি। এবার থেকে ওটাকে বরাবর চালিয়ে নিয়ে যেয়ো।

আমি খুব সম্ভব কাল কলকাতায় যাব। ইতি বুধবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কালিগ্রাম ও বিরাহিমপুরে যাতে বিভাগের কাজে কোনো ত্রুটির সম্ভাবনা না থাকে আমি সেইজন্যে বিশেষভাবে লেগেছি। এ পর্য্যন্ত যে সব অনিয়ম ও নিষ্ফলতা ঘটেচে সে কেবল যোগ্য লোকের অভাবে। আমি কিছুতেই আর সে রকম ঘট্‌তে দেব না। বর্ত্তমানে যে দুটো জায়গা কাঁচা আছে সে হচ্চে রাতোয়াল আর কুমারখালি। আমি এবার কালিগ্রামে প্রত্যেক বিভাগে ঘুরেচি—রাতোয়ালের ম্যানেজার নিতান্তই অযোগ্য— তার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ নেই সমস্ত কাজ জমানবিশ করে। ওখানে আমি ওর বদলে এখানকার জমার পেস্কার মুনীন্দ্রকে রাখ্‌তে চাই আর মুনীন্দ্রর জায়গায় শাস্ত্রীমশায়ের জামাই যোগেশ সরস্বতীকে রাখব। এতে কোনো পক্ষের কোনো আপত্তি নেই। শিলাইদহের ম্যানেজার অক্ষয়ও সরস্বতীর প্রতি খুব প্রসন্ন।

কুমারখালির অ··· ও অচল। জমিদারীর কাজ সে ত বোঝেই না— সেইজন্যে ভালো জমানবিশ খোঁজ করচে— অর্থাৎ তাহলে ওখানকার কাজকর্ম যা-কিছু সব জমানবিশই চালাবে নিজে কেবল উপরে উপরে কর্ত্তৃত্ব করে বেড়াবে।

কুমারখালি অঞ্চলে যদি অমৃত রায়কে পাওয়া যায় তাহলে কোনো ভাবনাই থাকবেনা। ওখানকার কাজ সবরকমে শক্ত অথচ ওখানকার লোকটি যোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে

যা কিছু ব্যবস্থা ছুটির পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য যাতে ছুটির পর থেকেই পুরোদমে কাজ আরম্ভ হতে পারে।

ছুটির মুখেই রাতোয়ালের এবং কুমারখালির বর্ত্তমান ম্যানেজারদ্বয়কে যদি নোটিস্ দাও তাহলে ছুটির মাসটা ওরা কাজের চেষ্টা দেখ্‌তে পারে। সেই মাসে বেতন ছাড়াও ওরা পার্ব্বনি পাবে— যদি ইচ্ছা কর আরো একমাসের বেতন যোগ করে দিতে পার।

কালিগ্রামে সাধারণবৃত্তি বৎসরে এগারো হাজার টাকা ওঠে। এ পর্য্যন্ত এতবড় মোটা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় নষ্ট হচ্ছিল— বিভাগে এর যে রকম হিসাব রাখা চলছিল সে দেখে আমি ভারি বিরক্ত হয়ে এসেচি। তার আমি পাকা নিয়ম করে দিয়েছি। এই সাধারণ বৃত্তির অন্তর্গত সমস্ত কাজ ও হিসাব যাতে রীতিমত সদরে যায় তার বন্দোবস্ত করেচি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।

ভাদ্র কিস্তির "ঘরে বাইরে" রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে কাল মণিলালের কাছে পাঠিয়েচি। তুমি এবার কিছু লিখচ? আমি এ যাত্রায় এখানে এসে কিছুমাত্র ছুটি পাইনি— দিনরাত টোঁটোঁ এবং বক্‌বক্ করতে হয়েচে।

বোধ হয় শনিবার যখন সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় আস্‌বে মোলাকাৎ হবে।

এবছর দুই পরগণাতেই ফসল খুবই ভালো— কিন্তু শাস্ত্রে বলে, শস্যঞ্চ গৃহমাগতং। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পতিসরের একজাইনবিশ যোগেশ সরস্বতীকে শিলাইদহের জমার পেস্কার করে পাঠাচ্চ, যোগেশের জায়গায় হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করার প্রস্তাব আমি করচি। জমিদারীর জমা ও সুমার বিভাগে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। নূতন লোককে নিযুক্ত করার চেয়ে এর দ্বারা কাজ ভাল পাবে।

এখানে এসে অবধি এণ্ড্রুজের হাতে পড়েচি কাল সে চলে যাবে তার পরে একটু লেখবার ছুটি পাওয়া যাবে। দেখি যদি কিছু মাথায় আসে। তোমার সেই টীকাটিপ্পনি ছাড়া আর কিছু কি হয়নি? সবুজপত্রের দু মাসের মত পেট ভরাবার জোগাড় হয়েছে কি? ইতি ৩০শে ভাদ্র ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৩] ওঁ পোস্টমার্ক

২৪ অক্টোবর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

অশোকগুচ্ছ ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা তর্জ্জমার মত পাওয়া গেল। দ্বিজুরায়ের মন্দ্রের কবিতা ইংরেজিতে তর্জ্জমা করবার মত শক্তি আমার নেই। অর্থাৎ ওতে যে রকম ইংরেজির দরকার আমার বিদ্যেয় তা কুলবে না। একটা একটু সুরু করেছিলুম কিন্তু এমন ঠেকে গেল যে ঠেলে তুলতে

পারলুম না। তাই দ্বিজুরায়ের"আলেখ্য" থেকে একটা কবিতা তর্জ্জমা করলুম, আরো অন্তত একটা করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু শক্তি নেই। আর দু চারজন আধুনিক কবির কাব্য পাঠালে না কেন? অন্তত আমার উচিত হবে তাদের কিছু তর্জ্জমা করা— নইলে তারা পীড়া বোধ করবে। কাশ্মীর দেশটা শুনেছি খুব সুন্দর কিন্তু এখনো তার পরিচয় পাওয়া গেল না।

যুবতীর হাসি। (অশোকগুচ্ছ ২৭ পৃ:)

Methinks, my love, in the dim daybreak of life, before you came to this shore, you had stood by some river-source of impetuous dreams, filling your blood with its liquid notes.

Or, perhaps, your path was through the shade of the garden of the gods, where the merry multitude of jasmines, lilies and white oleanders fell in your arms in heaps and entering your heart became boisterous.

Your laughter is a song whose words are drowned in the tune, an odour of flowers unseen.

It is like moonlight rushing through your lips' window when the midnight moon is high up in your heart.

I ask for no reason, I forget the cause, I only

know that your laughter is the tumult of insurgent life.

—o—

My offence (সোহাগিনী হ'বে তোর এত অভিমান—অশোকগুচ্ছ ৭০ পৃ:)

When you smilingly held up to me, my sweet, your child of six months, and I said, "keep him in your arms," why did a sudden cloud pass over your face, a cloud of pent-up rain and hidden lightning ?

Was my offence so great ?

When the rose-bud, nestling in its branch, smiles to the bent face of the morning, is there any cause for anger if I refuse to steal it from its Cradle of leaves ?

Or when the cuckoo fills the heart of the happy hours of the spring with love dreams, am I to blame if I cannot conspire to imprison it in a cage ?

—o—

Dwijendralall Roy (নূতন মাতা, আলেখ্য ১১ পৃ)

"Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead," cries the mother as she holds her baby girl in her lap while the autumn moon floats in the pale blue of the evening sky.

From the garden comes stealing in the dark the vague perfume of flowers into the room.

The boys laugh and shout in the street in loud merriment.

In the mango grove near by one solitary *papia* sings his heart out in an untiring tune, and from some distant peasant's hut come the shrill notes of a flute, soaring in the starry sky, spreading in the still air and then bursting down upon the earth like a shower of firework, while the young mother, sitting in the balcony, baby in her lap, croons sweetly, "Come, moon, come down, kiss my darling in the forehead."

Once she looks up at the moon in the sky and then down at the sweet loveliness in her arms, and I wonder that the moon could be deaf to her call and smile on in placid silence.

The baby laughs and repeats her mother's call, "Come, moon, come down."

The mother smiles and smiles the moon-lit night, and I, the poet, the husband of the baby's mother, saw this picture from behind unseen.

—o—

দ্বিজুরায়ের কবিতা তুমি নিজে তর্জ্জমা করবার চেষ্টা কোরো— তোমার কলমে হয়ত আস্তে পারে। এখানে চিঠির জবাব দিয়ো না— শীঘ্রই বেরতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

পোস্টমার্ক, ৭ নভেম্বর, ১৯১৫

কল্যাণীয়েষু

ফিরে এসেচি। কাশ্মীরে খুব যে আরামে ছিলুম তা নয়। একেবারে পেট ভরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। এক লাইন লিখ্‌তে পারিনি, অথচ আজ হল ২০ কার্ত্তিক। দুই এক দিনের মধ্যেই শিলাইদহে যাবার ইচ্ছা আছে— নইলে লেখাও হবেনা, শ্রান্তিও শরীর মনে জড়িয়ে থাক্‌বে।

তোমাকে গোটাকয়েক ইংরেজি তর্জ্জমা পাঠিয়েচি। তোমার কাজে লাগ্‌বে কি না জানিনে। আমার নিজের লেখার manuscripts যা তোমার কাছে আছে তার উপরে চোখ বুলিয়ে আমাকে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো (কলকাতার ঠিকানায়)। যদি আর কোনো কবির কোন কবিতা তর্জ্জমা করাতে চাও তাহলে ফর্‌মাস কোরো। আমার যেটুকু পুঁজি তার দ্বারা সকল রকমের তর্জ্জমা আমার হাতে আসে না। যেগুলো Lyrical সেইগুলোই কতকটা পারি— কিন্তু জিনিষটা যথার্থ ভালো হলেই তর্জ্জমাও ভালো হয় সে কথা বলা বাহুল্য— নইলে অনেক মস্‌লা মেশাতে হয়। তুমি নিজে কতকগুলো তর্জ্জমা করবার চেষ্টা করে দেখো।

কার্ত্তিকের সবুজপত্র কি বেরবে? সম্পাদক পলাতক, প্রকাশক গরহাজির, যে দুটিমাত্র লেখক নিয়ে তার কারবার তার মধ্যে একটি লেখকের অবস্থা আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি, তার থলি শূন্য, তার মগজও প্রায় তথৈবচ,— অন্য

লেখকটির সম্বন্ধে আমার যতটা জানা আছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই বসে আছেন। এক্ষণে উপায়? আমার মুস্কিল, আমি এক গল্প ফেঁদে বসে আছি, তাকে খামকা মাঝখানে ফেলে দিয়ে দৌড় মারবার জো নেই। ওর অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্য্যন্ত খাট বইতে হবে।

তোমার ইংরেজি লেখাটা কতদূর? শুন্‌চি এবার তোমাদের রাঁচি সরগরম, অনেক অতিথি অভ্যাগতের ভিড় হয়েচে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে তোমার রসনা যত চল্‌চে তোমার কলম সে পরিমাণে চল্‌চেনা। কবে তোমরা ফিরচ? বিবির শরীর ভালো আছে ত?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৫] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কুষ্টিয়ার মোক্তার শৈলেন্দ্র মারা গেছে। অম্বাচরণের ভাই অঘোর সেই পদের প্রার্থী। তার সম্বন্ধে তোমাকে এক লাইন লিখে দেবার জন্যে অম্বাচরণ আমাকে ধরেছে। আমার এই লেখা কেবলমাত্র লেখা— আমি জানিনে সে মানুষ কি রকম, জানিনে তোমাদের প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু লিখ্‌বনা বলার চেয়ে লেখা সহজ— কম সময় লাগে এবং মানুষ খুসি হয়।

কাল হঠাৎ এণ্ড্রুজ এসে উপস্থিত— আজ তাকে বিদায় করেছি কিন্তু সে আমার সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে দিয়েছে। তার

উপরে ঘন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, তাকে বিদায় করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার রচনা বিকশিত হবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলোর অপেক্ষা রাখে। আমি আমার আকাশের মিতা সূর্য্যদেবের সহযোগেই লিখে থাকি— আমার সেই দোহার্‌কির অভাব ঘটাতে আসর জম্‌চে না— অপেক্ষা করচি এই মেঘটা কখন কেটে যায়। কিন্তু শীতের মেঘ জমতেও দেরি করে আর বিদায় নিতেও দেরি করে।

আমাদের মাসহারার পরিমাণটা ১২০০ টাকায় এসে ঠেকেছে— ঠিক যেন সমে এসে পৌঁছয় নি। ওটাকে ১৫০০ করে দিলে শুন্‌তেও ভাল হয় তা ছাড়া অন্য সুবিধাও আছে। ধার করে শেষকালে সেটা জমাখরচ করবার উৎপাত করার চেয়ে বেশ সরল অন্তঃকরণে মাসহারা বাড়িয়ে নিলে কাজ সহজ হয় মনটাও সুস্থির থাকে। অবশ্য ১৫০০ অঙ্কটা যদি পছন্দসই না হয় ওটাকে ২০০০ করলে কারো কোনো আপত্তির কারণ থাকে না। ভেবে দেখো।

আমার এটর্ণি যে বিলম্বের ফাঁদ পেতে খরচার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে তার থেকে উদ্ধারের উপায় কি ?...শরীরটা এখানে অনেকটা ভালো হয়েছে। দেবতা প্রসন্ন হলে গল্প অন্তত একটা লিখে নিয়ে যাব— কিন্তু রোদ্দুর চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ॐ পোস্টমার্ক, শিলাইদা

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত শ্রান্ত ছিলুম বলে পতিসরে না গিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েচি। কয়েকদিন জিরিয়ে নিয়ে পতিসরে যাওয়া যাবে।

এখানে চুঁয়োপাড়ার প্রজারা বিষম কান্নাকাটি করচে। দূরে থাক্‌লে প্রজাদের দুঃখ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না— যেটা পৌঁছয় সে হচ্চে খাজনা। দূরে থাকার অন্যায় হচ্চে এই। যাই হোক ১৪৫ ধারায় এদের চাষের জমি, এদের ফসল প্রভৃতি আবদ্ধ হয়ে এরা যে কষ্টে পড়েচে তার কি উপায় হতে পারে ভেবে দেখো। অ…র মুস্কিল এই যে, সে লোক খাঁটি কিন্তু ডেপুটি প্রভৃতির সঙ্গে কিছুমাত্র সামাজিকতা করতে পারেনা— এইজন্যে যে চাকা অল্প একটু তেল পেলেই বেশ সহজে সরত সে ভয়ঙ্কর ক্যাঁচকোঁচ করে। চুঁয়োপাড়ার প্রজাদের নিয়ে আমার মনটা বড়ই ক্লিষ্ট হয়ে আছে। ডেপুটির এজলাসে যদি কোনো ভাল উকিল কৌঁসুলি পাঠিয়ে ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সে চেষ্টা দেখা উচিত। তুমি ত সরস্বতী পূজোয় আস্‌চই সেই সময়ে এইসব ব্যাপার যথাসম্ভব যদি নিষ্পত্তি করে যেতে পার ত ভাল হয়।

আমি ক্লান্তদেহে কেবলি ঘুমোচ্চি। তুমি কখন আসবে শীঘ্র খবর দিয়ো। সব চেয়ে সুবিধের যাত্রা হচ্চে রাত্রের গাড়িতে এসে ষ্টীমারে করে পাবনায় যাওয়া— সেখান থেকে

মোটর বোটে সকালেই শিলাইদহে এসে পৌঁছন যায়। কুষ্টিয়ার সামনে নদী প্রায় শুকিয়ে গিয়ে পাল্কী যাতায়াত বড় অসুবিধের হয়েচে— দেরিও কম হয় না— আর এসে পৌঁছতে বেলা হয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪৭] ওঁ পোস্টমার্ক, পতিসর

ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রেই তোমার গল্পটি এক সংখ্যাতেই কেন বের হবেনা? আমার "ঘরে বাইরে" ফাল্গুনেই শেষ করে দিয়েছি। গত বছর চৈত্রে যেমন ফাল্গুনী বের হয়েছিল এবারে তেমনি কেবলমাত্র তোমার গল্প বের হোক্। আমার প্রস্তাব হচ্চে এই :— ফাল্গুনের সবুজপত্র বের করতে আর বেশি দেরি কোরোনা— তারপর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই তোমার গল্পটি বেরিয়ে যাক্। তাহলে বেশি দেরি হবেনা। এ মাসের সবুজপত্রের কপি কি সব তৈরি হয়নি? ঘরে বাইরে ত দিয়েছি— সেটা ফর্ম্মা চারেক হবে। তোমারও কিছু কিছু লেখা নিশ্চয় আছে— যদি প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর কিছু থাকে দিয়ে দিয়ো। তারপরেই তোমার গল্পটি ছাপা হতে থাক্। তাহলে ১লা চৈত্রেই বেরতে পারবে।

বিবিকে বোলো এবারে আমার শরীর অত্যন্ত বেশি অবসন্ন ছিল। অন্যান্য বারে যেমন শিলাইদহে আসবামাত্র

আমার লেখার বাঁধ আপনি ভেঙে যায় এবারে তা হয়নি। অনেক ধীরে ধীরে কোনোমতে ঘরে বাইরে লিখে তার পরে জড়তার ভারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে আছি। এবার আমার সাহিত্যের শাখায় ভালো করে বসন্তের মুকুল ধরল না। ফিরে গিয়ে বোলপুরে বসে নিশ্চয় তার সঙ্গীতের বক্তৃতা লিখ্‌ব— সেজন্যে সে কিছুমাত্র যেন উদ্বিগ্ন না হয়। এখনি বোলপুরেই ফিরতুম কিন্তু পতিসরের সেই পল্লীসংস্কারের কাজটা আমাকে ভূতের মত পেয়ে বসেচে অন্তত তাকে একটা পিণ্ডি না দিয়ে ফিরতে পারচিনে। পিয়ার্স ন সাহেব আমার সঙ্গে এসে জুটেচেন নইলে আরো শীঘ্র কাজ সারতে পারতুম। খুব সম্ভব আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই কলকাতায় গিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমার গল্পটি মেজে ঘষে বাগিয়ে রেখে দিয়ো। তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা— এখন থেকে তোমার এই এক বন্ধু হবার পথে চল্‌ল। কিন্তু তুমি সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্চ কেন? ওটা আচম্‌কা বের করতে পারলেই ভালো হত। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
মার্চ, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করচি সাহিত্য-সতরঞ্চের বোড়ের দল তোমার কিস্তি মাৎ করবার জন্য ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেচে। আমাদের দেশের মুস্কিল ঐ। যার যা ক্ষমতা আছে সেটাকে আমরা অভ্যর্থনা করে নিতে জানিনে— যেখানেই শক্তির প্রকাশ দেখি সেখানেই শক্তিশেল হানবার জন্যে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করে। এই বিরুদ্ধতায় বিশেষ ক্ষতি হত না যদি অনুকূলতাও সমাজের মধ্যে থাক্‌ত। সেটা কোথাও নেই— লেখককে নিতান্তই নিজের তাগিদে কিম্বা সম্পাদকের তাড়ায় লিখ্‌তে হয়— অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়— তার উপরে মোষের গুঁতোটা উপরি-পাওনা।

এখন মনে হচ্চে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সব চেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত— তার পরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি— একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়— এইজন্যে তারা চটে

ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি বলবে কি না "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"— কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়— বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে এ কথা বল্‌তে পারেনা যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার!

ছাত্রশাসনটা ইংরেজি করা হয়েচে— Modern Reviewতে যাবে। Lord Carmichaelকে পাঠিয়েছিলুম— তাতে কিছু ফল হয়েচে বলে খবর পেয়েচি। কিন্তু শুনচি আ··· বিশেষ কারণে বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েচেন— তা যদি সত্য হয় তাহলে শিশুপালবধ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবেনা— দ্বাপরযুগে কৃষ্ণভক্তিতে সেটা ঘটেছিল কলিযুগে ঘট্‌বে গোরার ভক্তিতে। দুঃখ করে কি করব? মরে তারাই যাদের মরণদশা। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তোমার যে সব প্রবন্ধ ছাপতে চাও একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাবে।— প্রশ্নপত্রের বাংলা নমুনার টুক্‌রোটি কার আমি তাই ভাবছিলুম। অনেক চিন্তা করে শেষকালে ভাবলুম হয়ত বা "ছিন্নপত্রের" কোনো চিঠির মধ্যে ঐ কটা লাইন লিখেও বা থাক্‌ব। এত লিখেচি যে নিজের লেখার হিসেব রাখা শক্ত হয়ে উঠেচে।

মানসীতে তোমার লেখার বিরুদ্ধে যদি কিছু বেরিয়ে থাকে তার কারণ বোধ হয় তোমার ভাষাটার সঙ্গে নাটোরের ঝগড়া মিট্‌চে না। বৈশাখের মানসীতে কিছু লেখা দেবার জন্যে প্রভাতকুমার আমাকে বিষম পীড়াপীড়ি লাগিয়েচে।

তুমি বৈশাখে একটা কিছু শীতলভোগ দিলে হয়ত যুগল সম্পাদক প্রসন্ন হতে পারেন। পূর্ব্বে যখন ভোগ জোগাতে তখন ত তোমার দিন ভালই চলছিল!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৪১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১২ এপ্রিল, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

ডাক্তার দ্বিজেন্দ্র মৈত্র কিছুদিন পূর্ব্বে প্রভাস মিত্রের জন্যে আমার কাছ থেকে ভোটের প্রতিশ্রুতি আদায় করেচেন— অন্য কোনো candidateএর কথা আমি জানতুম না প্রভাস বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলে আমি কোনো দ্বিধা করিনি। অতএব এবারকার মত আমার ভোট বাক্‌দত্ত।

আমি সমুদ্রপারের আয়োজন করচি। কিছুদিন থেকে মনটা একদিকে ক্লান্ত অন্যদিকে চঞ্চল— বোধ হয় একবার পারাপার করে এলে আবার কিছুকাল স্থির হয়ে বসতে পারব।

ইতিমধ্যে সবুজপত্রটাকে তোমরা তাজা রেখে দাও। যত পার নতুন লেখক টেনে নাও— লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে। দেশে যে আসবাব আছে তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করলে বৈরাগী হওয়া ছাড়া গতি নেই—

এই নিয়েই যথাসম্ভব ভদ্রতা রক্ষা করে ঘর করতে হবে— সাময়িক সাহিত্য অত্যন্ত বেশি যদি খুঁৎখুতে হয় তাহলে তাকে বিলেতের old maidএর মত যৌবন ব্যর্থ করে নিঃসন্তান শুকিয়ে মরতে হবে। চির সাময়িক সাহিত্যই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাচাই ও বাছাই করে— সাময়িক সাহিত্যের আমদরবার; খাষ দরবার নয়। এই ত আমার বিশ্বাস।

২রা বৈশাখ যাচ্চি— মোকাবিলায় পরামর্শ হবে। এখন উড়ুক্ষু অবস্থায় আছি এই জন্যে মনের গ্রন্থি ঢিলে হয়ে গেছে কিছুতে আঁটতে পারচিনে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ৩০ চৈত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫০] ঔ

কল্যাণীয়েষু

কাল harbour master-এর [হাত] দিয়ে একটুখানি লেখা পাঠিয়েছি— আজ পাইলটের হাত দিয়ে বাকিটুকু পাঠাচ্চি। এই দুটোয় মিলে তোমার বৈশাখের খোরাক চলে যাবে। রেঙ্গুনে গিয়ে পরের মাসের কিস্তি পাঠাতে পারব।

আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠিও না প্রবন্ধও না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন

কতখানি পড়বে বলতে পারিনে— কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মত হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।

এখনো মা গঙ্গার আঁচল ছাড়াতে পারিনি। আজ নদীর মোহানার কাছে Sandheadএ গিয়ে নোঙর করে রাত্রিযাপন করব।

আজ সন্ধ্যার দিকে একটা ঝড় পাওয়া যাবে বলে কাপ্তেন আশঙ্কা করচেন। সমুদ্রের রঙ্গভূমিতে ঝড়ের প্রবেশ, এবং রুদ্রতালে তাণ্ডবনৃত্য— এতে সন্ধ্যার আসরটা বোধ হয় জম্‌বে ভাল। দর্শকদের সুদ্ধ এই রঙ্গের মধ্যে না টান্‌লেই আমাদের নালিশ থাকবে না।

এ চিঠি যখন পাবে তখন অকূলে ভাসচি— তার পূর্ব্বে তোমাদের সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করি। বিবিকে বোলো যদি সুবিধা পায় এবং অবকাশ থাকে তাহলে আমার গানের ইংরেজি notation কিছু-কিছু যেন পাঠায়। দিনু এখন কলকাতায় আছে তার কাছে ওর গান শেখবার সুবিধা হবে। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫১] ওঁ পোস্টমার্ক, য়োকোহামা

২০ জুলাই, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এখানে এসে অবধি লেখবার সময় পাইনি। প্রথমত এখানকার জন্যে গোটা তিনেক লেকচার লিখ্‌তে হয়েচে—তার পরে আমেরিকার জন্যে লেকচার লিখতে বসেচি। আসচে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমেরিকার লেকচার সুরু হবে তার আগে যতগুলো পারি লিখে ফেলতে হবে। পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েচি এখন পূবের দিকে মন দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়েচে। আমার উদয়কাল আমি পূবকে দিয়েচি, আমার অস্তকালটা পশ্চিমকে দেওয়া যাক্। জাপানে একরকম আসর জমেচে মন্দ নয়। এদের সঙ্গে ব্যবহারে মনে একটা খুব আনন্দ হয় যে এরা অন্তরের সঙ্গে আমার কাছে আসে। এদের সত্যি দরকার আছে বলে এরা চায় সেইজন্যে আমার যা কিছু সত্যি আছে সেটা এদের সামনে এনে দেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ হয়। য়ুরোপেও তাই। আইডিয়া তাদের জীবনের খোরাক। তারা গভীর প্রয়োজন থেকে আইডিয়াকে চায় এইজন্যে গভীর উৎস থেকে আইডিয়া তাদের জন্যে উৎসারিত হয়। আমাদের অজীর্ণের দেশ, আইডিয়ার ক্ষুধা নেই—এইজন্যেই আইডিয়াকে খাদ্যরূপে চাইনে, চাট্‌নিরূপে চাই। কিন্তু চাট্‌নির ব্যবসা আর ভাল লাগে না। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৩ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, অর্জ্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুল্‌তে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আস্‌বে না, মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস্‌ পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েচে তাতে যে কেবল শোনা কমেচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসেচে— কিছুতে লিখ্‌তে পড়তে গা লাগ্‌চে না। এই ত গেল প্রথম দফা। দ্বিতীয় হচ্চে এই যে, এতদিন যখন কলম সতেজ ছিল তখন অন্য সকল কাজ অবহেলা করে তার পিছনেই দিন কাটিয়েচি। এখন কলমের চঞ্চলতা আপনিই কমে গেছে বলে বিদ্যালয়ের কাজে সমস্ত মন ঝুঁকেচে। আমি যে-বয়সে এসে পৌঁচেছি, সে-বয়সের ভয়ানক একটা সঙ্গহীনতা আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে স্থাণু হয়ে বসে থাকা, না সুখকর, না স্বাস্থ্যকর। তবু যতদিন লেখার আবেগ প্রবল ছিল ততদিন নিজের রচনালোকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যেত। এখন বুঝতে পারচি সেই লেখার উপর নিয়ত ভর করবার মত জোর তার নেই। তাই, নিতান্ত পথে বেরিয়ে না-পড়ে' আমার জীবনের একটা-কোনো আশ্রয় পাকা করে নিতে হবে। আমি ছেলেগুলোকে সত্যিই ভালোবাসি অথচ তাদের সঙ্গে আসক্তি

বা স্বার্থের যোগ নেই বলে মন মুক্ত থাকে— এইজন্যে ওদের সেবায় যদি পুরোপুরি লাগি তাহলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সের জীর্ণতার সমস্ত ফাঁকগুলো ভরে যাবে অথচ ছাড়াও থাক্‌ব। সব-শেষ দফার কথাটা কাউকে বলবার কথা নয়। মোটামুটি সে হচ্চে এই যে, জীবনটাকে ত ত্যাগ করতেই হবে— এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেনা। সেই ত্যাগটা যাতে নিছক লোকসান না হয় সে দিকে ভিতর থেকে বার বার তাগিদ আসে। তাই এখন পাঁচ কাজে আর মন লাগেনা। নিন্দা প্রশংসার উত্তেজনা এড়িয়ে চল্‌তে পারলে তবেই লক্ষ্যটা স্থির থাকে— নইলে মাতালের মত পা টলে টলে যায়। এই সব কারণেই, যে-জীবনটা এতদিন বহন করে এসেচি সেটাকে আর খাতির করতে পারিনে— তার বোঝা এইবার নামাব। তার মজুরি যা জুটেছে তা আমার যথেষ্ট হয়েচে, এখন সেইটেকে ট্যাঁকে নিয়ে অন্য কারবারে নাববার ইচ্ছা। তোমার কাছে সমস্তটা খোলসা করেই বল্লুম।

এ কথা বলা আমার তাৎপর্য্য নয় যে, লেখা আমি একেবারে ছেড়ে দেব। বল্লেও সেটা বাজে কথা হবে— কেননা কম্‌লি নেই ছোড়্‌তি হ্যয়। ওটা ম্যালেরিয়ার বিষ, কোনো নোটিস্ না দিয়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপন ধরাবে। কিন্তু সেটা তার নিজের অসাময়িক উত্তেজনায়, সাময়িক পত্রের বাঁধা মৌতাতের উত্তেজনায় নয়। এটুকু বলে রাখতে পারি — লেখবার কথাটা মনে রেখে দিলুম— এবং যখন লিখব তখন তোমাদের পেয়াদা পাঠাতে হবেনা। সুতরাং আমার

তরফ থেকে তোমাদের যেটা জুটবে সেটা উপ্‌রি-পাওনা। বাঁধাবরাদ্দর জন্যে অন্য পাকা বন্দোবস্ত রাখ্‌তেই হবে।

আমার মন অনেকদিন থেকেই ছুটির দরখাস্ত করচে— কিন্তু আপিসের কর্ত্তাদের কাছ থেকে কোনোমতেই ছুটি মঞ্জুর হচ্ছিল না। তাই এবার বিনা মঞ্জুরিতেই ছুটি নিয়ে দৌড় মারবার উদ্যোগ হচ্চে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জেরটাকে Gordian-গ্রন্থির মতই ছেদন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এইবার নতুন লেখকদের খুব কষে নাড়া দাও। আমরা যে এতদিন সাহিত্যের দরবার করে এসেচি সে ত নেহাৎ সৌখীন চালে করি নি। যখন তম্বুরা ধরবার হুকুম পেয়েছি তখন ভৈঁরো থেকে সুরু করে মালকোষে এসে শেষ করেচি। আবার যখন ঢালসড়কির পালা তখন নিজের বা অন্যের মাথার পরে দরদ রাখি নি। গালমন্দর তুফান বেয়ে পাড়ি লাগিয়েচি, হাল ছাড়িনি। দিন রাত যে মাথার পরে কোথা দিয়ে গেচে খবর রাখিনি। যাঁরা নবীন সাহিত্যিক তাঁরা একথা মনে রাখবেন। সাহিত্যের পেয়ালা একেবারে চুমুক মেরে উজাড় করতে হয় এতে বাইরে থেকে ঠোকর মেরে কোনো ফল হয় না। যাঁরা লাগবেন তাঁদের পুরোপূরি লাগ্‌তে হবে।

বিবিকে আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ দিয়ো। ক্লান্ত হয়ে আছি— আজ এইপর্যন্ত। ইতি ৩১ চৈত্র ১৩২৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৯ এপ্রিল, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, গড়িয়ে গড়িয়ে দিন যাচ্চে, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। কানের দিক দিয়ে মগজের উপর একটা পর্দ্দা পড়ে আস্‌চে। এর আয়োজন কিছুকাল থেকেই চল্‌চে। তাই মনটা ভারি একলা হয়ে পড়েচে। শুধু কেবল লেখাতে এখন ফাঁক ভরবে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয় আমার সঙ্গী। ওখানে মানুষের সংসর্গ পাই, হৃদয়ের অন্ন জোটে— অথচ ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই আর সমস্ত ছেড়ে এই শিশু নরনারায়ণের মন্দিরে সেবায়েৎগিরির কাজেই লাগব মনে করচি। ঐ মন্দিরের পথটা নিষ্কণ্টক। আমাদের দেশে সাহিত্যব্যাপারটা এত বেশি মানবসঙ্গবর্জ্জিত, এত বেশি সৌখীন যে, ওতে হৃদয়টা উপবাসী থেকে যায়। অথচ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার গুঁতোগুলো ষোলো আনা খেতে হয়। সাহিত্য থেকে আমাদের দেশের সমাজ বহুদূরে। আমি স্বভাবতই নিছক বুদ্ধিব্যবসায়ী নই— এইজন্যে, যে তাস একলা বসে খেল্‌তে হয় সে তাস খেলায় আমার দিন আর কাটে না।

বিদ্যালয়ের ছুটি হবে ২৬শে বৈশাখে— তারপরে একবার কানের তদ্বির করা যাবে।

সেই যে বাংলা Home Library পর্য্যায়ের বই লেখাবার প্রস্তাব করেছিলে— সেটা ভুলোনা। ভারি দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৪] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ভেবে দেখলুম সুখের চেয়ে যেমন সোয়াস্তি ভাল স্বাস্থ্যের চেয়ে শান্তি তেমনি। আমার পক্ষে ঠাণ্ডা হাওয়ার তত দরকার নেই যেমন দরকার বোলপুরের রিক্ত মাঠ, মুক্ত আকাশ এবং প্রখর আলো। যদি সেখানে কোনো উৎপাত এসে জোটে তাহলে গিরিরাজের বক্ষে গিয়ে আশ্রয় নেব। আপাততঃ অন্তত কিছুদিন বোলপুরে চুপচাপ করে পড়ে থাকি। অতএব চল্লুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৫] ওঁ

শান্তিনিকেতন
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

কল্যাণীয়েষু

চল্‌তি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি। এটা কি পড়া যায় কিম্বা বোঝা যায় কিম্বা ছাপানো যেতে পারে? নামরূপের মধ্যে রূপটা আমি দিলুম নাম দিতে হয় তুমি দিয়ো। শেষকালে তিনধরিয়ায় যাত্রাটা বোধ হচ্চে কপালে আছে, এখানে কিছু কিছু বিঘ্ন আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে
দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝর্‌না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্তির সাতনলী হার, নয় সে নিশাসবায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দরসে পূরে:
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত
যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্করেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে
দিনের আলো,—
বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো,
এই ভালো!
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলোমাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া
এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথরাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের
আশায়।"

এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে—কিন্তু এটাতে কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্য্যন্ত উঠেছে। ফার্ষ্ট ক্লাসের এক বেঞ্চিতে ছ জনের বেশি বসবার হুকুম নেই—কিন্তু থার্ড ক্লাসে ঠেসাঠেসি ভিড়—এ সেই রকম। কিন্তু যদি এটা ছাপাও তাহলে লাইন ভেঙোনা, তাহলে ছন্দ পড়া কঠিন হবে। স্মল পাইকায় মার্জ্জিন কম দিয়ে ছাপলে পঁচিশ অক্ষর ধরতে পারবে। ইতি

[৫৬] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ক'দিন ব্যামোয় এবং বিষম গোলমালে কেটে গেছে। আজ বক্তৃতা। এমনি জড়িয়ে পড়েচি যে ফাঁক পাচ্চিনে। রথীরা বড় একটা বাড়িতে যাচ্চে। তোমরা নিশ্চয় একবার এসো। এখানে তোমাদের শরীরও ভালো থাক্‌বে। বিবিকে বোলো আমার তহবিল থেকে দিনুর কাপড়ের দামটা যেন শুধে দেয়। কিন্তু তোমাদের আসা চাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখানে একলা ছাতের উপর চুপ করে বসে থেকে আমার মনটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু দেখলুম শরীরের অবসাদ কিছুতেই ঘুচচে না। সেটা যেন সিন্ধ্‌বাদের বুড়ো মানুষটার মত ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে— যত দিন যাচ্চে ততই ভার যেন আরো বাড়চে। তাই ভাবচি একবার তিনধরিয়াটা পরখ করে দেখি। আমার এখানে আসবার একটা প্রধান কারণ ছিল দিনু।... যদি পাহাড়ে যাই ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। তোমরা যদি তিনধরিয়ায় যাও তাহলে আমার কোনো ভাবনাই থাকেনা। কবে যেতে পারবে আমাকে জানালেই আমি চলে যাব। একটা গাড়ি সেই বুঝে রিজার্ভ কোরো। শরীরটাকে বদল করতে পারলে ভাল হত মেরামৎ করে আর চল্‌চে না। তাকে একটু নাড়া দিতে গেলেই আজকাল এত বেশি গ্যাঁগোঁ করচে যে আমার নিজেরই রাগ হয়। বেচারার বেশি দোষ নেই— পঞ্চাশ বছরে ওকে সত্তর বছরের ওজনে খাটিয়ে নিয়েচি— যাকে বলে overtime খাটুনি— কিন্তু তার মজুরী কি পেলুম তাই ভাবি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি তোমাদের গুরুজন সে কথা মনে রেখো— অতএব যদি তিনধরিয়ায় তোমরা থাক তবে বাড়ির কর্ত্তা কে হবে সে কথা ভুল্লে চল্‌বে না। কিন্তু একটা বাবুর্চ্চি তোমরা নিয়ো, আমার উপর রসদের ভার রইল।

[৫৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৭ অগস্ট, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

গানের লেকচারটা লেখা হয়েচে। Exercise bookএর ২৭ পাতা ভরল। সেটাকে ফর্ম্মায় ঢাললে তার পরিমাণ কি দাঁড়ায় জানিনে। কিন্তু গজবহরে এ সব জিনিসের মাপ হয় না অতএব গুরুত্ব কত তা শুনলে বুঝতে পারবে। দুই তিন দিনের মধ্যেই যাব। শ্রাবণের সবুজপত্র কি বেরয় নি? ও ঋতুটা ত সবুজপত্রের পক্ষে অনুকূল বলেই জানি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৫৯] ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর

পোস্টমার্ক, ২৩ অক্টোবর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

তোমাকে একখানি ফরাসী বই পাঠাচ্চি। এখানি একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব প্রশংসা করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন— বলেছিলেন এ বই আমার পড়া উচিত। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটি পালন করা কেন আমার পক্ষে কঠিন সে কথা তোমার কাছে গোপন নেই। সবুজপত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি— বিশেষত যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে।

অর্থাৎ সবুজপত্রে কেবল ফুলের সূচনামাত্র করেনা তাতে ফলেরও আয়োজন আছে এইটে না প্রকাশ হলে জিনিসটা একটু সৌখীন হয়ে দাঁড়াবে। শিক্ষাতত্ত্বটাকে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। সেই ভাববার প্রধান বাধা এই যে, আমরা পৃথিবীতে মনন ব্যাপারে যে solitary cellএর মধ্যে বন্দী আছি তার মধ্যে বসে আমাদের মনে হয় কেউ বুঝি কোথাও পুরোনো জিনিসকে নতুন করে ভাবচে না। সেইজন্যে আমাদের ভাবতেই ভয় হয়। নিজের দেশের শাস্ত্র সৃষ্টির গোড়াতেই একেবারে চতুর্ম্মুখের মগজে চিন্তিত হয়ে তাঁর মুখ থেকে সম্পূর্ণ পরিণত হয়ে বেরিয়েচে বলে ঠিক করে বসে আছি— পরের দেশের শাস্ত্রকেও আমরা অচল ঠাটে বাঁধা অবস্থায় ধ্যান করি— ওটা আমাদের স্বভাব হয়ে গেচে। ওটা আমাদের মজ্জাগত মনের কুঁড়েমি। কিন্তু কুঁড়ে লোকের প্রধান শিক্ষা হচ্চে তাকে জানানো যে, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই কুঁড়ে নয়— মানুষের মন ছয় দিন সৃষ্টি করে' সাতদিনের দিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বল্‌চে না যে, তোফা হয়েচে— সৃষ্টির মধ্যে আরো-ভালোর ডাক কোনোদিন থামেনি এবং কোনোদিন থামবেনা! সবুজপত্রের সবুজত্বই এই নিয়ে। যে ডাকঘর দিয়ে এই পত্র আস্‌চে সেই ডাকঘরে তুলট কাগজ চলেনা— সেখানে হল্‌দের আমেজ দেখা দিলেই তাকে খসিয়ে দিয়ে সবুজ আপনার জয়পতাকা ওড়ায়। তাই সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েচে সেইখানকার বার্ত্তা

তোমার পত্র বহন করে প্রচার করুক। তার সবগুলোই যে আমরা গ্রাহ্য করে নেব তা নয়, কিন্তু নিতান্তপক্ষে তার ধাক্কাটা আমাদের জাগরণের পক্ষে দরকার হয়েচে। আমাদের দেশের ইস্কুলমাষ্টার আমাদের শিখিয়েচে যে মনের ধর্ম্ম মুখস্থ করা— আমাদের এমন দৃষ্টান্ত জরুর চাই যার থেকে বুঝতে পারি মনের ধর্ম্ম ভাবা। তাই বেলজিয়মে যে নূতন ইস্কুল হয়েচে তার খবর সবুজপত্র থেকে দাবী করচি। তুমি সম্প্রতি নানা লেখা, কিম্বা সম্ভবত না-লেখা, নিয়ে ব্যস্ত আছ—অতএব আমার পরামর্শ বিবিকে এই কাজের ভার দেও। মস্ত আশার কথা, জ্যোতিদাদা ওখানে আছেন। তিনি এটা পেলে হয়ত ফস্ করে এটাকে গৌড়ীয় ভাষায় ঢালাই করে নিতে পারেন। যাই হোক্ তোমাদের যে রকম মর্জি তাই কোরো কিন্তু আমার এটাতে গরজ আছে। এর শেষ পরিচ্ছেদ, যার বিষয়টা হচ্চে "Education Morale, Sociale et Artistique"— ঐটেই আমার সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয়। তর্জ্জমা নয় কিন্তু এর ভাবার্থটা কি পাওয়া যাবেনা?

কাল বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে যে চিঠি লিখেচি সেটা, ইংরেজিতে যাকে গম্ভীর ভাব বলে, সেইভাবে ভেবে দেখো। যারা কাজ করচে তাদের বিনা দোষে বিদায় করতে কিছুতে ইচ্ছা হয় না—কিন্তু আমাদের দায়টা খুব কঠিন হয়েচে বলে আমার মনে হচ্চে। শতকরা দশটাকা সুদে হ্যাণ্ডনোট অনেকদিন লিখিনি— ন টাকা পর্য্যন্ত অভ্যাস আছে। শুনলুম মাসে

দেড় হাজার টাকা কেবল সুদই দিচ্চি—উটের পিঠে অনেক সয় কিন্তু তারো ত একটা শেষ খড় আছে—অথচ মেরুদণ্ড-হিসাবে আমরা উটও নই, আর বোঝা যা চাপ্‌চে তাকে খড় বলা চলে না। এমন অবস্থায় বিরাহিমপুরের সদর সেরেস্তার ভার কমাতে চাইলে অন্যায় হবেনা। সদরে একজন ইন্‌স্পেক্টর বাড়াতে হবে কিন্তু তার মাইনে অপেক্ষাকৃত কম হবে। ইস্‌মনবিশিকে ঝেড়ে দেখ্‌লে কমাবার উপায় পাওয়া যাবে। তুমি কলকাতায় থাক্‌তে থাক্‌তেই একাজটা সেরে নিতে পারলে ভাল হত—কিন্তু তখন অবস্থার শোচনীয়তাটা আমার এত স্পষ্ট জানা ছিলনা। জমাখরচের হিসেব কোনোকালেই আমার কাছে রমণীয় নয়—বিশেষত অবস্থা যখন সচ্ছল নয় তখন খরগোষের মত চোখ বুজে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। এটর্নি পল্টু কর লিখন হাতে সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতেই চোখ খুল্‌তে হল।...“ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ” আমার হজম হয় না তাই কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েচি— অতএব তোমাকে এই পূজোর ছুটির সময়টাতেও গম্ভীরভাবে ভাবাতে চেষ্টা করচি। এ বছর বিরাহিমপুর থেকে মুনফা বেশি আশা করা চল্‌বে না— আর কালীগ্রামে “শস্যঞ্চ গৃহমাগতং” পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার জো নেই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা, সেই ভাল, আলোচনার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ duet লাগানো যাক্। তার একটা সুবিধা এই যে মূলধন ছাপিয়ে মুনফা উঠ্‌বে। তুমি তাহলে আর দেরি না করে তোমার খোলে চাঁটি লাগাও, তারপরে আমি এদিকে আছি। প্রবন্ধরচনায় তুমি যে এই যৌথ প্রণালীর উদ্ভাবন করলে এটাকে নানা দিকে চালিয়ে যাওয়া ভাল। অতুলবাবু প্রভৃতি আরো দুই একজন জুড়ি জুটিয়ে আসর জমাতে পার। Wells-এর ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও কোনো একজন ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গৎ লাগাও না। আমার মনে হয় Wells-এর বইয়ের যে জিনিসটা বিশেষ বিবেচ্য সেটা ওর বইয়ের তত্ত্ব নয়, ওর মনের গতি। ওরা একটা বড় আঘাত পেয়ে জেগে উঠেচে, যেটাকে চরম আশ্রয় বলে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল দেখেচে সেটা ভর সয় না। অথচ ওদের পুরাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থাটাও নানা জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। কঁৎ যে একটা পূজার সামগ্রী সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের পুরীর জগন্নাথের মতই তার হাত নেই— আমরা তাকে উদ্দেশ করে দিতে পারি কিন্তু সে নিতে পারে না। এরা এখন চাচ্চে এমন একটি Personality যে আমাদের অন্তরে বাহিরে সত্য, আমাদের আর সব চুরমার হয়ে গেলেও যে বাকি থাকে, এবং যে মৃত্যুর বিদীর্ণবক্ষ থেকে জীবনের উৎস উৎসারিত করে। সেই Personality আছে এই

উপলব্ধিটিই হচ্চে positive লাভ—কিন্তু তার স্বরূপটি কি এটার সম্বন্ধে পরিচয় পাকা হয় নি বলে নানা অদ্ভুত জল্পনার সৃষ্টি হচ্চে। সে জঞ্জালগুলো ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসবে কিন্তু একটি পরম গতি সম্মুখে আছে বলে মানুষ যাত্রা করে বেরতে প্রস্তুত হয়েছে ;—তার একটা আশ্রয় ভেঙেচে বলেই সে একটি বৃহৎ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে আর এক পরম আশ্রয়ের দিকে উৎসুক হয়ে উঠেচে এইটেই হচ্চে বড় কথা। নিশ্চয়ই Wells যে কথাটা তুলেচে সে ওর একলার কথা নয়— অনেকের মুখপাত্র হয়েই সে একটা ভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা করচে। ওদের সেই মনস্তত্ত্বটাই আমাদের ভেবে দেখবার কথা। বস্তুত মানুষের ধর্ম্মের ইতিহাসে তার ধর্ম্মের রূপটার চেয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে তার মনস্তত্ত্বটাই মূল্যবান এবং সেইটেতেই সত্যের পথ নির্দ্দেশ করে। Wells-এর বই পড়লেও সেই পথটাকে Science-এর বহুদিনের আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে আবার দেখ্‌তে পাই— তাতে এইটুকু দেখা যায় Science-র মধ্যেই মানুষ বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারে না, কোনমতে তার পোড়া কয়লা, ছাই এবং ভাঙা সরঞ্জামের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে সে একটা বাইরের দিকে ছুট্‌তে চায়। মানুষের ইতিহাসের নানা বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের এই যে একই চেষ্টা দেখ্‌তে পাই এইটেই কি ধর্ম্মসম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা নয়?

জমিদারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতই ভাবচি ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে, ওটা অকারণে top heavy হয়েচে— ছুটো সদর

ওর পক্ষে অনাবশ্যক বোঝা। কলকাতার সদর এবং মফস্বল এবং তার মধ্যে একটি উভচর পরিদর্শক, অর্থাৎ যিনি Trinityর Holy Ghost, এই হলেই কাজ সহজ হয়। ভেবে দেখো কিন্তু মনস্থির করতে দেরি কোরো না। একবার সুরেন এবং তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় কথা হলে ভাল হত। ইতি ১৩ই কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মঞ্জু ভাল আছে ত?

[৬১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
৩ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

ইতিমধ্যে অমিয়র আর কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি। তুমি কোনো খবর পেয়েচ কি? এখানে আমার কাছে এলে আমি তাকে কি উপায়ে বল দেব তাই ভাবচি। আমার নিজের জীবনের যেটুকু সম্বল সে এত ভিতরের দিকে যে, সে ত কারো হাতে তুলে দিতে সহজে পারিনে। জীবনকে ছাড়িয়ে যে কথা যায় সেই কথা নিয়ে আমি বেঁচে আছি কিন্তু অমিয়ের মত ছেলেমানুষকে সেখানকার খোরাক দিতে চাইলে সে তা নিতে পারবেনা— তার কাছে এ সমস্ত খুবই ফাঁকা ঠেকবে। আমি সন্ধ্যার

সময় ছাতের উপর একলা বসে কাটাই— ওর কাছে আমার নিস্তব্ধতা আরো বেশি বিষাদের ভার বাড়িয়ে তুলবে। এইজন্যে ওর এই দায়িত্ব নিতে আমার ভারি ভাবনা হচ্চে। ওর সম্বন্ধে তুমিই বা কি ভাবচ আমাকে লিখো। বেলার শরীর— বোধহয় কয়দিনের নিরন্তর বাদলায়— খারাপ আছে খবর পেয়েচি। ১৭ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬২] ঔ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি দিন দশপনেরো পরে যদি কলকাতায় যাও তাহলে সেইসময়ে একবার রাজধানীতে হাজির হব। তখন একবার বিষয়কর্ম্মের কথাটা চুকিয়ে দিয়ে আসব। ওর আলোচনাটা আমার একেবারেই মনঃপূত নয় বলেই ওটা আমার মনের মধ্যে এমন তোলাপাড়া করচে— ওটাকে সম্পূর্ণ নিকেশ করে দিয়ে স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করতে চাই। আমার বিষয় ভোগের বয়স গেছে, যখন ছিল তখনও ভোগ করিনি। এখনও আমিরী সখ আমার একটিও নেই। সুন্দর জায়গায় নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে বনচ্ছায়াতলে একটি অতি মনোহর কুটীর বানিয়ে একটি আরাম কেদারা এবং তিন আলমারি বই নিয়ে নিভৃতে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেব এই রকমের একটা সখ অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে সময়ে

অসময়ে গুঞ্জন করে বেড়ায় বটে কিন্তু বুঝে নিয়েচি সে আমার কপালে নেই। টাকার যা সঙ্গতি হয়েছিল তাতে কিছুই অসম্ভব ছিল না কিন্তু আমার প্রকৃতির মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন বসে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বল্‌তে হয় Thy need is greater than mine। অতএব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমার অবস্থা কোনোদিনই সচ্ছল হবে না। এক-একবার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক্, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলয় না দেখতে পাই। কেননা রথীর সংসারেও দেখি অনাটন, আমার ইস্কুলেও দেখি তাই, অতএব ডাইনে বাঁয়ে হিসেবের নিষ্ঠুর খাতার দিক থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চক্ষু বুজে মনের শান্তি রাখ্‌তে চেষ্টা করি। ঠিক এমন সময়ে যখন ১০ পার্সেণ্ট সুদে হ্যাণ্ডনোটে সই করতে হয় তখন কোথায় যে দাঁড়িয়ে আছি ঠাওর পাইনে। এদিকে জানি আমার কাছ থেকেই এস্টেট ৩৭০০০ হাজার টাকা ধার নিয়েচে— এখনো তার এক পয়সা সুদ পাইনি। সুদ দাবি করতে গেলে উচ্চহারে সুদ দিয়ে ধার করতে হবে। অতএব যত রকম সখ আছে সমস্ত থাক্ এখন কুত্তা বুলিয়ে নিলে বাঁচি।

ডাক্তারের কথা লিখেচ ওটা আলোচ্য বটে। কিন্তু যেহেতু ঐ একটা বড় খরচ যা আমরা নিজের স্বার্থে করিনে প্রজাদের জন্যে করি, এই কারণে ওটাতে হাত দিতে কিছুতে ইচ্ছা করেনা। এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারীর এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ

উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাঁসপাতালের চাঁদা আদায় করে' আজ পর্য্যন্ত তার একটি ইঁটও ভিতের উপর চড়েনি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারীর এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য শোক করতুম না— কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেণ্ট-পার্সেণ্ট্ সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যাণ্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার ত সব-চেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তাহলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম— মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেটে যাবে— তার পরে যারা বিসয় ভোগ করচে তারা তার দায়ও ভোগ করবে, তাতে এই বিশ্বজগতের কি আসে যায়, আর, আমারি বা কি মাথাব্যথা। ইতি
১৯ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই cuttingsগুলো সুরেনকে পাঠিয়ে দিয়ো।

[৬৩] ঔ পোস্টমার্ক, ৯ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

পশু´ রবিবারে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাচ্চি। বেলাকে দেখে আসব— ডাক্তার সরকারের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে আসব তারপরে Self Government-এর scheme সম্বন্ধে কারো কারো সঙ্গে আলোচনা করব এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যে হয়ত তোমরাও এসে পড়তে পার।

এবারকার সবুজপত্র খুব ঘন সবুজ হয়েচে— প্রায় সব লেখাতেই যথেষ্ট রস আছে। অন্নচিন্তা আবার পড়ে আবার ভাল লাগ্‌ল— তোমার নোটগুলি খুবই তীক্ষ্ণ ও ঝকঝকে হয়েচে এখানকার পাঠকেরা খুব তারিফ করচে। গীতিকাব্যও বেশ ভাল লেখা— বরদা বাবুর লেখাটিও বেশ সারালো ধারালো এবং রসালো হয়েচে। অতুল এবং বরদাবাবু তোমার সবুজপত্রের আসরে ওস্তাদের আসন নিয়েচেন— সাহিত্যের দ্যুলোকে ওঁরা নিজের আলোকে আলোকিত— এখন আশা হচ্চে সবুজের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের অবসান হল।

অমিয় সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত হয়েচি। ইতি ২৩ কার্ত্তিক ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ পোস্টমার্ক, বড়বাজার

১২ নভেম্বর, ১৯১৭

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় এসেচি। মেরে কেটে ১৬ই পর্য্যন্ত থাকব। তার পরে পিঠাপুরমের রাজার ওখানে যাবার কথা আছে। যদি তার মধ্যে এসে পড় তাহলে বিষয়কর্ম্মের আলোচনা হবে। নইলে ফিরে এসে দেখা যাবে। ইতিমধ্যে সেই যে ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেচি সেটা ভেবে দেখো। ওটা না থাকাতে আমার বিশ্বাস যথেষ্ট শৈথিল্য এবং অনিয়ম ঘটে। আমি যে লোকের কথা বলেছিলুম সে হচ্চে সত্যেশ্বর নাগ। কালিগ্রামের বিভাগে ম্যানেজার ছিল— ৬ বছর কাঁকিনা স্টেটে নানাবিধ কাজ করেচে। লেখাপড়া ভালই জানে— এমন কি সাধারণ ইংরেজি বাংলায় ওর দখল বেশ নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ সবুজপত্রে যে রকম অসাধারণ রকমের বানান ভুল হয় সে ওর হাতে হতে পারত না— ওকে প্রুফ সংশোধন করতে দিলে সেটা বুঝতে পারবে। এবার সবুজপত্র ছেলেদের হাতে দিতে ভয় হয়— বানানভুলে পা ফেলবার জায়গা নেই।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের ছন্দের হাত মোটে দুরস্ত নয়— সবসুদ্ধ ওর কবিতা সেইজন্যে দুর্ব্বল হয়ে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

মহাজনের এবং উইলের দেনায় যে রকম জড়িয়ে আছি তাতে আমার অংশ বিক্রি হওয়া প্রায় অসম্ভব এ কথা তোমাকে চিঠি লেখার পর মনে হয়েচে। অতএব বিভাগ হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। কি রকম ভাবে হতে পারে তুমি মধ্যস্থ হয়ে স্থির করে দিয়ো। সুরেন কোনোমতে কিছুমাত্র আঘাত পায় এ আমার কিছুতে ভাল লাগে না। দেনার ভার ওর সঙ্গে সমান করে বহন করতেও আমি কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু কেবল পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে পারব না। এই দেনার বিপাকে পড়ে বিদ্যালয়ের অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হয়েচে যে আমি আর উদাসীন থাক্‌তে পারিনে। একে যুদ্ধের জন্যে দাম চড়ে গেছে, তাতে আমাদের এস্টেট থেকে সুদ বন্ধ, শান্তিনিকেতন থেকে যে ২৫০টাকা পাওয়া যেত তাও বন্ধ, ছেলেদের অনেকেই দুর্দ্দশায় পড়ে বহুকাল বেতন মুল্‌তবি রেখেচে ইত্যাদি সমস্ত উৎপাত একসঙ্গে জড় হয়েচে। ভাগ্যে হঠাৎ ম্যাকমিলান হাজার টাকা পাঠিয়েছিল তাই উপস্থিতমত কাজ চল্‌চে। আমাদের নিজের ক্ষুধিত সংসারের গ্রাস থেকে এই হাজার টাকা ছিনিয়ে আনা আমার পক্ষে কম দুঃখকর নয়, কিন্তু সে কথা ভাববার সময় নেই। যাই হোক্ আমার নিজের দেনা শোধ করতে না পারলে আমার বিষয় এবং

আমার কাজ দুইই ডুববে। অতএব অবিলম্বে আমাকে কোমর বাঁধতেই হবে।

মনের ভিতরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে আছে যে কোনো কাজই করতে ইচ্ছা করে না। অথচ সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্য বিরামজনক নয় বলেই অত্যন্ত মন্থরভাবে শান্তিনিকেতন থেকে একটু একটু করে ইংরেজি তর্জ্জমা করি। দেখব এরি মধ্যে সবুজপত্রের যদি কিছু লিখ্‌তে পারি। কিন্তু বোধ হচ্চে আমার দম ফুরিয়ে এসেচে এখন আমি যদি কিছু জোগান দিতে পারি সে এখানকার শিশুদের ছোট মুঠো ভরবার মত— তোমাদের সদর হাটে ব্যাপার করবার মত সম্বল আমার আর নেই। উৎসাহও বোধ করচিনে। মনটা যে রাস্তায় ছুটচে সেটা নির্জ্জনের রাস্তা। ইতি ২০ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অংশবিভাগের কথাটা ভুলো না। সুরেনের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমরা যা ঠিক করবে আমার তাতে কোথাও বাধবে না। আমি মুনফার চেয়ে মুক্তি চাই। আগামী বৎসরের গোড়া থেকেই যেন খোলসার পথে যাত্রা করতে পারি।

[৬৬] ঔ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রিয়বাবুর বইগুলো কেনবার জন্যে ইচ্ছা খুবই আছে। এগুলো ছড়িয়ে নষ্ট হলে দুঃখের বিষয় হবে। কি রকম

দামে পাওয়া যেতে পারে জানলে বুঝব আমার সামর্থ্যে কুলবে কিনা।

আচ্ছা, সেই শিক্ষা সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখ্‌ব। আজকাল কলম আর সরতে চায় না। এটা যে কেবলমাত্র অন্তঃকরণগত ক্লান্তি তা নয় সত্যিই কল বিগ্‌ড়ে গেচে।

প্রুফ আজ ত আসেনি। তাহলে বোধ হয় পর্শু মঙ্গলবারে আস্‌বে।

কাজের কথা পরিণামের দিকে এগচ্চে কি?

আমারো মনে হয় প্রবন্ধ লিখে তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে। সবুজ পাতার চেয়ে পরিপক্ব ফলটা বেশি দামী হবে। কেবলি প্রবন্ধ লেখায় মনের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। এতে কাজেরও ফল পাওয়া যায় না অবকাশেরও না। অধিকাংশ অল্পপ্রাণ লোক যারা ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চার পুণ্য শস্তায় লাভ করতে চায় তাদের জন্যে মজুরি করে জীবন কাটাবার দৈন্য তোমাকে শোভা পায় না। আমি ত ইতিমধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেচি— আমি স্ট্রায়িক্‌ করব। কারণ এই সাময়িক সাহিত্যের বারোয়ারি মজ্‌লিশে আমাকে নিয়ে এমনি টানাটানি চল্‌চে যে অস্থির হয়ে উঠেচি। বনের মধ্যে ভালুক জন্তুটারও একটা মর্য্যাদা আছে কিন্তু তাকে রাস্তার লোকের আমোদের জন্যে নাচ্‌তে হলে সেটা দুঃখের বিষয় হয়। ইতি ২৯ মাঘ ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

রথীকে লিখে দিয়েছি সুরেনের প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি। যদিচ সুরেনের জন্যে আমার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ রইল। এক হাতে সমস্ত বিষয় থাকার সুবিধা আছে যদি সেই এক হাত সতর্ক হয়। নতুবা একাধিপত্যে দায়িত্ব চলে যায় বলেই তার বিপদও আছে। সুরেন যদি সম্পূর্ণ মন দিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখ্‌তে পারে তাহলে ত ভালই হয়। কিন্তু যদি ওদের ইন্‌স্যুরেন্স কম্পানিই ওর সুয়োরাণী হয় এবং জমিদারীটা হয় দুয়োরাণী তাহলে ফল ভাল হবেনা। জমিদারী সম্বন্ধে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেটা আমাদের মনে থাকেনা বলেই এত দুর্গতি হয়েচে। আমি যদি নিঃসরিক কাজ করতে পারতুম তাহলে এইটেকেই মুখ্য কাজ করতুম। কিন্তু আমার ত কাজের বয়স চলে গেল। যাই হোক্ আগামী বৈশাখ থেকে নূতন নিয়ম যাতে চলে সেইরকম লেখাপড়া ইতিমধ্যে সেরে রেখে দিয়ো। দ্বিপুদের দলিলটা কপি করলেই ত হবে।

তুমি সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাকে খাতির করে চল শুনে আশ্চর্য্য হলুম। ছাপার অক্ষর জিনিসটার একটা জাদু আছে। সেই জাদুর আবরণ কাটিয়ে স্বয়ং সমালোচক পুরুষটিকে যদি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেতে তাহলে অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পেতে তার সম্পত্তির মধ্যে আছে

মাত্র কলম। আক্কেল এবং এলেম বেশি নয়। আমাদের দেশের পনেরো আনা লেখার মধ্যে মন জিনিষটা নেই— আমাদের পাঠকদের পাকযন্ত্র সেইজন্যে ওটা এখনও হজম করতে শেখেনি। উপদেশ এবং অশ্রু এবং উত্তেজনা যতই জোগাবে তার অফুরান কাট্‌তি। কিন্তু মন জিনিসটা বড় বালাই। ওটাকে গালের মধ্যে দিলেই অমনি গলে না। ওটার সঙ্গে কারবার করতে হলে যে পরিণতির দরকার যে কারণেই হোক আমাদের দেশে সেটা দুর্লভ হয়েচে। আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাইনি— যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। তার পরে আবার আমাদের বিদ্যাশিক্ষাও মূল বই থেকে নয় নোটবই থেকে। এই রকম করে আরেক জনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্দ্ধেক হজম করে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময়ে হঠাৎ আমাদের ভাবতে বল্লে আমাদের রাগ হয়— এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায় সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইব্‌সেন মেটারলিঙ্ক ডস্‌টেভ্‌স্কি বার্ণার্ডশ্‌ কোট্‌ করে এবং ব্যাখ্যা করে ইস্কুলমাষ্টারি করতে পার তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক্‌ তার কাট্‌তি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর। কিন্তু তোমার দোষ হচ্চে তুমি নিজে ভাব সুতরাং তুমি ভাবনা দাবী কর—এতবড় দুরাশা আমাদের দেশে চল্‌বেনা। অক্ষয় মজুমদার বল্‌তেন "অভিনয় করবার সময় দর্শকদের মনে করতুম বাঁদর তাতেই

অভিনয় করা সহজ হত।" কিন্তু অভিনয়ের বেলা যেটা খাটে সাহিত্যের বেলা সেটা খাটে না। সাহিত্যের বেলা মনে রাখ্‌তেই হবে যাদের জন্যে লিখ্‌চি তারা সকলেই মানুষ, তাদের সকলেরই মন আছে। আমাদের পাঠকদের মধ্যে সেই মনের যাচাইটা খাঁটি এবং কড়া নয় বলেই কতই যে বাজে লেখা লিখেচি তার ঠিকানাই নেই। বাহির থেকে আদায় করে নেবার লোকটি না থাক্‌লে ভিতরের দান করবার শক্তিতে বিকার ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত মেনেও কোমর বেঁধে চল্‌তে হবে এবং জান্‌তে হবে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

প্রিয়বাবুর ইংরেজি বইগুলো কিনে রাখবার ইচ্ছা ত আছে। চেষ্টা করে দেখো যাতে আমার সাধ্যের মধ্যে কুলোয়। ইতি ২ ফাল্গুন ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৮] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমারি দোষ। শরৎ চাটুজ্জে একটা নতুন কাগজ বের করে তাতে আমাকে সমালোচনা লিখ্‌তে অনুরোধ করছিলেন। তার জবাবে আমি তাঁকে বলেছিলুম যে, আজকাল আমার লেখার উৎসাহ একেবারে ছুটে গেছে, এমন কি, সবুজ পত্রে

লেখাও আমার আর চল্‌চে না। এর থেকেই কথাটা নিশ্চয় উঠেচে। সত্যিই আমার কেমন লেখা সম্বন্ধে জড়তা এসেচে। বারে বারে এই কথাই কেবল মনে হয় আমাদের দেশের পাঠক লেখকদের উপর আজকাল অত্যন্ত বেশি মুরুব্বিয়ানা করে। আমাদের যখন বয়স অল্প ছিল বঙ্কিমবাবুদের প্রতি আমাদের মনের ভাব ঠিক উল্টো ছিল। এমনতর পাঠক-সমাজের কাছে লিখ্‌তে কোনোমতেই গা লাগে না। এর ফল হয় এই যে, নিজের ভিতরে যতটা পূর্ণতা আছে বাইরে তার প্রকাশের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কেননা বাইরে থেকে আদায় করে নেবার ব্যবস্থা না থাক্‌লে ইচ্ছা থাক্‌লেও দেওয়া যায় না— মন ত আমাদের সম্পূর্ণ নিজের বশ নয়— আমাদের নিজের যা সম্পদ আছে তা দিতে গেলে ভিতর বাহিরের যোগে সেটা ঘট্‌তে পারে। এই সকল কারণে, এবং হয়ত অন্য নানা কারণও আছে, আমার কেবলি দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনে মনে কেবলি জিনিসপত্র প্যাক্ করচি, এবং টাইম টেব্‌ল দেখচি— এমন অবস্থায় মনটাকে কলমের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া ভারি শক্ত হয়। আজকাল কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলুম, তারও দেখচি ইষ্টিম্ ফুরিয়ে আস্‌চে। এই রকম মানসিক উড়ুক্ষুতা রোগের একমাত্র ওষুধ হচ্চে খুব ভরপুর বেগে একেবারে উড়ে যাওয়া। চেষ্টা ত কর্‌চি, কিন্তু আজকাল পথও চারদিকে বন্ধ, আবার পাথেয়ও তথৈবচ। সেইজন্য দিনরাত কেবল চলি-চলিই করচি অথচ চলা হচ্চে না,

সেইটেতে ক্ষতি হচ্চে। যাই হোক্ আপাতত তোমাকে একটা কবিতা পাঠাই তার পরে গল্প একটা লেখবার চেষ্টা করব। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৬৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৯ জুলাই, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

এখানে এসে অবধি এক লাইন লিখিনি। মনটা ক্লান্ত হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে আজকাল মাষ্টারি করে থাকি। তাতে আমার প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। এতে আর কিছু উপকার যদি নাও হয় তবু আমার মনটা সুস্থ থাকে। নানা কারণে উদ্বৃত্ত শক্তিকে যখন কাজে লাগাতে না পারি তখনি মন বিগ্‌ড়ে যায়। লেখার প্রেরণা সব সময়ে থাকে না অথচ মনের কলে দম দেওয়া থাকে বলে সে সব সময়েই চল্‌তে থাকে— এই চলার জাঁতাটা যদি কিছু পেষবার না পায় তাহলে নিজেকে নিজে ক্ষয় করে। লেখকরা অনেক সময়েই বেকার অবস্থায় এই আত্মপেষণের কাজে নিজেকে ক্ষয় করতেই থাকে— এ কাজ আমি অনেক করেচি সুতরাং জানি এটা প্রীতিকর নয়। এইজন্যে পঞ্চাশোর্দ্ধে ঐ অনিশ্চিত অনিয়মিত অসাময়িক কাজটা ছেড়ে দিয়ে গুরুমশায়গিরি ধরেচি। তাতে বেশ ভালই থাকি। এর কোনো একটা

ফাঁকে তোমাদের জন্যে কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব—কিন্তু মনের বেগটা লেখার দিক থেকে অন্য দিকে সরে গেছে। সুনীতি আমার কাছে আসবার আগেই অজিত আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সুনীতিকে কিছু না দিয়ে পারলুমনা— কেননা ওঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ এই খানিকক্ষণ হল সবুজপত্র পেয়েছি। পেয়েই পড়ে ফেল্লুম। সবুজপত্রের গুণ হচ্চে পড়তে বেশিক্ষণ লাগে না— খুব ব্যস্ত লোকেরও ভয় করবার দরকার হয় না। আমার সকাল বেলাকার ক্লাস এবং বিকাল বেলাকার কাজ এই দুইয়ের মাঝখানের ফাঁকটি ঠিক ভর্ত্তি করেচে এবং তার উপরে একখানি চিঠি লেখবার সময়ও বাকি রেখেচে। এবারকার কাগজটি খুব ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেচে। তোমার "বই পড়া" প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে কিন্তু তারা এম্‌নি ভাণ করচে যেন তাদের কোনো গৌরব নেই, অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোনো ধার ধারেনা—কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক গুরুভক্ত এইজন্য সাহিত্য গুরুতর হয়ে না উঠ্‌লে তাদের মনে হয় যেন উপোষ করা হল। বাৎস্যায়ন থেকে

যে বর্ণনা তুলে দিয়েছ তার মধ্যে "পতৎগ্রহ" কথাটির মানে লিখেচ পিকদানি। কিন্তু তোমার মানে পড়্বার আগেই আমার মনে হয়েছিল ওটা হয়ত waste-paper basket-এর মত একটা জিনিস যার মধ্যে আবর্জ্জনা ফেলা যায়। কিন্তু ওর পিকদানি অর্থটা কি তোমার আন্দাজ, না ওটা পাকা কথা? গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ— ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক গল্প বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে— সুকুমারমতি পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌বে, আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়— কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি। সুরেশের লেখার খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পড়ে মনে হচ্ছিল তোমার লেখা পড়চি— হঠাৎ পাতা উল্টে দেখলুম সুরেশের নাম। লেখাটি খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারকার সব লেখাই বেশ চোখা চোখা,— তোমার টীকা-টিপ্পনির ত কথাই নেই। আমি ইস্কুলমাস্টারির মধ্যে তলিয়ে গেছি— ওতে মনটা বাঁধা পড়েচে। মন্‌টাকে বাঁধা নিয়েই ত মানুষের যত তপস্যা, এক কথায়, ঐটেকেই বলে সুখ— ছাড়া মনটাই লক্ষ্মীছাড়া— অতএব যতদিন এই ভাবে চলে চলুক। ইতি ১ ভাদ্র ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেম্ব্রিজের এণ্ডার্সন সবুজপত্র পাননা বলে অভিযোগ

জানিয়েচেন। পেলে তিনি মাঝে মাঝে সেখানকার কাগজে তোমাদের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

[৭১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাকে কন্‌গ্রেসের সভাপতিমঞ্চে টেনে তোলবার জন্যে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সকল দিক থেকেই জাল ফেলা হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে জালের টান দুই একবার অনুভব করেছিলুম তাই এবার সেয়ানা হয়েচি। চিরকাল ভাবরসের জলাশয়ে বাস করে এসেছি, পলিটিক্সের শুক্‌নো ডাঙায় বাঁচব কেমন করে? শুধু তাই নয়— মানুষের ললাটে একবার ভুল মার্কা পড়ে গেলে তার পরে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আর যাই হোক্, "কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা"র ছাপ আমার পক্ষে অত্যন্ত মিথ্যা। যে স্থান আমার, সে জায়গায় ও মার্কা একেবারেই চলেনা। আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার ডাক পড়বার সময় নিকটবর্ত্তী হয়েচে— সেখানে হাজির হবার পূর্ব্বে কোনও কলঙ্ক নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি না।

এবারকার সবুজপত্রে দেখলুম, তুমি লিখেচ Mystic কথার প্রতিশব্দরূপে অতিবাদী শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। উপনিষদের একটা জায়গায় আমি যে "অতিবাদী" শব্দের ব্যবহার দেখেচি সে হচ্চে এই :—

"প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্‌
বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ

"এই যে প্রাণ সর্ব্বভূতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয়া জ্ঞানী অতিবাদী হন না।" এখানে অতিবাদী বলতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্চে, সত্যকে অতিক্রম করে' যে কথা কয়। তুমি কি অন্য অর্থে অতিবাদী দেখেচ ?

আমি মাঝে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেছিলুম— ভুলে গিয়েছিলুম ভ্রমণ এবং অভ্যর্থনা আমার সয় না। দেখলুম দক্ষিণাপথে দুটোই খুব প্রবল এবং প্রচুর। আজ সাতান্ন বছর বাংলা দেশে বাস করে গালিগালাজ অবমাননায় এম্‌নি মৌতাত জমে গেছে যে অতিশয় সম্মান সহ্য করবার মত অভ্যাস চলে গিয়েচে। তাই পিঠাপুরম পর্য্যন্ত গিয়েই আর পুরোবর্ত্তী না হয়ে পিঠের দিকেই ফেরা গেল। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম মীরা আর তার ছেলে নিজামের হায়দ্রাবাদে সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত। "শান্তি" বলে তার ছোট দেবর এই ব্যামোতেই সেখানে মারা গেছে। আমি মনে ভাবলুম আমার যে রকম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েচে তাতে এই আঘাতটা বোধ হয় কাট্‌বে না। টেলিগ্রামের গতিকও ভাল ঠেকছিল-না। ওখানে ডাক্তার ল্যাঙ্কেষ্টর আছেন, মীরাদের দেখ্‌বার জন্যে আমি তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিলুম। তিনি এবং ডাক্তার নাইডুতে মিলে একরকম করে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেচেন। কাল খবর পেয়েছি ডাক্তার বলেচে এখন আর কোনো ভাবনার কারণ নেই। এই সব নানা ছোট বড় আঘাতে ব্যাঘাতে আমার মন এখন আর কিছু লিখ্‌তে উৎসাহ পায় না। তাই ফের আর একবার ইস্কুল মাস্টারিতে

লাগব ভাবচি। মাঝে মাঝে দুটো একটা লেখবার বিষয় পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে দরজার কাছে এসে করুণনেত্রে আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘুরে ফিরে চলে যায়। বোধ হয় খুব একটা পরিবর্ত্তনের পর আবার সাহিত্যের দক্ষিণ হাওয়া বইতে পারে— এখন কিন্তু শুক্‌নো ফুলেই মনের বনতল আকীর্ণ।

বিবিকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ৮ই কার্ত্তিক ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২১ ডিসেম্বর, ১৯১৮

কল্যাণীয়েষু

৭ই পৌষের হাঙ্গামে অত্যন্ত ব্যস্ত। কিন্তু না লিখে থাক্‌তে পারচিনে যে অনেকদিন পরে সবুজপত্র পড়ে খুব ভাল লাগ্‌ল। এবারে একটি লেখাও বাদ দেবার মত নয়— বীরেশ্বরের গল্পটিও ভাল হয়েচে। তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ— ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই। বিবির লেখাটা পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম— শেষে ওর নাম পড়বার আগে ওর লেখা বলে মনেও করিনি— প্রবন্ধের বিষয়টির জন্যে বলচিনে, ওর স্টাইলের জন্যে। আমার বোধ হচ্চে ত্রৈমাসিক সবুজপত্র যদি বের কর তাহলে তোমরা হাত পা ছড়িয়ে লিখ্‌তে পার এবং সমস্ত লেখা বাছাই

করে নিতে পার। বাঙলা কোন্ বই পড়া উচিত প্রবন্ধটির নাম আমার কাছে ঠিক বোধ হয় না— ঐ নামের অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি তোমার বক্তব্য বিষয়টিকে কতকটা খর্ব্ব করেচ। ভারতচন্দ্রের সমালোচনাই তোমার মুখ্য বিষয়। যাই হোক্ তোমাদের এবারকার পত্রটি যাকে বলে সাক্‌সেস্। তোমাদের পত্রোদ্‌গমের সময়টা যদি বেশ নিয়মিত হয় তাহলে পাঠকদের পক্ষে ভাল হয়। সবুজপত্র যেন আমার দিশি বিবাহের নিমন্ত্রণের খাওয়া—বারোটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যাবে বলে শেষকালে পিত্তি পাড়িয়ে বেলা পাঁচটার সময় খাওয়ানো। আয়োজনটা খুব ভালো হলেও সময়টার দোষে তাল-কাটা গানের মত হয়ে পড়ে। আগামীবারে আমি একটা কিছু লেখা দেব মনে করচি— কিন্তু সেই আগামী বারটা কোন্‌বার?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৩] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে— পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়— কিন্তু আপাতত তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া।

সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই।— প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেল্‌তে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানলাটার কাছে বিশ্রামশয্যায় শুয়ে আমি আমার ঐ সাম্‌নের মাঠের দিকে [চেয়ে] অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখ্‌তে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র উপদেশে ভরা অতিপুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেকদিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর— তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূর-বিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি মাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটুখানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্। জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরা-সন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে, যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে যা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজপত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেনি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ

করেছি বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্পপল্লবে নিজেকে বার বার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয়বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতিবসন্তেই সে বারে বারে নূতনবেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকৃত তাহলে এর দ্বারা দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সেদিন আমি সেই খোড়োদলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপনিবাসীরা এখনো সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করেনি। আমি তাদের ক্ষমার দাবীও করিনে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তিভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করিনি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রা-লোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্যসাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকাশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে।

সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবকমহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশুমহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি— মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছুডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেইজন্যে যৌবনমধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষকাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানিনি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাইনি। কিন্তু এখন দিনশেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট, কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেইজন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয়

হবে, বাধামুক্ত হবে, জড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…র কবিতার ছন্দটি এতই নিরতিশয় হাড়গোড়ভাঙা যে, এ'কে সংস্কার করার চেয়ে এ'কে নতুন করা অনেক্ সহজ। সে সাহস আমার নেই এবং সেটা ঠিক উচিতও হবেনা। যেমন আছে এম্‌নি ছাপিয়ো, লোকে ক্ষমা করে নেবে।

[৭৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

চিঠিখানা সবুজপত্রে ছাপ্‌তে চাও কিন্তু কোথাও ভাষা যদি আট-পৌরে এবং ভাব সর্ব্বজনপ্রকাশ্য না হয় তাহলে সেগুলো একটু সেরে সুরে নিয়ো। আজকাল সব মন দিয়ে এবং বেশিক্ষণ ধরে কিছু লিখ্‌তে পারিনে। দেহটা পৃথিবীর টানে মাটির দিকে ঝুঁক্‌চে— মনটাকে তার উল্টোদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যে যে-সব কাজে দেহটার দরকার হয় সেইগুলোকে কমিয়ে আনা যাচ্চে। এই উনষাট বছরের সেবকটাকে জবাব দেবার সময় হয়নি কিন্তু ছুটির দরবার করলেই সেটা তখনি মঞ্জুর করতে হয়। শরীর ত এই,

এর উপরে দেশের দুঃখে মন ভেঙে পড়েচে। ব্যথা পাবার শক্তি আছে অথচ প্রতিকারের শক্তি নেই— তাই কেবলি মনে হয় আমাদের পক্ষে মৃত্যুই সদ্গতি। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আচ্ছা মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজে লিখব কিন্তু সে লেখা হবে বৈশাখের বালুতটবাহিনী মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মত। অর্থাৎ তাতে পণ্যবোঝাই নৌকো চল্‌বার আশা নেই— অবগাহন স্নানও হবেনা— নিতান্ত স্বগত উক্তির মত— বর্ষার রাতে যখন সমস্ত তারা লুপ্ত তখনকার জোনাকি পোকার মত— কিম্বা যখন দিনের সমস্ত পাখী ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখনকার ঝিল্লিধ্বনির মত— অর্থাৎ কর্ম্মের টঙ্কার নয়, উৎসবেরও ঝঙ্কার নয়, বিশ্রামের গুঞ্জনমাত্র।

তোমার প্রবন্ধগুলি পেলে বেশ রয়ে বসে পড়ে দেখ্‌তে পারব। আজকাল সময় ঢের আছে। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ শয্যাগত হয়ে না পড়লে বেশ চেখে চেখে বই পড়বার আর কোনো উপায় নেই— লাইব্রেরিদ্বারে শ্মশানে চ কাছাকাছি এসে ঠেকেচে। কিন্তু তাই বলে বিবি আমাকে বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের যে বই পাঠিয়েছে সেটা পড়বার মত

অবকাশ যমের দেউড়িতে গিয়েও মিল্‌বেনা। ও লোকটা বুজ্‌রুগ— ওর লেখা কখনো খাঁটি হতেই পারে না।

কাল সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা ধাঁ করে লিখে ফেলবার চেষ্টা করব। ধাঁ করে যদি না হয় তবে হবেই না— কুঁড়েমির লেখা হাউয়ের মত যদি ছুট্‌ল তবে সোঁ করে আর যদি গড়িমসি হতে লাগ্‌ল তবে বুঝ্‌লুম আগুন ধরলনা। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৬] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

একটা লেখা আজ লিখে রেজেস্ট্রি করে পাঠালুম। হাল্কা ছাঁদে হাল্কা কথা লিখব মনে করে কলম ধরেছিলুম— কিন্তু কলম কি সত্যই আমি ধরি? তাহলে এমন দশা হয়? যাই হোক্‌, একটা লেখা হয়েছে— সম্পাদকের দাবী মিট্‌ল। কুমোরের চাকে যখন বেগ পুরো মাত্রায় থাকে তখন সেই বেগের চোটে সূক্ষ্ম কাজ সহজেই আকার পায়। আজকাল আমার বুদ্ধিতে সেই বেগ নেই তাই জিনিষটা কিছু মোটা রকম হল। দেখচি এখনো কারখানা চলবার মত অবস্থা হয়নি। এখনো কাজ বন্ধ রাখাই উচিত। হঠাৎ এত ক্লান্তি কি করে যে একেবারে আমার মাথার উপরে চড়ে বস্‌ল তা বল্‌তে পারি নে। এই সামান্য একটুখানি লিখেই মনে হচ্চে

আমার মাথার দিকটা ঠিক যেন ঝড়ের পরে খড়ের চালের মত ভাব।

তোমরা কিন্তু সবুজপত্র যদি নিতান্তই যখন তখন বের কর তাহলে লেখকদের লেখবার উৎসাহ এবং পাঠকদের পড়বার আগ্রহ দুইই কমে যাবে। তা ছাড়া বানান সম্বন্ধেও একটু হুঁসিয়ার হলে কাগজটার একটু শ্রীবৃদ্ধি হবে। জ্যৈষ্ঠের আগে বোধ হচ্চে তোমরা কাগজ বের করবেনা— সেটা কিন্তু ক্ষতিজনক— এতে মন মিইয়ে যায়। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাগজের জন্য দুটো পত্র পরে পরে পাঠিয়েছি। আবার আজ আর একটা পাঠাচ্চি। কিন্তু তবু সম্পাদকী বৈঠকে তোমার টনক নড়ল না দেখে আমি কিছু চিন্তিত আছি। হস্তগত হয়নি এমন আশঙ্কা করিনে, কিন্তু বুঝিবা দ্বিধায় পড়েচ। বড় ক্লান্তির মধ্যে লিখেচি কিন্তু বড় দুঃখে। মনে করি আর কিছু লিখব কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কথা বেরিয়ে পড়ে। নিজের মনের বেদনা এবং লেখকের লেখনী এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি ফাঁক না থাকলে লেখা ভাল হয় না তা জানি— কিন্তু কি করা যাবে? সেই ফাঁকটা আজ নেই। এইজন্যে এগুলো সাহিত্যের হিসাবে কি রকম হল তা বিচার

করতে পারচিনে। তবে লিখে ফেলে নিজের মনটাকে খানিকটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার ছিল। যদি এগুলো সবুজপত্রে না চলে আমাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিধামাত্র কোরো-না। আর যদি চলে তাহলে ছাপতে এবং প্রুফ পাঠাতে দেরি কোরো না। প্রুফের সঙ্গে মূল কপিগুলো পাঠিয়ো।

দেশের দুঃখের বোঝায় আমার শরীরকে যেন আরও দলিত করচে— বিশেষত প্রতিকারের সমস্ত দরজা যখন এমন ভয়ানক এঁটে বন্ধ। আমাদের দেশ অতীতে অনেক মহাপাপ করেচে, মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচে— তাই অন্যায়ের দুঃখ এমন নিরুপায়ভাবে সহ্য করচে। মানুষকে যে-অপমান করেচি চারদিক থেকে সেই অপমান ফিরে পাচ্চি। সকলের চেয়ে আমার এইটেই বুকে বাজে যে, আজ যদি হাতে ক্ষমতা পাই আবার এই কাজই করব। আমাদের মনের মধ্যে সেই পাপ তেমনিই জমে আছে। জাহাজের খোলটার ভিতরে যখন জল ঢোকে বাইরে জলের ঢেউ তখনি তাকে বড় মার মারতে থাকে। খোলের ভিতরকার জল নিঃশব্দ এবং নিশ্চল সেইজন্যে তাকে নিরীহ বলে মনে হয়, এবং যত রাগ হয় ঐ বাইরের চড়চাপড়ের উপরে। মোদ্দা কথা, মারের চোটে পাঁজর ভেঙে গেল। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

Still they come. কিন্তু বাস্। তুমি দুই সংখ্যা একসঙ্গে বের করচ অতএব এস্থলে অধিক দোষের হবে না। এই চারটেতে মিলে চতুর্দ্দোলার বেহারার মত একটা কথাকেই কাঁধে করে নিয়ে চলেচে। অতএব এ'কে ভাগ করতে গেলে সেটা শোকাবহ হবে। পাল্কীর সোয়ারিটার খাতিরে বেহারা চারটেকেও আঙিনায় ঢুক্‌তে দিতে হবে।

যাহোক নটে শাকটাকে মুড়িয়ে দেওয়া গেল বোধ হয়। পরের কিস্তিতে কোনো একটা নতুন কথা আসরে প্রবেশ করবার ফাঁকা পাবে।

লাহোরিণী একটা কি গল্প লিখেচেন এমন গুজব শুনচি। আমার বোধ হয় তাঁর লেখা তুমি নির্ভয়ে সবুজপত্রের জন্যে দাবী করতে পার। কিন্তু নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্চে না কেন? সবুজপত্রের সভার পনেরো আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কাল-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে। আমাকে যদি তোমরা দক্ষিণা দিয়ে বা না দিয়ে বিদায় করে দাও তাহলে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে এখনি সরে পড়ি। আমি এক একবার যাত্রা করে বেরই; তোমরা হঠাৎ পিছু ডাক, আবার রাম রাম বলে আমাকে ফিরে আস্‌তে হয়। এবারে কিন্তু বিধাতার কাছ থেকে আমার ছুটির মঞ্জুরী হুকুম বেরিয়েচে— আমার উপর বেশি

ভরসা রেখো না— হাওয়া বদলের জন্যে মনটা ব্যগ্র হয়ে আছে— Waiting room-এ গাড়ির জন্যে বসে আছি।

কাপি সমেত প্রুফ পাঠিয়ো। অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লেখা— গলদ থাকবার সম্ভাবনা আছে। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৯] ওঁ ✱ Brahmacharya-Ashram
Santiniketan, Birbhum
পোস্টমার্ক ৩০ জুলাই, ১৯১৯

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্র প'ড়ে খুব খুসি হলুম। কিন্তু আরো লেখক চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখকসৃষ্টির বেশি দরকার। লেখা-সৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্য্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়— তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।

আমি ভয়ঙ্কর জোরে মাস্টারি করচি। তাতে অনেক ভাবনার কথা দুঃখের কথা অপমানের কথা ভুলে থাকা যায়।

কাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় কলকাতায় পৌঁছব। রবিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভা বসবে সন্ধ্যা ছটার সময়— অতএব তোমাদের ওখানে শনিবারে যদি সভা কর তাহলে

কোনো বিঘ্ন হবে না। শুক্রবারে সরস্বতীর বিবাহ। সোমবারেই আমাকে ফিরতে হবে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার লেখাটির কি নাম দেব ভেবে পাইনে। "পুরাণো শোক" বোধ হয় চল্‌তে পারে।

ছোট ছোট গল্পকে "কথাণু" না বলে "কথিকা" বলা যেতে পারে। "গল্পস্বল্প" বল্‌লে ক্ষতি কি?

তোমার আহুতি এখানে পৌঁছাবামাত্র এখানকার মেয়ের দলে সেটি অধিকার করেচেন— তাঁদের সংখ্যা কম নয় সুতরাং সেটি ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়াচ্চে। পরিণামে আমার হাতে এসে পৌঁছবে।—

সবুজপত্রে তোমার দু-ইয়ার্কি লোকের ভাল লেগেচে— আমি আজকাল অত্যন্ত কাজের ভিড়ে পড়ে এখনো পড়বার সুযোগ করতে পারিনি। ক্লান্তি এবং ব্যস্ততা দুই একসঙ্গে এসে মেলাতে আমার না হচ্চে ভাল করে কাজ, না হচ্চে ভাল করে বিশ্রাম। কিছুকাল থেকে বিদেশী অতিথির আনাগোনা বড় বেশি হয়েচে— তাতেও অনেক সময় যায়। সম্প্রতি এখানে একজন পার্সির আবির্ভাব হয়েচে— তাঁর ছেলে এখানে বেদান্ত শেখবার জন্যে ইচ্ছুক— অথচ তার

সংস্কৃত জানা নেই— দেবনাগরী অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না। বর্ণপরিচয় থেকে বেদান্ত পর্য্যন্ত বহুদূর পথ— এতদূর এ'কে বহন করে চলা সহজ হবেনা। ইতি ৪ ভাদ্র ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮১] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাব্যগ্রন্থটির জন্যে একটি নাম একরাত্রে স্বপ্নের মত এসে পরক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তখন মনে হয়েছিল সেটা ভাল কিন্তু মনে থাক্‌লে হয়ত তত ভাল লাগ্‌ত না— অতএব অনুশোচনা না করে আর একটা নতুন নাম ভেবে স্থির করলুম। "পদ-চারণ"— ওর সাদা অর্থ পায়চারী। কিন্তু কাব্যের পদ আর প্রাণীর পদ এক নয়। আমাদের দিশী troubadourদেরও চারণ বলে থাকে।

সবুজপত্রের জন্যে একটা লেখা পাঠালুম। যদি এটা পছন্দ না কর তাহলে প্রবাসীতে পাঠিয়ো।

আবার আমি ইস্কুলমাষ্টারীতে লেগে গেছি।

এণ্ড্রুজ আণ্ডর ওখানে যাচ্চে তার হাতে পত্র ও প্রবন্ধ দুই দিলুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

তোমরা আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। এইসঙ্গে একটা ইংরেজি চিঠির খসড়া পাঠাচ্চি। রোমাঁ রোলাঁদের চিঠির উত্তর। যদি কোথাও আপত্তি বোধ কর বা বদল ইচ্ছা কর স্পষ্টভাষায় জানিয়ো। সুরেন ওখানে আছে কিনা জানিনে— যদি থাকে তাকে দেখিয়ো। এই চিঠি এবং রোমাঁ রোঁলাদের পত্রের তর্জ্জমা মডারন রিভিয়ুতে ছাপানর ইতিকর্ত্তব্যতা বিচার করে জানিয়ো। পত্রের উত্তর কলকাতায় দিয়ো, কারণ এখানে আমার ছুটিযাপন অনিশ্চিত। শিলঙ যাওয়া প্রায় স্থির। কাঞ্চি-কাহিনীর ইংরেজিটেও পাঠাই। ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের মন্তব্য চাই এবং এটা এখানকার কোনো কাগজে ছাপব কি না বোলো। ইংলণ্ডের Daily News বা Nationএ পাঠাতে পারি। তোমাদের সবুজপত্রের জন্যেও কিছু পার্ব্বণী পাঠাচ্চি— আশা করি, বর্ত্তমান বছরের পঞ্জিকার সঙ্গে সবুজপত্রের যে ঘোড়দৌড় চল্‌চে তাতে সে শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হবে না।

গুরুজনদের আমার প্রণাম জানিয়ো। ইতি বিজয়া ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজি লেখা স্বতন্ত্র লেফাফায়
রেজেষ্ট্রিডাকে পাঠালুম।

পরপৃষ্ঠায়

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

"মায়ার খেলা"র স্বরলিপি পেয়েচ শুনে খুব খুসি হলুম। কলকাতায় গিয়ে ওর ছাপার ব্যবস্থা করা যাবে।

কাল আমি শিলঙ ছেড়ে গৌহাটি যাব— তার পরে সেখান থেকে আমাদের মণিপুরে যাবার কথা চল্‌চে। তাহলে আরো দিন দশেক পরে আমরা ফিরব।

এখানে ইংরেজি লেখায় হাত দিয়েচি। অস্ট্রেলিয়ায় বক্তৃতার কথা আছে তাই তৈরি হতে হচ্চে। কিছু ইংরেজি তর্জ্জমাও করেচি। দুই একটা ছোট কথিকা লিখেচি।

তোমরা জমিদারী সম্বন্ধে যে তিনটে প্রস্তাব পাঠিয়েচ, তার প্রথমটা ঠিক সঙ্গত নয়। কারণ বিরাহিমপুর এবং কালিগ্রাম এক হাতে থাক্‌লে তবে দৈবদুর্য্যোগ প্রভৃতি উপসর্গে কতক রক্ষা পাওয়া যায়— একটার ক্ষতি আরেকটায় পূরণ করে।

দ্বিতীয়টা সুরেনের পক্ষে বহন করা অসম্ভব হবে।

আমার নিজের পছন্দ তৃতীয় প্রস্তাব।

কলকাতায় গিয়ে একটা ঠিক করা যাবে। এ বছরটা দুই পরগণার পক্ষেই ভাল এইজন্যে এই সুযোগেই যদি কোনো ব্যবস্থা হয় সুরেনের পক্ষে সেটা কষ্টকর হবেনা। যাই হোক্ না, আমার নিজের দিক আমি যেমন ভাবব সুরেনের দিকও আমি ঠিক তেমনি করেই ভাবব— ওকে

মুস্কিলের মধ্যে ফেলে আমি কোনো সুবিধেই চাইনে। আমার স্থির বিশ্বাস, সুরেন যদি আমার কাছ থেকে আমার অংশ সম্পূর্ণ নেয় তাহলে ও আমাকে যা মূল্য দেবে চেষ্টা করলে তার অনেকটাই ও তুলে নিতে পারবে ইতি ১৩ কার্ত্তিক ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৩ক] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

পর্শু রাত্রে বাড়ি ফিরে এসেই দেখি রোগীতে বাড়ি ভরা। পরদিন সকালেই চলে এসেচি। ইচ্ছা ছিল তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব সময় হলনা।

ফরাসী চিঠিগুলি আমাকে তর্জ্জমা করে পাঠাতে পারবে কি জবাব দিতে হবে। দেরি কোরোনা।

বিবিকে বোলো মায়ার খেলা স্বরলিপি রেজেস্ট্রি করে যেন শীঘ্র পাঠিয়ে দেয় তাহলে ছাপার কাজ এখনি সুরু করে দিতে পারি।

এখানে মেঘলা করে আকাশ বিমর্ষ হয়ে আছে। শীতের দিনে বর্ষার নকল একেবারেই ভাল লাগেনা।

স্বাঃ— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

স্প্যানিশ ভাষায় তোমাদের দখল আছে কি না জানিনে তবে কিনা ওটা ফরাসী ভাষার প্রতিবেশী— তোমরা হয়ত কতক ইসারায় কতক অভিধানের সাহায্যে এর একটা মোটামুটি মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে। সেইটে যদি আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে জবাব লিখে পাঠাতে পারি। অল্পকাল হল বোধ হচ্চে Danish এ একখানা পত্র পেয়েছিলুম সেটা বুঝতেও পারিনি হারিয়েও গেছে— এমন ঘটনা বারম্বার ঘটচে। Ollendorff যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে আমার সেক্রেটারি রাখি।

ইংলণ্ডে Flame বলে একটা কাগজ বেরচ্চে। বোধ হচ্চে উচ্চ অঙ্গের জিনিষ হবে। আমি একটা কবিতা পাঠিয়েচি। এবং লিখেচি আমার বন্ধুরাও মাঝে মাঝে কিছু কিছু লেখা দেবেন। তোমার কথা মনে করে লিখেছিলুম। তার চিঠিটা পাঠাচ্ছি। পড়ে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

আর্য্যর কাছ থেকে একখানি ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

স্বরলিপি প্রভৃতি কাল পাব— তার যথোচিত ব্যবস্থা করব। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণের সবুজপত্র যদি অঘ্রাণে বেরয় তাহলে কি হলদে হয়ে যাবে না?

কল্যাণীয়েষু

Harvard Oriental Series এর কিছু কিছু বই রথীর হাত দিয়ে পাওয়া গেল। শাস্ত্রীমশায় খুব খুসি হবেন।

তুমি যে এতদিন সবুজপত্র চালিয়ে এসেচ এই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। উজানস্রোতে সাহিত্যের লগি ঠেলা বারোমাস মানুষের ভাল লাগে না। আমার এমন হয়েচে, কোনো লেখা প্রকাশ করতে শিকি পয়সার উৎসাহ বোধ হয় না। যে মূঢ়তা সরল তারও একটা সৌন্দর্য্য আছে যেমন শিশুদের— কিন্তু যে মূঢ়তা কুটিল এবং উদ্ধত তাকে সহ্য করা যায় না। যে সব জিনিষের প্রতি দরদ আছে সজারুদের সভায় তাদের বর্ণণ করতে কতদিন উৎসাহ থাকে বল? ওদের পিঠের কাঁটা এখনো পর্য্যন্ত নাম্‌ল না— থাক্‌ ওরা ঐ আকাশের দিকে কাঁটা উঁচিয়ে— ওরা ভাব্‌চে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে ওদের ঐ সহজাত সম্মার্জ্জনী দিয়ে ওরা ঝেঁটিয়ে দেবে। পারে ত তাই করুক। ওদের কাঁটার ঝাঁটারই জিৎ হোক্‌।

আচ্ছা, তাই সই, সবুজপত্রের যজ্ঞাবসানে পাঠকবিদায়-স্বরূপে আমার শেষ দেয় কিছু দেব—তার পরে গেট বন্ধ করে দিয়ো। ইতি ১৪ ফাল্গুন ১৩২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৬] ওঁ পোস্টমার্ক, কলকাতা

১৭ অগস্ট, ১৯২১

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে দেখি আশ্রমে দুর্ভিক্ষ। মাসে প্রায় হাজার টাকার নাজাই, আমার সম্বল ত জান,— ভিক্ষাও মেলে না। বক্তৃতা তোমাকেই পাঠাব ঠিক করেছিলুম— কিন্তু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা ধরে পড়লেন ছাপিয়ে বিক্রি করতে। দুই এক শো টাকা যা পাওয়া যায় তাই সই—কেননা সেখানে অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ— তাই প্যাম্ফলেট্ আকারে বেরিয়েচে— এর থেকে যদি তোমরা ছাপতে চাও ছাপিয়ো —কিন্তু এটা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়ে যাচ্চে— তবু অধিকন্তু ন দোষায়— তোমরা ছাপলে আমার আপত্তি নেই— তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। গত বছরে আশ্রমে একলক্ষ দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েচে— এবারে হয়ত তার বেশিই হবে— এমন দুই একটা ঢেউ লাগ্‌লেই নৌকো কাৎ হবে— সেইসঙ্গে আমিও। তাই অর্থচিন্তায় আছি। অর্থচিন্তায় শরীর মনকে শোষণ করে— করে'ও অর্থের সুযোগ ঘটায় না। আমার অবস্থা এই। তোমরা কেমন আছ? বিবির খবর কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আমার মনটা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে— সেই জন্যেই কোনো রীতিমত লেখায় হাত দিতে পারিনি। রামমোহন রায় লিখ্‌তে বসেছিলুম কিন্তু শেষ করিনি। মনে বলে যে, "পৃথিবীর উপকার করা তোমার কাজ নয়। ঐ কাজে বিস্তর লোক লেগেচে, আর ভিড় বাড়ালে বসুন্ধরার ভার হরণের জন্যে খুব মজবুৎ গোছের অবতারের দরকার হবে।" অত্যন্ত গম্ভীর কর্ত্তব্যগুলো দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে তা নয়, হাসি পায়। মনে হয় ওর বারো আনাই মুখোস্ পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেচি তার মহিমা আমাকে আর দাবিয়ে রাখ্‌তে পারচে না। আমার পক্ষে এগুলো হচ্চে সময় নষ্ট করবার উপায়— কারণ, আমার জীবনটার শীর্ষদেশে বিধাতার শিলমোহর করা ছুটির মঞ্জুরি হুকুম ছিল। সেইজন্যেই বরাবর ইস্কুল পালিয়েচি অথচ সাজা পাইনি। এই ছুটি নষ্ট করতে বসেচি বলেই আজকাল ভিতরে ভিতরে সাজা পাচ্চি। জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়— মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্‌বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে— কিন্তু যে গানগুলোকে দেখ্‌তে বুদ্‌বুদের মত তা'রা

আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্ত্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠ্‌তে থাকে তখন কর্ত্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আস্‌চে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্ত্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্ত্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্ত্তারা বলেন, "তিনি আবার কে? একত আছে বন্দেমাতরং।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বল্‌তে হচ্চে— "আমার বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মান্‌তে বসি তাহলে আমার জাত যাবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় তারা গুণ্ডা— অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার সুরু হয়েচে। "মরার বাড়া গাল নেই" আমাদের ভাষায় বলে, সে কথা মিথ্যে। মরাটা গাল নয় মরার ভয় করাটাই গাল। মরার ভয়ে চাঁদ সদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল, সেইখানে তার গাল রয়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না। আমার শিব সকল জগতের— কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্চে গর্ত্তর ভিতরে। সেই গর্ত্তর মুখে দুধকলা জোগাবার বায়না যাঁরা নিয়েচেন তাঁরা যে-ফলের লোভ করেন আমি সেই ফলকে বড় মনে করিনে। আমার মন ম্যাপের গর্ত্তর মধ্যে আর

কোনোদিন দেবতা খুঁজ্‌বে না। বুঝতে পেরেচি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেচি, যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্‌, আমি আর কথা কইব না।

তুমি হাবলুর সেই নোটগুলো নিয়ে ছাপতে দিতে চাও। কিন্তু আমার বক্তৃতার নোট নেওয়া শক্ত— আমি তড়বড় করে বলে যাই— তাছাড়া আমার ভাষা একটু বিশেষভাবে আমারই— যারা নোট নেয় তাদের পেন্সিলের ঠোকরে ওর চেহারা এ:কেবারে বদ্‌লে যায়— বসন্তরোগের ঠোকর মারা মুখের চেয়েও বেশি। তা ছাড়া এসব বিচ্ছিন্ন বাক্যকে প্রবন্ধের রূপ দেবে কে? আমার ত আর প্রবৃত্তি হয় না। লিখ্‌তে বস্‌তে একটুও রুচি নেই। তার উপরে আবার তর্ক বিতর্কের ঘুরপাকের মধ্যেও ঢুকতে ঘোর অনিচ্ছা। তুমি যদি জোড়াতাড়া দিয়ে একটা কিছু খাড়া করে তুল্‌তে পার তাহলে চেষ্টা দেখো। রামমোহনরায়ের সম্বন্ধে এখানে ছেলেদের কিছু বলেছিলুম— তারও নোট আছে। কিন্তু সেই নোটের টুক্‌রো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালা লাগেনা বলে তাতে হাত দিইনি।

…কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ঘোরতর মিশনারিগিরি করে গেছে। নারী-মিশনারীরা কি পদার্থ তা ত জানই— তার পরে…আবার যে-সে নারী নয়। এখানকার মেয়েদের খুব ধিক্কার দিয়ে গেছে। আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্ত্তব্য এবং যে

মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,…নিজে চরকা কাটে না— সে মনে করে তার পক্ষে ওটা জরুরি নয়। চরকা যদি নাও কাটে তাহলে অন্তত ওর উচিত প্রতিদিন চরকা কেটে যে আয় হয় তাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করে' তার বেশি সমস্তই দেশকে দান করা। আমি আমার একটা কর্ত্তব্য স্থির করে বসেচি— অন্তত তার জন্যে আমি নিজের লোকসান করতে ছাড়িনি— শুধুই যদি বাক্যব্যয় করতুম তাহলে জীবনের হিসাবের খাতায় জমাখরচের কোন্ কোঠায় সেটা কি রকম অঙ্কপাত করত? যাঁরা বাংলা দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা জুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান ততক্ষণ অন্যলোককে ত্যাগস্বীকার করতে বল্‌তেই পারেন না। আমি আমার এক চিঠিতে বড়দাদাকে এই কথাটা স্মরণ করিয়েছিলেম। বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গবর্মেণ্টের বড় কর্ম্মচারী আর কে আছে?

বিবিকে বোলো সার্কিসের হাঙ্গামায় আমি জড়িত হতে চাইনে। সে নিজে যা ভাল বোঝে তাই যেন করে। আমি ইংরেজি সঙ্গীত ভাল বুঝিও নে, বোঝবার চেষ্টা করার মত উদ্যম একটুও নেই— তার উপরে বিশ্বভারতীর দুঃসাধ্য সাধনায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। কলকাতায় যদি যাই মোকাবিলায় কথা হবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বিশ্বভারতী ক্রমেই এর সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। এইবার ৭ই পৌষের সাম্বৎসরিকে এ'কে সাধারণের হাতে দেব। তার Constitution তৈরি হচ্চে। আমি নামে মাত্র Founder Presidentরূপে মাথায় বসে থাকব। কিন্তু একজন সত্যকার কর্ম্মকর্ত্তা চাই— ইংরেজিতে যাকে বলে Vice-Chancellor। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম। শেষকালে এই স্থির করচি তুমি যদি রাজি হও তবে তোমাকে এই পদে বসাই। আশা করচি অর্থসম্বল হবে— কিন্তু আপাতত এই পদের বেতনস্বরূপে কোনোমতে মাসিক ৩০০ তিনশত টাকা বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য এখানেই থাক্‌তে হবে— প্রথম organise করবার যে মেহন্নত ও চিন্তা ও দায়িত্ব তার সমস্তটাই তোমার উপরে পড়বে। চেষ্টা করব তোমাদের একটা বসতির সুবিধা করে দিতে। এই কথাটি বিশ্বাস কোরো যে এই institutionটার প্রসার সমস্ত সভ্যপৃথিবীতে— এর প্রতিষ্ঠা এর মধ্যেই হয়েচে, এখনো সকলে তা দেখ্‌তে পাচ্চে না— অতএব এর কর্ণধার হবার সম্মান কারো পক্ষেই অল্প নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বল্‌লুম। যদি একবার আস্‌তে পার তাহলে আলোচনা করবার সুযোগ হবে— কিন্তু বেশি বিলম্ব করা চল্‌বে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৮৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

Clarté কাগজের নাম নিশ্চয় জানো। তারা ভারতবর্ষীয় লেখক পেতে চায়— এখানকার খবর এখানকার লোকের মুখে শোনবার ইচ্ছা। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করেছি। তিনি বলেন সুরেশ যদি লেখা পাঠান ত ভাল হয়। এই সুযোগটি ছাড়া উচিত হবে না। কেননা আমাদের কথা য়ুরোপের কানে পৌঁছন চাই। অথচ অত্যুক্তি থাকাটা ঠিক নয়। তুমি যদি সুরেশের সঙ্গে মিলে Clartéর জন্যে সংবাদ ও সমালোচনার জোগান দাও ত ভাল হয়। সুরেশকে বোলো Barbusseকে এই চিঠির যেন উত্তর দেন— আমি যে তাঁর চিঠি পেয়েছি এবং সুরেশকে লিখতে অনুরোধ করেচি সেটা যেন তাঁকে লেখা হয়। Levi সাহেব ১৭।১৮ মার্চ্চে কলকাতায় যাবেন সেই সময়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা হতে পারবে। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার হাল ঠিকানা ভুলে গেছি তাই তোমার ব্যবসায়িক ঠিকানায় পাঠালুম।

[৯০] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

মার্চ, ১৯২২

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যদি রেলের পথে বিশেষ বিঘ্ন না ঘটে তবে লেভি সাহেবের সঙ্গে বুধবার প্রাতে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছব— একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো— বিবিকেও এনো— আমার যানবাহন নেই জান ত। আঠারই তারিখে নেপাল রওনা হব। ইতি রবিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯১] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বিশ্বভারতীর Constitution রেজেষ্ট্রি হতে চলেচে। এর ট্রাষ্টিদের মধ্যে তোমার নাম আছে জানিয়ে রাখচি। সম্মতি জানিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ো। শীঘ্রই মুদ্রিত Constitution একখণ্ড তোমাকে পাঠাব।

মাঝে বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে বটে কিন্তু আজ আবার আকাশ তেতে উঠেচে, নালিশ করে কোনো লাভ নেই তাই সহ্য করচি। পদ্মপত্র চন্দনপঙ্ক প্রভৃতি কোনো উপকরণ হাতের কাছে নেই— ইলেকৃট্রিক পাখা বরফের ত কথাই নেই। মিস্ ক্রামরিশ ত পলাতক— এ জায়গা তার সইবে কিনা সন্দেহ

হচ্চে— ওর বয়স একে অল্প তাতে জাতিতে রমণী, ওর খাতটা বোধহয় সহুরে। এখানে Benoit নামে একজন Swiss ফরাসী এসেচেন তিনি বড় চমৎকার লোক। দেখা হলে খুসি হবে। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯২] ॐ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার হাতে একটিও লেখা নেই। যে অসহ্য গরম, মাঠের ঘাস, গাছের পাতার মত মাথার ভিতরকার সমস্ত ভাব শুকিয়ে গেচে। লিখ্‌তে বসাই অসম্ভব। আমার জন্মদিনে নিজের খেয়ালে নিজেরই উদ্দেশে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ভেবেছিলুম সেটাকে খাতার অন্তঃপুরেই রেখে দেব। কিন্তু তুমি লেখা দাবী করেচ বলে সেইটেই পাঠালুম। বিশেষ কিছুই নয়। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও পাতায়—

Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রথম আষাঢ়ের বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে শৈলশিখর থেকে নীচে নেমে এসেছ বোধ হয়। সবুজপত্র বের করতে চাচ্চ কিন্তু রস জুগিয়ে পত্রোদ্‌গমের সহায়তা করতে পারি আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই। মুস্কিল এই, তুমি স্বয়ং ছাড়া লেখবার লোক কেউ নেই। চারু বাঁড়ুয্যে সেদিন এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বল্‌লেন আমরা বঙ্গসাহিত্যের বড়াই করি বটে কিন্তু ওস্তাদ লেখকের দারুণ দুর্ভিক্ষ। তিনি একমাত্র তোমার নাম করলেন; আরো একব্যক্তির উল্লেখ করেছিলেন পাপমুখে তার কথা বল্‌তে পারচিনে। এমন অবস্থায় কাগজ খুলে বসে লেখার হাট জমাতে চাও কোন্ সাহসে? মাঝে-মাঝে যখন-তখন তোমার একলার লেখাহ্নিত উড়ো কাগজ এক এক পসলা বর্ষণ করে দিতে দোষ কি? তাতে ইচ্ছেমত বজ্রবিদ্যুত শিলবৃষ্টি জলবৃষ্টি যা খুসি তাই চালাতে পার। ইন্দ্রদেব এ কাজ করে থাকেন, তাঁর সরিকের মধ্যে আছেন বায়ু, আর কেউ না। আমি যতদূর জানি তোমার উপর বায়ুর আনুকূল্য ত আছেই। অতএব দেবতার মত একলার কাজ একলাই চালিয়ে দাও। Count Keyserling ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে লিখ্‌তে দেরি হবে ভয় করে বাংলায় লিখেচি— পরে তর্জ্জমা করে তাকে পাঠাতে

হবে। সে লেখাটা মস্ত বড়। তোমার একমাসের সবুজ-পত্রপুট আগাগোড়া ভরে দিতে পারে। এরকম অত্যন্ত ভারিক্কি গোছের লেখা তোমার ঠিক চল্‌বে না—এ অনেকটা তোমাদের রাজসাহির সেই "পিপিসারে"র স্ত্রীর দেহসজ্জার মত— গা ভরাবার জন্যে "কিমিকাল্" চালাতে হয়েচে। দেখি, যদি এর মধ্যে ছোটখাটো কিছু লেখা কলমের মুখে এসে পড়ে তবে চালান করে দেব। ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৪] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

৬ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, চরকার উপর একটা আমার মন্তব্য লিখেছি। তোমাকে দিতে পারি কিন্তু সবুজপত্রের পুনরুদ্গম হবে কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে এখনো তার কোনো খবর পাইনি। যে-হেতু বিষয়টা সাময়িক এবং মহাত্মাজি অতি শীঘ্র আমার একটা অভিমত দাবী করচেন তোমার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে অগত্যা আর কোথাও ছাপতে দিতে হবে। লেখাটা কিন্তু সবুজপত্রেরই সবর্ণ। এটার একটা ইংরেজি করাও চাই— যদি তুমি বাংলাটা গ্রহণ কর তাহলে ইংরেজীকরণের ভার বিবিকে নিতে হবে। নইলে সুরেন আছে। শীঘ্র জবাব দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৭৫] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৪ জুলাই, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

লেখাটা হিন্দুস্থান ইন্‌সিয়ুরেন্স্‌ ঠিকানায় সুরেনকে রেজেস্ট্রিডাকে পাঠিয়েছি। ওর ইংরেজিটা আগামী Augustএ Modern Reviewতে ছাপানো চাই বলে সুরেনকে পাঠাতে হোলো। বিবি বলেছিল তাড়ার মুখে তর্জ্জমা করা তার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। ও সম্বন্ধে সুরেনের অসামান্য ক্ষমতা। বাংলাটা তোমাদেরই প্রাপ্য। তর্জ্জমা হয়ে গেলেই ছাপতে দিতে পারবে। কলকাতায় যখন যাব তখন কোনো একটা ছোট গোছের সভায় ওটা পড়বার ইচ্ছে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্রমাসের পূর্ব্বেই আমি তো সমুদ্রে ভাসমান— কিন্তু লেখাটা ছাপতে তোমরা যেন বেশি দেরি কোরো না। তোমাদের সবুজপত্রের পঞ্জিকা প্রাচীন মতে চলে না বলে মনের মধ্যে উদ্বেগ আছে। আর একটি ভয় বানান ভুলের। প্রুফ দেখে যেতে পারবো না— যেটা ছাপা হয়ে বেরবে এমন সব পাপের বোঝা নিয়ে জন্মাবে যেটা আমার কৃত নয়, অথচ শাস্তিটা বিশুদ্ধ খৃষ্টানীমতে আমাকেই বহন করতে হবে। একটু দয়ামায়া করে দেখেশুনে দিয়ো।

[৯৬]　　ওঁ　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

আগামী কাল সোমবারে রথী কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে শেষবর্ষণের সংশোধিত কপি দিচ্চি। তাকে টেলিফোন করে জিনিষটা হস্তগত কোরো। তোমরা দার্জ্জিলিং যাচ্চ, প্রুফের কি দশা হবে? কাপিটা বেশ পরিষ্কার করে লেখা হয়েচে— ঠিকমত মিলিয়ে গেলেই কোনো আশঙ্কার বিষয় থাকবে না। এক একবার ভাবচি Waltairএ গিয়ে কিছুদিন চুপ করে থাকব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৯৭]　　ওঁ　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১০ ডিসেম্বর, ১৯২৫

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে ছুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি। যদি সে চিঠি সবুজ-পত্রে ছাপতে দিতে তার সম্মতি নিতে পারো তাহলে এই আলোচনাটির অনুবর্ত্তন করে তোমরাও কিছু বলতে পারবে। বড় কিছু লেখবার না পাচ্চি সময় না পাচ্চি শক্তি।

বৃহস্পতিবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮] ওঁ * Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, আলিপুরে টেবিলের উপর তোমার সেই ফর্ম্মার ফাইল ছিল— মরিস আমার লেখা প্রভৃতি প্যাক করবার সময় তার যে কি গতি করলে তা বুঝতে পারলুম না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার নিদর্শন পেলুম না। আরেকটা কপি পাঠিয়ো। তোমাকে লিখব ভেবেছিলুম কিন্তু তুমি রাঁচিতে ছিলে বলে লেখা হয় নি।

হিন্দু মুসলমান সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিষের সমাধান হয় না। যে রীতিমত জ্ঞান-শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মান্ধতার আরোগ্য ঘটে তা ছাড়া উপায় নেই। য়ুরোপেও এককালে এই বিপদ ছিল, তারা কেবল শিক্ষা দ্বারা মনের বিকার ঘুচিয়ে তবে উদ্ধার পেয়েছে। আমাদের ৩৩ কোটিকে তেমন শিক্ষা কবে দেবে, কে দেবে? ইতি ৬ এপ্রেল ১৯২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৯] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার "রায়তের কথা" হস্তগত হয়েচে—শীঘ্র হস্তান্তরিত হবেনা। সম্প্রতি একটা দুর্যোগের মধ্যে আছি। একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেচে।

আগামী ২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্চে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখ্‌তে সুরু করেছিলেম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, চিঠির আমদানি সমানই চল্‌চে কিন্তু রপ্তানি নেই— পৃথিবীর উন্নতি-সাধনের দিকে একেবারেই ঔদাসীন্য। এই ধাকাটা কেটে গিয়ে প্রকৃতিস্থ হবা মাত্র সব প্রথমে রায়তের কথা নিয়ে পড়ব তার পরে সমাজের অন্য সব মুল্‌তবি কর্ত্তব্যের দিকে মন দেওয়া যাবে। তোমরা কি এবার গিরিব্রজে যাবার সঙ্কল্প করচ? শুনচি কলকাতায় আজকাল রক্ত বর্ষণ ছাড়া আর সব রকম বৃষ্টি বন্ধ— উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেচে। আমাদের এখানে দেবতা বা মানুষের প্রকোপ বিশেষ অসহ্য হয়নি— গরম অন্তবারের চেয়ে অনেক কম। ইতি ১৪ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০০] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সময় অল্প, ক্লান্তিও প্রবল। তবু "রায়তের কথা" সম্বন্ধে কয়েক পাতা লিখেচি। কাল রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠাব। পূর্ব্বেই শুনেচ একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম। দুর্ভাগ্যক্রমে······ সে খবর পায়। পেয়েই আমাকে একশো টাকার চেক্

ও আত্মীয়তা খেলাপের খোঁটা দিয়ে ঐ নাটকটা দাবী করে। লজ্জার সঙ্গে মান্‌তে হোলো যে অর্থের অভাব মেটাবার জন্যে নাটকটা সর্ব্বোচ্চ ডাকে অনাত্মীয় হাটে বেচবার চেষ্টায় আছি। ৪।৫ শো টাকা নগদ পাবার আশা আছে—পেলে নিজের ভোগে সে টাকার অপব্যয় হবে না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে ব্যবসাদারী করতে হয়। চেক্‌টা ফেরং দিতে হয়েচে অথচ আত্মীয়তার সম্মান রাখবার জন্যে কথা দিয়েছিলেম অবিলম্বে একটা কোনো লেখা পাঠাব। ইতিমধ্যে "রায়তের কথা"র উপোদ্‌ঘাত লিখ্‌তে বসলুম— কথায় কথায় লেখা বেড়ে গেল, সময় গেল ফুরিয়ে। এখন আরো একটা কিছু লেখবার মতো শক্তিও নেই অবকাশও নেই। অতএব এই লেখাটা যদি ভারতী সম্পাদিকার হাতে উদারভাবে দিতে পারো তবে এবারকার মতো মাতুল-দায়িত্ব থেকে ছুটি পাই। তোমার বইয়ের ভূমিকারূপে তুমি তো এটাকে ব্যবহার করবেই তার উপরে ভারতীরও পেট ভরবে। এরকম দায়যুক্ত দান ভালো দান নয় জানি তবু নিরুপায় হয়ে একাজ করা গেল। তোমার টীকাসমেত তুমি এ লেখা সবুজ-পত্রেও ব্যবহার করলে হয় তো অপরপক্ষে অত্যন্ত আপত্তি না হতে পারে।

কয়েকদিন হল কলকাতা থেকে এখানে সাত আটশো মুসলমান গুণ্ডার সমাগম হয়েছিল। রক্তবৃষ্টির পূর্ব্বেই মেঘ গিয়েছে কেটে— সিউড়ি থেকে অবিলম্বে শস্ত্রধারী পুলিস

আসাতে চাপা পড়ে গেল। রক্তমোক্ষণের পরে কলকাতার বায়ুপ্রকোপের কিছু উপশম হয়েচে শুনচি। ইতি ১৮ বৈশাখ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০১] * Hotel Bristol
Wien

পোস্টমার্ক, ২১ জুলাই, ১৯২৬

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, বৈশাখের পঞ্চাশবর্ষীয়সী ভারতী পড়ে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেছি।...তাই নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যে লেখাটা লিখেছি সবুজপত্রের জন্যে পাঠাচ্চি। মনে জানি তোমরা আত্মীয়তার দায়িত্ব রক্ষার জন্যে হয়ত ছাপতে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব ত আমারো আছে— কিন্তু তার চেয়েও ন্যায়বিচারের দায়িত্ব বড়। আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই তোমরা ছাপাচ্চ একথা জানিয়ে যদি এটা তোমাদের কাগজে স্থান দাও তাহলে খুসি হব। কিন্তু যদি নিতান্তই অনিচ্ছুক হও তাহলে এটা প্রবাসীতে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়ো—...

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। য়ুরোপের লোকেরা আমাকে যে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, কেবল শ্রদ্ধা নয় ভালোবাসে, এটা যতই আমি উপলব্ধি করি ততই আমি

বিস্মিত হই। ভালো বুঝতেই পারি নে। তোমরা যদি আমার সঙ্গে থাকতে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে জিনিষটা কতই প্রবল এবং সর্ব্বজনপ্রসারিত। তাই আমার কেবলি মনে হয় যদি যথেষ্ট সময় দিতে পারি তাহলে পশ্চিম মহাদেশে হয়ত স্থায়ীভাবে কিছু কাজ করতে পারি। পূর্ব্বদিগন্তে জীবনের অধিকাংশই ত ঢেলে দিয়েছি, অতি অল্পই এখন বাকী আছে, সেটুকু যদি এখানে রেখে যেতে পারি তাহলে নষ্ট হবেনা।

চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এখন গরমে সেটা চল্‌বে না। ডাক্তার বল্‌চেন আগামী সমস্ত অক্টোবর মাসটা ভিয়েনায় কোনো শুশ্রূষাগারে থেকে দেহযন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ রকম মেরামত করলে আরো কিছুদিন এটাকে নিয়ে কাজ চালাতে পারব— সম্প্রতি অত্যন্ত বেশি নড়নড়ে হয়ে পড়েচে— এর উপর দিয়ে আঘাত অপঘাত ত কম যায় নি— যন্ত্রটা খুব পাকা করে গড়া হয়েছিল বলেই এখনো সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয় নি— ডাক্তাররা সকলেই দেহের রচনা কৌশলের বিশেষভাবে প্রশংসাই করেচেন।

বোধ হয় আগামী কাল পোলাণ্ডে, তার পর সুইজারল্যাণ্ড, তার পরে ফ্রান্স, তার পরে ইংলণ্ড নরোয়ে সুইডেন হয়ে জর্ম্মনীতে সেপ্টেম্বর মাস কাটিয়ে অক্টোবরে ভিয়েনাতে ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করব। তোমরা বোধ হয় জানো ভিয়েনার মত বিচক্ষণ ডাক্তার আর কোথাও নেই।— আশা করি অনুকূল বর্ষণের আবির্ভাব বাংলাদেশে হয়েচে—

আমার মনের মধ্যে সেই বাংলাদেশের প্রান্তরপ্রান্তের ধারাপাতের কলধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠ্‌চে। ২০ জুলাই ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০২] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কলকাতায় নানাজাতীয় উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আধমরা অবস্থায় পালিয়ে এসেছি। য়ুরোপের হাওয়ায় ও শুশ্রূষায় যে আরোগ্যটুকু লাভ করেছিলুম তা দুই এক দিনেই ফুঁকে নিঃশেষ করে দেবার গতিক দেখে আর ভরসা হোলো না। যেদিন সকালেই তোমাদের ওখানে যাবার সংকল্প ছিল সেইদিন প্রভাতে নিদ্রাহীন রাত্রের অবসানে নিজের আসন্ন দশম দশার আশঙ্কা করে দুপুরের গাড়িতেই চলে এলুম। এখানে এসে অনেকটা আরাম পাচ্চি— যদিও এখানেও লোকসমাগম থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব।

তোমার অভিভাষণটি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে সে কথা অমিয়র কাছ থেকেই খবর পেয়েছ। সবুজপত্রে গাছ সম্বন্ধে যে লেখা বের হচ্চে সেটা বড় উপাদেয় ঠেকচে। বিষয়টি এমন সরল সরস করে লেখা সহজ নয়। ওটা অবিলম্বে ছেলেদের জন্যে বই আকারে প্রকাশ করা উচিত,

যদিও ছেলেদের বাপদাদারাও যদি যথোচিত নম্র হয়ে ওটা পড়েন তাহলে বঞ্চিত হবেন না। সাধুমায়ের জীবনী বড়ো— বাংলায় কি বল্‌ব?— ইংরেজিতে যাকে বলে interesting (ঔৎসুক্যজনক?)। অতুলবাবুর প্রবন্ধগুলির কথা বলা বাহুল্য— ও হোলো পাকা মাথার চিন্তা পাকা হাতে লেখা,— বাংলায় মাথা ও হাতের এরকম ভাল রক্ষে করে চলার দৃষ্টান্ত বিরল। আমার প্রগল্‌ভতা আজকাল লেখা ছেড়ে বকায় এসে ঠেকেছে— ওটা বোধহয় বয়সের ধর্ম্ম। মনের মধ্যে যা কিছু ফসল ফলে সে আর ভাণ্ডারে ওঠে না— পথিকরা যদি সংগ্রহ করে নিল ত ভালো, নইলে ঝরে পড়ে মাটি হয়। তা হোক কিছু একটা লেখবার চেষ্টা করব। তোমার পক্ষে মস্ত একজন মোক্তার আছে অমিয়। তোমরা অবসরমত এখানে কিছুকাল যাপন করে গেলে খুবই খুসি হব সেকথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ২৮ পৌষ ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৩]

* Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু

সবুজপত্রের জন্যে একটা কবিতা পাঠাই। "বিচিত্রা" নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চল্‌চে— যাঁরা উদ্যোগী তাঁরা উৎসাহী ও ধনী। তাঁদের দলে তোমার ও

আমার পরিচিত কেউ কেউ আছেন। আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের তাড়নায়। আমার দৈন্য যে কত কঠিন হয়ে উঠেচে সে তোমরা অনুমান করতে পারবেনা— সেই কারণে নিষ্কামভাবে লেখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। নিজের কলমের জোরে ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপার্জ্জনের আর কোনো উপায় জানি নে। অথচ রচনার রাস্তায় তোমাদের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভালো লাগে না— কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা আছে। ইদানীং এই বাহ্য বিচ্ছেদ নিয়ে আমার মন অনেক সময় পীড়িত হয়েচে— কিন্তু লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণীর প্রসাদপদ্ম নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে। যাই হোক তুমি যদি সবুজপত্রের নাম ফিরিয়ে দিয়ে "বিচিত্রা"য় তোমার আসন নিতে পারো তাহলে তোমারও ক্ষতি নেই আমারও আনন্দ আছে। ধনীর অর্থের সঙ্গে গুণীর সামর্থ্য মিল্‌লে পরে জিনিষটা সকল দিকে দামী হয়ে উঠ্‌বে বলে বিশ্বাস করি। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৩৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু

কতবার মনে মনে ইচ্ছে করেচি তোমরা এখানে বসবাস করো। কিন্তু সেটাকে মনের অনেক অসম্ভব আশার কোঠায় বন্ধ করেই রাখা হয়েচে। সম্ভব হতে পারবে শুনে খুব খুসি হয়েচি। একান্ত আশা করি এখানে তোমাদের শরীর ভালোই থাকবে— লোকসঙ্গ ও বাক্‌প্রসঙ্গ দুই যথেষ্ট পাবে— পড়বার বইয়েরও অভাব হবেনা। তুমি সাক্ষাৎ-ভাবে এখানে কোনো বিশেষ কাজ করতে পারো বা না পারো এখানকার atmosphere জমিয়ে তুল্‌তে পারবে— সেটার দাম সব চেয়ে বেশি, কেননা সেটাকে হাটে কিন্‌তে পাওয়া যায় না। উত্তরায়ণে যে বাড়িটাকে কোণার্ক বলি সেটাতে তোমাদের অসুবিধে হবেনা— তার ঠিক পাশেই আছে অমিয়দম্পতি— নিষ্করুণ হয়ে তোমরা তাদের মিলন-পালায় রসভঙ্গ করবেনা একথা ধরে নিতে পারি। রথীরা কলকাতায়— তাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে দেখতে পারো, তারা খুসি হবে। সম্প্রতি শীতাগমের পর থেকে এখানে আন্তর্জাতিক সম্মিলনটা খুবই চল্‌চে— এই বাহিরের নিরন্তর সংঘাতে এখানকার ভিতরের কাজগুলোর ব্যাঘাত ঘটচে। কিন্তু এই সমাগমটা আমাদের কাজেরই অঙ্গ— তাই নালিশ করা চলেনা। ইতি ৭ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৫] ও পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২০ জুলাই, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমরা যদি এক আধ দিনের জন্যে এখানে এসে দেখে যাও তোমাদের ঘর দুয়ারের কি রকমের প্রয়োজন তাহলে আমরা সারিয়ে বাড়িয়ে তোমাদের ভালোরকম বাসযোগ্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এই বেলা মিস্ত্রি লাগিয়ে দিলে যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারবে। এখন এখানে মিস্ত্রি খাটচে, ব্যবস্থা করা সহজ— বিবিকে সঙ্গে এনো, তারো মত জানা দরকার হবে।

রীতিমত বর্ষা। ৩ শ্রাবণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৬] পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১১ ডিসেম্বর, ১৯২৯

কল্যাণীয়েষু

এই কদিন আমার মনে একটা ধারণা ছিল যে তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ মনে সন্দেহ হল যে সেটা সংকল্পিত হয়েছিল রচিত হয়নি। নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপে এই রকমের প্রমাদ ঘটে। তোমরা নিশ্চয়ই এসো খৃষ্টজন্মসপ্তাহে। আশা করেছিলুম আগামী বৎসর থেকে এইখানেই বাসা বাঁধবে, এখন সংশয় লাগচে। আমি

আগামী রবিবারে দুইএকদিনের জন্যে কলকাতায় যাব তখন মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমাদের শীঘ্র য়ুরোপে যাবার কথা আছে। যদি ঘটে ওঠে তবে কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

বাংলা অধ্যাপনার জন্যে লোকের বিশেষ দরকার হয়েচে। একবার সতীশ ঘটক এখানে আসতে রাজি ছিলেন। তাঁকে পেলে খুবই খুসি হই। একবার চেষ্টা করে দেখবে কি? বিবিকে একটা ফরাসী কাগজ থেকে আমার সম্বন্ধীয় একটা আলোচনা তর্জ্জমা করতে পাঠিয়েছি— সেটা সে পেয়েচে কি? তোমার সেই গল্পগুলোর কী হল? আজকাল তোমার নতুন লেখার স্রোত বন্ধ আছে বুঝি? আমিও কাজের ঝঞ্ঝাটে পড়ে' কলম বন্ধ করে আছি। ইতি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১০৮]

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, কোথায় তোমার কোন্ লেখা বিক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দেয় আজকাল আমার চোখে পড়ে না। কাগজ পড়া ছেড়েও দিয়েচি। এককালে যে বালকবয়সে লোকালয়ের জঞ্জাল ও জঙ্গলের বাইরে ছিলেম আজ আবার সেই ফাঁকায় আশ্রয় নেবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেচে। সব দায়িত্ব কাটিয়ে সব তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে দিয়ে জীবনের অন্ত্যলীলাকে আদ্য-লীলার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠেচে মনে। ছেলেবেলায় বিশুদ্ধ খেলা নিয়ে কাটত এখন বিশুদ্ধ খেয়াল নিয়ে থাকতে ভালো লাগে। অর্থাৎ ইস্কুল-পালানো নিয়ে জীবনযাত্রা সুরু করেচি। সেই ইস্কুল-পালানো নিয়েই এটাকে সাঙ্গ ক'রে দৌড় মারবার মৎলব।

গরম পড়েচে বৈ কি। কিন্তু এই তপ্ত হাওয়ায় যেমন মাঝে মাঝে খড়কুটো শুক্নো পাতার ঘূর্ণিনাচ চলচে আমারও মনের অনাবশ্যক অকিঞ্চিৎকর উড়ো ভাবনাগুলো চিদাকাশে ধূসর ওড়না উড়িয়ে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

কল্যাণীয়েষু

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে। ব্র্যাডলির বই পূর্ব্বেই পড়েছিলুম, সেটা মনে নেই। আর একবার দেখে নিতে হবে। মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা দিয়েই লেকচারগুলো ভর্ত্তি করে দিতে হবে। আপাতত কমলা লেকচার নিয়ে পড়েচি। বিষয়টা মানবের ধর্ম্ম। সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ। কেননা ভাষার অস্পষ্টতাবশত হঠাৎ লোকের মনে হতে পারে এ সমস্তই জানা কথা। নতুন জিনিষকে নতুন বলে উপলব্ধি করানো বাংলা ভাষায় সহজ নয়। লোকে আধখানা মন নিয়ে শোনে এবং হাঁ হাঁ করে যায়। তা ছাড়া আজকাল কলমটাও কৃপণ হয়ে পড়েচে, সবকথাটা পুরোপুরি বলতে জানেনা। অর্থাৎ এমন একটি সেবক পেয়েছি যে আমার অতিথিদের পাতে হাতা ভরে দিতে জানেনা। মেঘ কেটে গিয়ে নির্ম্মল আকাশে হেমন্তের আসর জমেচে। ইতি

২৯ কার্ত্তিক ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিবির চিঠির উত্তর আমি পত্রপাঠ দিয়েছি। তখন ছিলুম দার্জ্জিলিং। হয়তো ডাকঘরে পৌঁছবার পূর্ব্বেই সেটার দুর্গতি ঘটে থাকবে।

তোমার বইগুলো আমার বিশেষ কাজে লাগবে। অনেকদিন থেকে বিলিতি আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে সংস্রব নেই। অথচ এখন বাংলা সাহিত্যে সকলেই সেই পাড়ায় গুরুকরণ করে বসেচে। তারা যখন সব মডারন মন্ত্র আওড়াতে থাকে বোকার মতো বসে থাকি। এই দুর্য্যোগে বইগুলি যদি পাই তবে মান বাঁচাবার উপায় ঘটে। আমরা আছি মিড্‌ভিক্টোরীয় যুগের মাঝদরিয়ার বালুচরে— খেয়ার সুবিধে পেলে পার হয়ে আসি এপারে। কাল্‌চার সম্বন্ধে আমার তো এই অবস্থা। তোমার বইগুলি দখল নেবার উপায় শীঘ্রই করব।

আর্থিক অবস্থার কথা বলবার প্রয়োজন নেই— অনুমান করতেই পারবে।

দার্জ্জিলিং থাকতে নিরবচ্ছিন্ন অস্বাস্থ্য ভোগ করেছি। সেই দুঃখের কথাই চিঠিতে বিবিকে লিখেছিলুম। পায় নি ভালোই হয়েচে। কেননা এসব খবরের নিত্যতা নেই। উদ্বেগটা নিতান্তই বিড়ম্বনা।

সম্প্রতি ভালো আছি। অর্থাৎ জরার অবসাদ আছে, তার বেশি উপদ্রব নেই।

তোমার শরীর মনের যে রকম বিবরণ পাচ্ছি তাতে তোমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে কোনো ফল পাবার আশা নেই। আমিই হয় তো কোনো কর্ম্মফল বশত রাজধানীতে উপস্থিত হতে পারি— কিন্তু তার নিশ্চয়তা নেই, ইচ্ছাও নেই।

আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে আশীর্ব্বাদ বিবিকে চিঠিতে দিয়েছিলুম সেইটে আর একবার তার কাছে রওনা করে দিলুম, আশা করি ডাকঘরের ভিতরে কি বাইরে কোনো বিঘ্ন ঘটবেনা। ইতি ৫ই শ্রাবণ শুক্রবার ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১১] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, যোগেশের ছেলের মৃত্যুর খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছুকাল থেকে আমি আছি মৃত্যুর ছায়ায় ডুবে। নীতুর বই তার কাপড় তার জিনিষপত্র এসে পৌঁচেছে। যে নিজে যায় চলে সে যা কিছু ফেলে রেখে যায় তাতে তার বিচ্ছেদকে আরো দুঃসহ করে তোলে— সংসারের সমস্ত আয়োজনকে কী ফাঁকি বলেই মনে হয়। ওর একটি ডায়ারি পেয়েছি, অতি অল্প কিছুই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতে ও যে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর

অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যে মৃত্যুর সমস্ত ব্যর্থতা নিজের ঘরেই দেখচি বুঝতে পারচিনে জীবলীলার চরম অভিপ্রায়— সেই মৃত্যুই তোমাদের ঘরে এসেচে। অনুভব করচি যে প্রাণ গেছে— ছোটোবড়ো তার কতগুলো শিকড় সংসারের অন্তরে অন্তরে আঁকড়ে রয়েছে, তারা ছিল বিচিত্র আনন্দের সম্বন্ধসূত্র আজ তারাই অসহ্য বেদনার জাল বিস্তার করেছে চারদিকে— সান্ত্বনা দেবার কোনো কথাই নেই, স্তম্ভিত হয়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়। মৃত্যু আপন বেদনা মারবার জন্যে বৈরাগ্য আনে— একমাত্র সেই বৈরাগ্যই— যে গেছে এবং যে সংসারটা পড়ে আছে তাদের মধ্যে নীরব গম্ভীর বাণী বহন করতে থাকে। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১২] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ তোমার বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকদিন ছিলুম নানা কাজে নানা অকাজে আপাদমস্তক জড়িয়ে, আধুনিক কালের বাণীলোকে প্রবেশের ছুটি পাইনি। লোভ হোলো অত্যন্ত। কাজকর্ম্ম সব ফেলে দিয়ে আর একবার সাহিত্যের ভোজে রাজবৎ আনন্দে বসে পড়্তে ইচ্ছে করছে— সমস্ত কর্ত্তব্যকে হাঁকিয়ে দরজার বার করে দিয়ে। এইজন্যে বইগুলি আমার ঘরেই রাখলুম। দুই

কারণে— প্রথম আমাদের uncharted লাইব্রেরি কলকাতার চেয়ে আমার পক্ষে দুর্গম। তোমার পূর্ব্বদত্ত বইগুলি আজ পর্য্যন্ত জেনেনায়— নাম পর্য্যন্ত জানবার সুযোগ হয়নি। এদের জন্যে সেই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করবনা। দ্বিতীয়ত এই বইগুলি তোমার অনেকদিনের সুখদুঃখের সঙ্গিনী (পুস্তক-সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণকে পছন্দ করি) যদি কখনো কোনোদিন কোনোটি তোমার স্মৃতিপটে উদিত হয় তাকে নির্ব্বাসন থেকে উদ্ধার করে তোমার হাতে দিতে দুঃখ পেতে হবে না। তোমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎই রইল।

আমি নানা খুচরো উৎপাতে আছি— সরস্বতীর ক্ষুদে চরগুলি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

হয় তো অনতিকাল পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোকরি উপলক্ষ্যে কলকাতায় যেতে হবে তখন দেখা হতে পারবে। ইতি ১ ভাদ্র ১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, নাচ সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে খুসি হলুম। উদয়শঙ্করের নাচের প্রধান গুণ হচ্চে এ নাচে তার আত্মশক্তি ও তার শিক্ষা দুইই মিলেছে। আঙ্গিক দিকে উৎকর্ষপ্রাপ্ত এ জিনিষটা— ভাবিক দিকে ক্ষুণ্ণ। ওর য়ুরোপীয় নৃত্যসঙ্গিনী

সিমকি বাইজিদের যে ভাওবাৎলানোর নকল করেছে— সেই ভাওবাৎলানোতে ভাবের গভীরতা নেই— তাতে নারী অঙ্গে কামনার লহরীলীলা প্রকাশ পায়। কামনা উদ্রেকের দ্বারা মন ভোলানো আর্টের ইতর পন্থা। জাভাতে জাপানে এর লেশমাত্র আভাস পাইনি— এ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগলোলুপ চিত্তবিকার থেকে সম্ভূত। যে কল্পনাবৃত্তির উৎকর্ষ থেকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হয় উদয়শঙ্করের নাচে এখনো তার অপেক্ষা আছে। প্রোগ্রামের আরম্ভেই সেদিন নৃত্যকলাকে বিশ্লেষণ করে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ চালনার বাহাদুরী দেখিয়েছিল, কোনো যথার্থ আর্টিস্ট্‌ এ কাজ করতে লজ্জা পেত— উপাদানকে উপকরণকে রূপসৃষ্টি যদি না ভোলে তবে তা সৃষ্টিই হয় না। উদয়শঙ্কর এখনো তা ভোলে নি, তার কারণ নদীপথের নুড়ি-গুলোর উপরে কল্পনানির্ঝরিণীর ধারা পূরো আনন্দে বইতে পারেনি।

ছন্দ সম্বন্ধে আমি যে বক্তৃতা পাঠ করেছি স্থানে স্থানে তার সঙ্গে তোমার এই লেখার অনেক মিল আছে।

সেদিনকার ডাকাতি ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে যেন ডাকাতির ভাও-বাৎলানো— তার বেশি কিছুই না, কেবল ভয়ানক রসের ভাবভঙ্গী— ঝোড়ো রাত্রিটা ছিল এর উপযুক্ত পটভূমিকা— কারো লোকসান করেনি, কেবল আলোচনার রস জমিয়ে গেছে।

ব্যস্ত আছি অন্ধ্র য়ুনিভর্সিটির বক্তৃতায়। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

[১১৪]　　ওঁ　　শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধের সময় হঠাৎ কুমুদের খবর শুনে মনটা অত্যন্ত ধাক্কা পেয়েছে। এ রকম অপঘাতের অকস্মাৎ সংবাদে মৃত্যুশোকের বেদনা দ্বিগুণ তীব্র হয়ে ওঠে। মৃত্যুকেই আমরা সকলের চেয়ে ভুলে থাকি, অথচ মৃত্যু যখন ঘরের মধ্যে দেখা দেয় তখন বুঝতে পারি আমরা কী অসহায়— একেবারে চরম আঘাত, কোথাও কোনো আপিল নেই। বুঝতে পারচি তোমাদের ওখানে শোকের আবর্ত্ত কী রকম প্রচণ্ড বেগে আলোড়িত হয়ে উঠেচে— কিন্তু কারো কিছুই করবার ক্ষমতা নেই— যে কাল হরণ করে নিয়ে গেছে একমাত্র সেই কালেরই পরে নির্ভর করতে হবে, শোক আর সান্ত্বনা এক হাতেই। ইতি ৪ এপ্রেল ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৫]　　ওঁ　　পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ,... পর্শু শনিবারে দিন তিনেকের মতো যাচ্চি কলকাতায়, অর্থাৎ বরানগরে— জোড়াসাঁকো আমার পক্ষে দুর্গম। রবিবারে একটা গল্প পড়ে শোনাব, অপরাহ্নে কোনো এক সময়ে— সময়টার নিশ্চিত তথ্য বোধ করি পাবে প্রশান্তের

প্রমুখাৎ—যদি আসতে পারো খুসি হবো— কিন্তু বিবি যেন চুল বাঁধতে অযথা দেরি না করে, কারণ কিনা পাঠের মাঝখানে এসে আসন সন্ধান ও সহাস্যমুখে গৃহকর্ত্রীকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা গল্পটাকে আহত করে দেয়। আমার প্যালেস্‌টাইন যাত্রার একটা জনশ্রুতি উঠেছে— এখনো সেটা কল্পনার সুদূরপ্রান্তে আছে সঙ্কল্পরূপেও দানা বাঁধেনি। সিংহলযাত্রাটা অনেকপরিমাণে সার্থক হয়েছে—শুধু অর্থের দিকে নয়— সেখানকার লোকের মন পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই।

সোমবারে য়ুনিভর্সিটিতে সাহিত্যের তাৎপর্য্য নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করব প্রস্তাব পাঠিয়েছি— এটা অন্নঋণ শোধ করবার উদ্দেশে— শুনেছি না করলেও কারো লোকসান হয় না। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৬] ঔ * "Uttarayan"

Santiniketan, Birbhum

কল্যাণীয়েষু

তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্ব্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশকরা, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা

দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।

বেকার অবস্থায় তুমি উত্যক্ত হয়ে উঠেচ— আমার কর্ম্মের বিরাম নেই— মন ছুটির দরবার করে। বানপ্রস্থ্যের ডাক আসে কিন্তু রাস্তা বন্ধ। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত কাজের প্রোগ্রাম। ইতি ২৫ অগস্ট ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৭] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা দীর্ঘকাল কলকাতার আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে আছ এইজন্যেই বদ্ধ হাওয়ার বিষে তোমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে আছে। সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবের গ্রহণ লাগা— তার ছায়া এখানেও আছে— কিন্তু একটা সুবিধে এই যে, যে হেতু এ জায়গাটা উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র্যটা অত্যন্ত বেমানান হয়ে মানুষকে প্রতিদিন অবমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে।

বিবিকে বোলো সঙ্গীতের যা সে সংগ্রহ করতে পেরেছে সেগুলো তার কাছ থেকে আনবার জন্যে বাহনের ব্যবস্থা সুবিধে পেলেই করে দেব। যে সব বই দুর্লভ, সেগুলোকে যেখানে সেখানে বিতরণ করায় প্রত্যবায় আছে। এখানে

দানগুলো সকলের জন্যে রক্ষিত হবার উপায় আছে। শুধু তাই নয় ওগুলো আমরা নূতন সংস্করণ করে ছাপিয়ে নিতেও পারি। পৃথিবীতে যারা নষ্ট করবার জন্যে নেয়, তারাই পায়োনিয়র, যারা রক্ষা করবার জন্যে নেয় তারা পরে আসে, তখন অল্পই বাকি থাকে।

তোমাদের কাছে আর একটা দরবার আছে, এখানে যন্ত্র-শিখিয়ে লোকের অভাব ঘটেছে। পাওয়া সম্ভব কি? সেতার এসরাজ বাজাতে পারলেই চলবে। খুব পয়লা নম্বরের দামী চীজ, আমাদের মতো বামনের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফল। যে লোকটি রুগ্ন হয়ে চলে গেল সে পেত পঞ্চাশের কাছাকাছি। তোমাদের সংঘ বা সাম্মলনের বাজারে সন্ধান নিলে কি জুটতে পারে? ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৮] ঔ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজকাল যেন আলো কমে এসেছে তাই পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ বিচিত্রায় তোমার নাম দেখে তোমার লেখা গল্পটি পড়লেম। পড়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এ লেখায় তোমার সবুজ পত্রী যুগের উজ্জ্বলতা দেখে খুব খুসি হয়েছি। আজকাল যে সব লেখা বেরোয় তার মাঝখানে এই আকস্মিক আগন্তুকটির চেহারা দেখে চমক

লাগে, এর জাতই আলাদা। অনেকদিন চুপচাপ ছিলে, ভয় হয়েছিল তোমার আলো-ওয়ালা কলমের দীপ্তি পাছে কমে গিয়ে থাকে, দেখচি তার আশঙ্কা নেই। তোমার চেয়ে বয়সে আমি এগিয়ে গেছি— শরীরে মনে আমার অপরাহ্ন সায়াহ্নে এসে পড়েছে— হয়তো চিত্তযন্ত্রের এঞ্জিনটা এখনো বিগড়োয় নি কিন্তু চাকাটা হয়ে পড়েছে ঢিলে, চালাতে চাইলে তেলের অভাবে আর্ত্তনাদ করতে থাকে। বাহিরমুখো গতি-বেগটাকে ভিতরবাগে প্রতিসংহার করবার চেষ্টায় আছি। কিছু না করাটা নিশ্চেষ্টতা বলে বোধ হয় না— তার মধ্যে এক রকম অচঞ্চল ক্রিয়াশীলতা সমাহিত আছে সেটা ভালোই লাগ্‌চে— নানা তুচ্ছ উপলক্ষ্যে পাঁচ জনে মিলে সেটাকে নাড়া দিতে এলে পরিণতপ্রায় ফলের উপর শিলবৃষ্টির মতো অত্যন্ত কড়া ঠেকে। ইতি ১৩ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১৯] ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বিচিত্রা আনিয়ে নিয়ে তোমার "নিয়তিবাদের প্রতিবাদ" পড়লুম। খুব ভালোই লাগল। এর মধ্যে তোমার রচনার স্বাদ সম্পূর্ণ মাত্রায় আছে। পরিচয় সম্পাদক কী বিচার করে এ লেখা অগ্রাহ্য করেচেন আমি বুঝতেই পারলুম না। যে শুনচে সেই বিস্মিত হচ্ছে। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

সাময়িক নানাপ্রসঙ্গে ভরা তোমার ঘরে বাইরে বইখানি পেয়েছি। লিপিনৈপুণ্য আছে কিন্তু বিষয়বস্তুগুলি চলতি মুহূর্ত্তের বিলীয়মান কালি দিয়ে লেখা। ইচ্ছা করচি নদীপথে বেরিয়ে পড়তে, কিন্তু বদ্ধ হয়ে আছি কর্ম্মজালে। নিষ্কৃতির আশায় আছি— পদ্মার ডাক আমার রক্তে এসে পৌঁচেছে। সুহৃৎ এবার এখানে এসে ভালো ছিল না— কলিকে ধরেছিল। আমার ওষুধে সেরেচে বলে আমার বিশ্বাস, তার বিশ্বাস বোধ হয় অন্যরকম। ইতি ৩০।১২।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২১] ওঁ * Sriniketan

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

১৪ জুলাই ১৯৩৭

কল্যাণীয়েষু

পত্রে লিখেছিলে একখানি বই পাঠিয়েছ কিম্বা পাঠাবে— সে সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে আমার অভিমত পেতে ইচ্ছা করো। আমি রাজি আছি যদি বইখানি পাই। তিন রাত্রি কেটে গেছে বইয়ের কোনো লক্ষণ কোনো দিগন্তে দেখচি নে। না পড়েও আমি একরকম নিশ্চয় বলতে পারি বইখানি ভালই

হয়েছে— কথাটা মিথ্যে হবেনা— কিন্তু সেটা হয়তো তোমার সন্তোষজনক না হতে পারে। তোমার বিজ্ঞপ্তির জন্যে লিখলুম। অলমতি বিস্তরেণ

রবীন্দ্রনাথ

[১২২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পেয়েছি ভারতবর্ষ। সাবাস্। খুব ভালো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার শিলমোহরের ছাপ পড়েছে অতএব এর দাম কম নয়। এ ধরণের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৩] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই গোলমাল চলচে— চীন জাপানের যুদ্ধই যথেষ্ট নয়, তোমাদের উপরেও চলচে দুর্গ্রহের অভিযান। তোমরা এখানে আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম— খালি ছিলনা ঘর— তোমাদের বদলে এসেছিল

বিস্তর আগন্তুক। তোমার শরীরের খবরও সন্তোষজনক নয়। তোমার লেখাটার জন্যে তোমাকে লিখতে যাচ্ছিলুম— শেষ হয়ে গেছে শুনে খুশি হয়েছি। যদি নিতান্তই আসবার ব্যাঘাত হয় সেখানা পাঠিয়ে দিয়ো। ভালো নিশ্চয়ই লাগবে বলে ধরে রেখেছি। ইতি ২৪।৮।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৪] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

তোমার আর্য সভ্যতা ঠিক আমাদের কাজে লাগবে। এটা বিবির তর্জমার উপক্রমণিকার মতো হয়েছে। বিবির ওটা খুব ভালো হবে। সম্পূর্ণ করতে বোলো। অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত ব্যস্ততায় মিলে ভবযন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। বাড়িতে আমি আছি সম্পূর্ণ একা। একটি নাৎনী আছে ব'লে রক্ষে। ইতি ১৩।৯।৩৮

রবীন্দ্রনাথ

[১২৫] ওঁ * "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

একে চোখে কম দেখি মনের তেজও কমেছে তার উপরে ভাষাপরিচয়ের রচনা, তাসের দেশের রিহার্সাল, অন্তরে

বাহিরে তাড়া খেয়ে কিছু কিছু ইংরেজি লেখা, এই সব ব্যাপারে দিনরাত ধাঁদা লাগিয়ে রেখেছিল তাই তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসচে বলে পারতপক্ষে চিঠি লেখালেখি করি নে। চোখ মেলে দেখাটাই জীবনে আমার প্রধান শখ, ওরা আপন কাজে ঢিল দিলে সেটা আমার পক্ষে শোচনীয়। তুমি ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে যে বই লেখবার সংকল্প করেছ সেটা ভালো কথা। তোমার ইতিহাসের চটি পেট ভরাবার মতো হয়নি। আমার এই অত্যন্ত ব্যস্ততার দিনের অবসান হলেই বিবির বইখানা নিয়ে পড়ব। ওটার কপি হয়ে গেছে, আগেকার মতো দুর্গম নেই। ইতি ২০।১১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৬] ওঁ * "UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, তোমার লেখাটি রথীর হাতে দিয়েছি, সে ব্যবস্থা করবে। রথী বিশেষ কাজে কলকাতায় গেছে। এখানে তোমাদের বাসস্থানের সুযোগ করবার উদ্দেশে ···কে একখানা চিঠি লিখেছি— তিনি এখানে একটা বাড়ি আশ্রয় করে থাকেন— প্রায় অনুপস্থিত থাকেন— তার একতলায় তোমাদের জায়গা হতে পারে— এককালে ওখানে আমি

ছিলুম। আমার বিশ্বাস …কে রাজি করা যেতে পারে। ইতি ১৫।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭] ওঁ "UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

প্রমথ

তোমার লেখাটি রথী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারীর জিম্মে করে দিয়েছেন— ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছবে কি না সংশয় আছে— ওঁদের দল আছে এবং ছাঁচ আছে। আমরা স্থির করেছি যদি বাধা পাই বিশ্বভারতীর তরফ থেকে ছাপতে দেব। অপেক্ষা করে দেখা যাক। আমাদের প্রস্তাবে তোমার সম্মতি থাকলে জানিয়ো।

খুব আশা করেছিলুম … তাঁর অধিকৃত বাড়িতে তোমাদের আশ্রয় দিতে আপত্তি করবেন না। ভুল করেছিলুম হোলো না। আশ্রমে বাসের টানাটানি নিয়ে আমরা প্রায়ই দুঃখ পাচ্চি। তোমরা থাকলে কাজে লাগাতে পারতুম। চেয়ে থাকব সেই সুযোগের জন্যে।— এপ্রিলের আরম্ভে কলকাতায় আমি যেতে বাধ্য সেই সময়ে মোকাবিলায় আলোচনা হবে। ইতি ২৩।৩।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঁ

পোস্টমার্ক, মংপু
১১ জুন, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

তোমার ছোটো গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরিভোজন ভালোবাসে— তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ— কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।

বিবি আমার শরীরের খবর চায়— বিশেষ করে বলবার মতো নয়। গ্রীষ্মকালের অজয় নদীর মতো দশা, স্রোত বয় না— এখানে ওখানে প্রয়োজনের মতো জল পাওয়া যায়। খেয়ালমতো লেখার জোগান দিই কিন্তু সে হাঁটুজলের জোগান। বেঁচে থাকলেই দাবীর অন্ত থাকে না— নাম রক্ষে করার মতো সম্বল কোথায়। আমার অবস্থাটা হয়েছে সেই রকম, যখন পাওনাদার ভিড় করে দাঁড়ায় আপিসে, খাতাঞ্চি মুখ লুকিয়ে থাকে বাসায়। সামান্য কাজ করতেও এত অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি বোধ হয় যে বেঁচে থাকাটা দুর্ভর হয়ে উঠেছে। এতদিন ধরে অনেক তো দিয়েছি—কিন্তু দেওয়া একটু বন্ধ হলেই পূর্বদানের উপরেও বদনাম আসে। দীর্ঘায়ুর বিপদ ঐ— সাবেক চালের ভূতটা কাঁধে চেপে থাকে তার পিণ্ডি জোটে না।

আষাঢ়ের আরম্ভে স্বস্থানে ফিরব।

রবীন্দ্র

[১২৯] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

পোস্টমার্ক, ২৪ জুলাই, ১৯৩৯

কল্যাণীয়েষু

পুস্তিকাখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পছন্দ হয়নি। আমরা নিয়েছি। ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি। তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিষটাকে না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, ওটা এইবার প্রেসে চড়বে—পূজোর পূর্বেই আট-আনা সংস্করণের মাপে বেরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

বৌমার ছবি-আঁকা হাতের একটি লেখা তোমাকে পাঠাই। আমার তো মনে হোলো ভালো হয়েছে তোমারও যদি তাই মনে হয় অলকায় ছাপাতে পারো। ঘোমটার আবরণে ইতিপূর্বে ওঁর দুটো একটা লেখা প্রবাসীতে বেরিয়ে গেছে।— মংপু পাহাড়ের পথে আগামী বুধবারে রওনা হব কলকাতায়। আগেকার মতো কলমের ক্ষিপ্রবেগ নেই।

থাকলে অলকাকে করা যেতে পারত দ্বিতীয় সবুজ পত্র। এখন পাতায় হলদে রং ধরে আসচে। ইতি ১।৯।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩১] ওঁ পোস্টমার্ক, মংপু

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ বিশিকে একখানা পত্র লিখেছি। কিন্তু ঠিকানা পাচ্চিনে। তুমি নিশ্চয় জানো। যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ো।

এখানে শরৎকালের দুর্গতির একশেষ— ঘোর শ্রাবণ হিটলরের মতো এর করিডর অধিকার করে বসে আছে— একেবারে সারেণ্ডার। আয়ু থেকে একটা শরতের আলো বাদ পড়লে ভালো লাগেনা, কটাই বা আছে। কবির জন্যে তাকিয়ে রয়েছে শান্তিনিকেতনের শিউলি বন, আর সূর্যাস্তের আকাশ। ইতি ২।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

[১৩২] ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এতদিনে হিন্দুস্থান পেয়ে থাকবে। হয় তো তোমার কোথাও কোথাও খটকা লেগেছে, তোমার সঙ্গে কিছু কিছু অমিল থাকাও অসম্ভব নয়। তোমার মুখের কথাকে আমাদের

প্রয়োজনবশত কলমের কথায় বদল করতে হয়েছে— কিছু ছাঁটাও পড়েছে কিছু জোড়াও লেগেছে— তোমার কপিটা মিলিয়ে দেখলে দেখ্‌তে পাবে চলতি কথার ধর্মবশত তার মধ্যে নানারকম মিশোল ছিল— যাই হোক মাঝে মাঝে যে অল্পস্বল্প বদল হয়েছে, তাতে তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি— তোমারি লেখার রস এবং মালমসলা ওতে প্রভাবান্বিত হয়েই আছে।

বিবির একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আমার শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। এখন যেটুকু বাকি আছে সে ফাটল ধরা ও কানাভাঙা। বিবি যদি সামনে উপস্থিত থেকে চেপে ধরত তাহলে হয় ত অগত্যা গুনগুন করতে করতে কিছু আর্তধ্বনি বেরত। আজকাল আমি গানের অন্তরা ভাঁজতে ভাঁজতে আস্থায়ীটা ভুলে যাই— কাউকে সামনে বসিয়ে সুর দিতে হয়। এ রকম কৃচ্ছসাধন ইচ্ছে ক'রে কি চালানো যায়। দিনের নানা খুচরো কাজ এসে পড়ে, তলিয়ে পড়ে সেইগুলোই যেগুলো ভারি এবং সহজ নয়।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের একটা বিবরণ সংগ্রহ করে লিখেছি যদি মর্জি হয় অলকায় দিতে পারো।

আগন্তুকের বিষম ভীড়, প্রাণ বেরিয়ে গেল। কাজকর্ম ক্ষতবিক্ষত, অকাজ ধরাশায়ী। ১০।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

[১৩৩] ওঁ পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, ফিনল্যাণ্ড তুমি পরিচয়েই পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষটা সাময়িক কিন্তু অলকা পত্রটি অসাময়িক হয়ে পড়েছে পঞ্জিকার বিধান মানে না। তোমাকে খুশি করবার জন্যই ওটা পাঠিয়েছিলুম। পরিচয়ে প্রাচীন হিন্দুস্থানের সমালোচনার জন্যে হাবলকে তুমি অনুরোধ কোরো। আমি দূরে থাকাতে পাব্লিসিটি ক্ষেত্রের বাইরে পড়ে আছি অব্‌স্ক্যুরিটির গহনে। ইতি ১৩।১।৪০

রবীন্দ্রনাথ

[১৩৪] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

প্রমথ, এবার পরিচয়ে তোমার গল্পটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি, না লিখে থাকতে পারলুম না। বয়স হলে কলমকে বাতে ধরে, কিন্তু তোমার কলম এখনো যে রকম খাড়া চলতে পারে এমন তো আর কারো দেখিনি। এ একেবারে তোমার খাসদখলের লেখা, আর কারো হাত দিয়ে বেরবার জো নেই। আজ তোমার এই পরিচয়ের দরকার ছিল, কেননা বাজে লোকেরা উস্‌খুস্‌ করতে আরম্ভ করেছিল।

যারা জাত আনাড়ি তারা যখন ওস্তাদি ফলাবার সুযোগ পায় তখন সেটা শোকাবহ হয়ে ওঠে। সেইজন্যে খুব খুশি হয়েছি। খাঁটি জিনিষ একটা আধটাই যথেষ্ট, সেই কথাটা আমাদের দেশের বদরসিকদের বোঝানো শক্ত,—কালকেতুর ব্যাধের মতো তাদের গ্রাস—মাসে মাসে মুঠো মুঠো অপথ্যর জোগান দিতে না পারলে তাদের বাহবা মিইয়ে আসে। আজকালকার বাজারে বিলিতি ভেজালের গতিক দেখে মনের মধ্যে লেখবার তাগিদ পাইনে। এবার পাতড়াড়ি গুটিয়ে নেবার সময় এল। ইতি ৬ শ্রাবণ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোর—অঘোরনাথ মৈত্র, মোক্তার

অজিত—অজিতকুমার চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক

অতুলবাবু—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক

অনাথবাবু—অনাথকৃষ্ণ দেব, শোভাবাজার

অনাদি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সংগীতশিক্ষক

অনিলা দেবী—'যমুনা' পত্রিকায় একদা-ব্যবহৃত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।

অপূর্ব—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছা

অমল—শ্রীঅমল হোম

অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অমিয়া—শ্রীহৈমন্তী দেবী, অমিয় চক্রবর্তীর পত্নী

অমৃত রায়—অমৃতলাল রায়, নায়েব

অম্বাচরণ—অম্বাচরণ মৈত্র, জমিদারির সার্ভে আমিন

অরু—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র

আঢ্য, মিস্—শ্রীবীণা আঢ্য, বাঙালী খ্রীস্টান সুগায়িকা

"আর একজন ভারতবর্ষীয়" (পৃ ২১)—ভাই প্রমথলাল সেন, নববিধান সমাজের প্রচারক

আরিয়াম, এরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম এরিয়ম উইলিয়ম্‌স্‌, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সিংহলী অধ্যাপক

আর্য্য—আর্যকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র

আশু—স্যর আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

"একটি শরীরী" (পৃ ১৪৮)—মধ্যমা কন্যা রেণুকা, জন্ম ইং ১৮৯০

এণ্ডারসন—জে. ডি. এণ্ডারসন, কেম্বিজের বাংলা অধ্যাপক

এণ্ড্রুজ—C. F. Andrews, সি. এফ. এণ্ড্রুজ

ওকাকুরা—কাকুজো ওকাকুরা, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী

কমল—কমলা দেবী, দ্বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কল্যাণ—শ্রীকল্যাণকুমার চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ
  কুমুদনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র

"কাঠের পুতুলটা" (পৃ ১৯৬)—দ্রষ্টব্য 'কাঠের রাজা', বীরবল ;
  বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ মাঘ, পৃ ৪৫৫-৫৭

"কারমাইকেলের হাঙ্গাম" (পৃ ১৯৫)—বাংলার গভর্ণর লর্ড
  কারমাইকেলের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন, ২০ মার্চ ১৯১৫

কুমুদ—কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ

কৃষ্ণকুমার মিত্র—সুবিখ্যাত দেশনেতা ও সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক পত্রের
  সম্পাদক

ক্র্যামরিশ—শ্রীমতী স্টেলা ক্র্যামরিশ, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন
  অধ্যাপিকা, বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত

ক্ষিতিমোহন বাবু, ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

খগেন—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এটর্নি ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়

খুকু—অমিতা সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোপাল—গোপাল চট্টোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন সরকার

গোপীনাথ—দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী, রাগিণী দেবীর তৎকালীন নৃত্যসঙ্গী

গোপেশ্বর—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু, চারু বাঁড়ুয্যে—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক

চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ছোট বউ—কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী

জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা ও
শ্রীকুলদাপ্রসাদ সেনগুপ্তের পত্নী
জ্যোৎস্না—স্বর জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র
ডাক্তার নাইডু—মেজর গোবিন্দরাজু নাইডু, শ্রীসরোজিনী নাইডুর
স্বামী
ডাক্তার সরকার—নীলরতন সরকার
তারকবাবু—স্বর তারকনাথ পালিত
দাদা—সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত অগ্রজ
দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র
দিলীপ—শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র
দ্বিজু রায়—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সাহিত্যিক
দ্বিজেন্দ্র মৈত্র—ডাঃ ডি. এন্. মৈত্র, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর
প্রতিষ্ঠাতা
দ্বিপু—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র
ধূর্জটি—শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
নগেন—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা
নগেন্দ্র—কবিশ্বালক শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
নতুন বৌঠান—কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
নরু—নরেন্দ্রবালা দেবী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী
নলিনী—নলিনী দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা
নলিনী (পৃ ১৯৮)—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, নায়েব
নলিনীরঞ্জন—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
নলিনী দেবীর স্বামী
নাটোর—জগদিন্দ্রনাথ রায়, নাটোরের মহারাজা

নদিদি—স্বর্ণকুমারী দেবী

নাৎনি—শ্রীনন্দিনী দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

নীতু—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র

নীলরতনবাবু, নীলরতন ডাক্তার— ডাক্তার নীলরতন সরকার

নুটু—রমা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অন্যতম কনিষ্ঠা ভগিনী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী

নেপু—শ্রীঋরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

পঞ্চাশ নম্বর পার্কষ্ট্রিট (পৃ ১৬৪)— সত্যেন্দ্রনাথের বাটী

পল্টু কর—প্রমথ কর, এটর্নি

পিয়ার্সন—উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়ার্সন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজ অধ্যাপক

পুপু, পুপে— শ্রীনন্দিনী দেবী, 'নাৎনি' দ্রষ্টব্য

প্রতিমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

প্রবোধ— কবিসুহৃদ্ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক

প্রভাস মিত্র— স্তর পি. সি. মিত্র

প্রভাতকুমার (পৃ ৯৫)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক

প্রমথ— শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

প্রমথ বিশি— শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

প্রশান্ত— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

প্রশান্তনিকেতন— শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাটী, বরাহনগর

প্রিয়— কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমথনাথের ভাগিনেয়ী

প্রিয়বাবু— প্রিয়নাথ সেন, কবিসুহৃদ্

"ফরেন মিনিস্টার" (পৃ ৮৫)— শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

বঙ্কিমবাবু— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বনমালী— রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের ভৃত্য

বরদাবাবু— শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, সাহিত্যিক

বলু— বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের পুত্র

বড়দিদি— সৌদামিনী দেবী

বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ— গার্ট্রুড্ বোনার্জি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লিউ. সি. বোনার্জি) জ্যেষ্ঠপুত্র শেলী বোনার্জির পত্নী

বিবি— শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা

বিহারী চক্রবর্তী— বিহারীলাল চক্রবর্তী, 'সারদামঙ্গল'-এর কবি

বীরেশ্বর— শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার

বেবি— শ্রীনলিনী দেবী, অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী

বেলা— মাধুরীলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা

বুবু— শ্রীপূর্ণিমা ঠাকুর, শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরীর কন্যা, ও সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

বৌমা— শ্রীপ্রতিমা দেবী, 'প্রতিমা' দ্রষ্টব্য

ব্রজেন্দ্রবাবু— ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মঞ্জু— শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী

মণ্টু— শ্রীদিলীপকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র

মন্দিরা— শ্রীমন্দিরা গুপ্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

মন্মথ— মন্মথনাথ চৌধুরী, প্রমথনাথের অনুজ

মণিলাল— মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম জামাতা

মরিস— এইচ. পি. মরিস, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন পার্শী অধ্যাপক

মহেন্দ্র— মহেন্দ্রলাল রায়, প্রমথনাথের বিশ্বস্ত কর্মী
মীরা— শ্রীমীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা
মুনীন্দ্র— মুনীন্দ্র সর্বাধিকারী, জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী
মেজদাদা— সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মেজবৌঠান— জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী
মেনা—মৃণালিনী দেবী, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠা ভগিনী
মেব্‌ল্‌—লোকেন্দ্রনাথ পালিতের পত্নী
যামিনীকান্ত সেন—সুপরিচিত শিল্পকলারসিক
যোগেশ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথের অগ্রজ
যোগিনী—যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ
য়েট্‌স—W. B. Yeats, আইরিশ কবি
রথী—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র
রাগিণী দেবী—ভারতীয়নৃত্যকুশলী য়ুরোপীয় মহিলা
রামেন্দ্রসুন্দর—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
রোটেনস্টাইন—উইলিয়ম রোটেনস্টাইন, সুবিখ্যাত ইংরেজ শিল্পী
রোমাঁ রোলাঁ—Romain Rolland, ফরাসী সাহিত্যিক
লটি—শ্রীস্নেহলতা সেন, বিহারীলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা
লাহোরিণী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী
লিল্‌—লিলিয়ান [বাসন্তী নলিনা] পালিত, তারকনাথ পালিতের কন্যা
লেভি সাহেব—সিলভ্যাঁ লেভি, সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষী, একদা বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
লোকেন—লোকেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের তৃতীয় পুত্র
শাস্ত্রীমশাই—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক
শিবু—শ্রীশিবকুমার চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র

শৈলেন্দ্র—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদারির জুনিয়র উকিল

শৈলেশ—শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুজ, একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক

শ্রীমতী—শ্রীমতী হাথী সিং, বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন গুজরাটী ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সতু—সত্যেন্দ্রনাথ পালিত, তারকনাথ পালিতের কনিষ্ঠ পুত্র

সত্য—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, কবির বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর পুত্র

"সত্যকুমারের স্ত্রী"—শ্রীবিভাময়ী দেবী, শিলাইদহ সদর আফিসের সেক্রেটারি সত্যকুমার মজুমদারের পত্নী

সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ও কর্মী

সরলা—সরলাদেবী চৌধুরাণী, স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যমা কন্যা

সরস্বতী—শ্রীসরস্বতী দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টমা দৌহিত্রী ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী

"সাকিসের হাঙ্গামা" (পৃ ২৭২)—সাকিস, কলিকাতাবাসী জনৈক আরমানী সংগীতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সংগীতের কয়েকটি ইংরেজি স্বরলিপিতে হার্মনি বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুধা—শ্রীসুধাময়ী দেবী, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্নী

সুধী—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র

সুনীতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুবীর—শ্রীসুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র

সুবোধ—সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সুরেন—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র

সুরেশ—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পণ্ডিচেরী

সুহৃদ—শ্রীসুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা

হাবল্‌—শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র

হাবল—শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

হারাসান—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী ছাত্রী

Barbusse—Henri Barbusse, আঁরি বারবুস্‌, ফরাসী সাহিত্যিক

Clarté—উক্ত নামে খ্যাত ফরাসী নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মুখপত্র

Benoit—F. Benoit, এফ. বেনোয়া, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ফরাসী অধ্যাপক

Elmhirst—L.K. Elmhirst, এল্‌, কে, এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌, বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের পূর্বতন ইংরেজ পরিচালক ও কর্মী

Gourlay—W. R. Gourlay, লর্ড কারমাইকেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি

N. C. O.—নন্‌-কো-অপারেশন

Ollendorff—সুবিখ্যাত জর্মান ভাষাবিদ্‌

Rothenstein—'রোটেনস্টাইন' দ্রষ্টব্য

Sylvain Levy—'লেভি সাহেব' দ্রষ্টব্য

Tree daubing (পৃ ১৬৬)—"The tree daubing mystery offered the widest grounds for speculation. This movement consisted in marking trees with daubs of mud....It slowly spread through the North-Gangetic districts...and was generally attributed to wandering gangs of *Sadhus*... The movement died out in a few months and the result seemed to show that it had no real political significance."—Buckland, Bengal under the Leutenant Governors, Vol II, p. 954.

* পত্রের সর্বত্র তারকা চিহ্ন চিঠির কাগজে মুদ্রিত ঠিকানা নির্দেশক।